পুরুষোত্তমদাস-কৃত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত
প্রাচীন ওড়িয়া নবীন বাংলা

কাঞ্চী-কাবেরী

কাব্য

শ্রীসুকুমার সেন, এম্-এ, পিএইচ-ডি, এফ-এ-এস্
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব-ও-ধ্বনিবিজ্ঞানে
খয়রা অধ্যাপক

এবং

শ্রীসুনন্দা সেন, এম্-এ
মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহতাব মহিলা কলেজে
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে
অধ্যাপিকা

সম্পাদিত
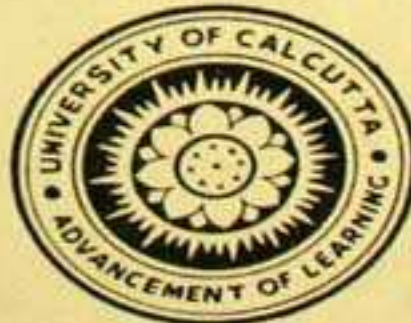
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫৮

মূল্য—পাঁচ টাকা

নিবেদন

আধুনিক ভারতীয় আর্য-ভাষাগুলির পরস্পর সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ। এ ঘনিষ্ঠতা ভাষাগুলির পুরানো সাহিত্যে প্রতিফলিত এবং তাহা আধুনিক সাহিত্যেও নিশ্চিহ্ন নয়। ওড়িয়া ও বাংলার মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর এবং এ দুই ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে যোগাযোগ খুব স্পষ্ট। কাঞ্চী-কাবেরী কাব্যে এই যোগাযোগের একটা বড় নিদর্শন পাইতেছি। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের রীতিমত তৌলন আলোচনার দিন আজ আসিয়াছে। আমাদের এই গ্রন্থ যদি সেই আলোচনার পথ নির্দেশ করিয়া দেয় তবে সম্পাদন কার্য সার্থক হইবে।

ওড়িয়া ও বাংলা ভাষার মধ্যে প্রায়-দুস্তর ব্যবধান রচনা করিয়াছে, দুইটি লিপিমালা। ওড়িয়া কাব্যটি বাংলা অক্ষরে ছাপাইয়া আমরা এক তরফের ব্যবধান ঘুচাইয়াছি। ভরসা করি ইহাতে বাঙালী পাঠকের কাছে ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যকে আদরণীয় হইবে। কিন্তু এমন একটা বড় ত্রুটি হইয়াছে যাহা বাঙালী পাঠক ধরিতে পারিবেন না কিন্তু ওড়িয়া পাঠকের খুব অসুবিধা সৃষ্টি করিবে। ওড়িয়া ভাষায় দুইটি ল-কার আছে, একটি আমাদের পরিচিত "দন্ত্য" ল-কার আর একটি ওড়িয়া ভাষার বিশিষ্ট অতিরিক্ত "মূর্ধন্য" ল-কার। মূর্ধন্য ল-কারের জন্য পৃথক হরফের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই বলিয়া প্রস্তুত গ্রন্থে ওড়িয়া অংশে দুই ল-কারে পার্থক্য করা হয় নাই। যাঁহারা ওড়িয়া শব্দে ল-কারের ঠিক উচ্চারণ করিতে চান তাঁহাদের এই তিনটি সূত্র স্মরণে রাখিলেই চলিবে—(১) পদের আদি অক্ষরে সর্বদাই "দন্ত্য" ল, (২) মূল সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত শব্দে যদি একক ল-কার থাকে তাহা ওড়িয়ায় মূর্ধন্য ল, এবং (৩) মূল সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত শব্দে যদি যুক্ত ল-কার থাকে তবে ওড়িয়ায় তাহা "দন্ত্য" ল। যেমন—(১) লগাই, লাজ, লুগা, লেউটিন, লোড়া; (২) জল়, কলি়, নল়, বলি়য়ার, বেলে়, মেল়; (৩) তেল (প্রাকৃত তেল্ল), ভলি (প্রাকৃত ভল্ল, সংস্কৃত ভদ্র), বোল (প্রাকৃত বোল্ল), পালিঙ্কি (প্রাকৃত পল্লঙ্ক, সংস্কৃত পর্যঙ্ক), ছইলা (প্রাকৃত ছইল্ল), মাল (সংস্কৃত মল্ল)।

সম্পাদন কার্যে নানা বিষয়ে সম্বলপুর কলেজের সংস্কৃত ও ওড়িয়া ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর হোতা এম-এ প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন। কটক মহিলা কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপিকা শ্রীমতী শোভা রায় এম-এ শব্দার্থ বিচারে এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওড়িয়ার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন পট্টনায়ক এম-এ পাঠনির্ণয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন। ইহাদের সঙ্গে ধন্যবাদ দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক নয়। তবে ঋণ স্বীকার না করিলে প্রত্যবায়ের ভাগী হইব। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস আমাকে পুরুষোত্তমদাসের কাব্যের মুদ্রিত সংস্করণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্তের উদ্যোগেই আমাদের এই বই এত সহজে বাহির হইতে পারিল। সেজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

রঙ্গলাল ভূমিকায় যে কথা বলিয়াছিলেন তাহার পুনরাবৃত্তির দ্বারা স্বস্তিবাচন করিলাম।

"(উৎকল ও বঙ্গ) উভয় দেশীয় লোকের মধ্যে এই সৌহার্দ্য যত বর্ধিত হয়; ততই সুখের বিষয়। সেই সৌহার্দ্য-রজ্জুর খণ্ডৈক ক্ষীণ সূত্র বা তৃণবৎ আমি এই ঐতিহাসিক কাব্যখানি বঙ্গীয় এবং উৎকলীয় বন্ধুগণের হস্তে সমর্পণ করিলাম।"

১৬. ৮. ৫৮

শ্রীসুকুমার সেন

সূচি

ভূমিকা

১

পুরুষোত্তমের কাঞ্চী-কাবেরী কাব্যকে যদি ঐতিহাসিক কাব্য বলি তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দে আমাদের কবিদের যতটা ইতিহাস-বোধ ছিল সেই অনুপাতে ঐতিহাসিক। সেকালে ইতিহাস বলিতে জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীই বুঝাইত, সুতরাং পুরুষোত্তমের কাব্যে জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী মিশাইয়া আছে। তবে এই জনশ্রুতির মধ্যে ইতিহাসের অংশও নেহাৎ কম ছিল না। পিতা কপিলেন্দ্র দেব (১৪৩৫-১৪৭০) কাঞ্চী বিজয় করিয়াছিলেন। এ কাজ পুত্র পুরুষোত্তম দেব (১৪৭০-১৪৯৭) করিতে পারেন নাই। কপিলেন্দ্র দেবের বৃহৎ সাম্রাজ্য পুরুষোত্তম দেবের রাজ্য-লাভের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছোট হইয়া আসে। তবে অবিরত যুদ্ধ চালাইয়া তিনি বিনষ্ট রাজ্যাংশের অনেকটা উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। বিজয়নগরের রাজাকে হারাইয়া দিবার পর (১৪৮০) পুরুষোত্তম দেবের রাজ্য দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কাঞ্চী-কাবেরী কাব্যে যিনি কর্ণাট-রাজ তিনি সম্ভবত সালুব নরসিংহ। ইহারই কন্যা কাব্যের নায়িকা পদ্মাবতী। পদ্মাবতী ইহার নাম ছিল বলিয়া মনে হয় না। তেলুগু ভাষায় লেখা এক অনুশাসনে ইহাকে রূপাম্বিকা বলা হইয়াছে। মাদলা পাঞ্জীতে ইনি পদ্মিনী কন্যা বলিয়া উল্লিখিত।

জগন্নাথ-মন্দিরে রক্ষিত উড়িষ্যার প্রাচীন ধারানুসারী ইতিহাস—আসামের বুরঞ্জীর মত—মাদলা-পাঞ্জীতে পুরুষোত্তমের রাজ্যলাভ ও কর্ণাট-বিজয় কাহিনী যে ভাবে আছে তাহা ইতিহাসের অনুগত বলিয়া মনে হয়। প্রবীণ অধ্যাপক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত আর্তবল্লভ মহান্তি মহাশয় এই কাহিনী শিক্ষিত সমাজের দৃগ্‌গোচরে আনিয়াছেন।[১]

এ উত্তারু এহাঙ্ক পুত্র পুরুষোত্তমদেব রাজা হোইলে। সে কৃষ্ণবেণী নদীকূলে সে রাজা হোইলে। শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুঙ্ক আসি দরশন

১ 'প্রাচীন গদ্যপদ্যাদর্শ' হইতে উদ্ধৃত।

কলে। কটক শ্রীনঅরে জাই বিজে কলে। হমীরঙ্ক জাই ভগরা বারতা কহিলে। তাহা শুনি হমীরে অইলে। বেগ ধাই বোইলে আস্ত থউ পুরিআ রাজা হোইলা। বৈশাখ শুক্ল নবমী দিন শ্রীপুরুষোত্তমে হমীরে প্রবেশ হোইলে। দরশন করি প্রতিগ্যা করি বোইলে পুরিআকু আউ তুম্ভে রথি ন পারিব শঙ্খে পুরাই চক্রে উহাড়িলে অবশ্য মারিবু গোসাই।[১] এতে বোলি হমীরে কটককু গলে। পুরুষোত্তম দেবঙ্ক বারতা হোইলা। কপাট পাড়ি সে শ্রীনঅর ভিতরে রহিলে। সিঙ্ঘদ্বার মাড়ি হমীরে রহিলে। আগ্নে কবাট ফেড়ি দিঅরে বোলি ডাকিলে। জীবনে যেবে আশ অছি তেবে ফেঅ[২] সিঙ্ঘদ্বার। পড়িআরি বোইলা ঠাকুরঙ্ক আগ্যাং নাহিং কেমন্তে কবাট ফেড়িবু গোসাঞি। শুনি রোষভরে ঘোড়া চুআই সাবেলি ডিআংই বোইলে পুরিআকু কহ রাজা হোইবাকু যেবে অছি স্নেহ এ সাবেলি মুঠি যেবে বঞ্চাই পারিবু তেবে সে এ রাজ্যে রাজা হোইবু। এতে বোলি হমীরে কোপ কলে। কবাট ফেড়ি যে পুরুষোত্তম দেব অনাইলে।

পুরিআ অনাউছি বোলি হমীরে বোইলে। কোপেণ সাবেলি মাইলে। তাহা জানি পুরুষোত্তম দেবে সম্ভালিলে। হমীরে বোইলে সাবেলি গলা ভলি বোলি বোইলে। পুরিআ রাখিলে বনমালী।[৩] এতে দেখি সে বিস্মএ করি মতি পশ্চিম দিগকু বাহর হোইয়ন্তে গোবিন্দ হরিচন্দনে যে হমীরঙ্ক বোলে থিলে তাহাঙ্ক পুরুষোত্তম দেব মরাই পকাইলে। তহুং এ রাজা হোইলে।

শ্রীপুরুষোত্তম দেউলে এরাজ্যাঙ্ক···অঙ্কে ভোগ-মেণ্ডোঅ তোলাইলে। ···অঙ্কে মঝি কুরুম বেঢ়া গঢ়াইলে।···অঙ্কে এ রাজা কাঞ্চী-কাবেরি

---

১ এই বাক্যে একটি পুরানো (?) ছড়া আছে,

রথি ন পারিব শঙ্খে পুরাই।
চক্রে উহাড়িলে মারিবু গোসাই॥

২ ফেড়।

৩ এখানেও একটি পুরানো (?) ছড়া আছে,

হমীরে সাবেলি গলা ভলি।
পুরিআ রখিলে বনমালী॥

মাইলে। কাঞ্চী-সাসনরু সত্যবাদী গোপীনাথঙ্কু আণি নগর চৌদ্বার নবরে বসাইলে।

সেহি দিহু সত্যবাদী ঠাকুরঙ্কঠারে সম্ভুড়ি ভোগ হোইলা। সত্যবাদী ঠাকুরঙ্ক চৌদ্বার নব্বর আগে বিজে করাইলে। এ উত্তারু সে পদ্মিনী কন্যাকু রাজ-বিভা হেবাকু রাজা স্বীকার ন কলে। বহুত লোকে রাজাঙ্কু প্রবোধ করি সে কন্যাকে বিভা হেলে।

অনুবাদ।—'অতঃ (কপিলেন্দ্র দেবের মৃত্যুর) পর ইহার পুত্র পুরুষোত্তম দেব রাজা হইল। কৃষ্ণা নদীর কূলে সে রাজা হইল। আসিয়া শ্রীজগন্নাথ-মহাপ্রভুকে দর্শন করিল। কটক রাজধানীতে গিয়া হাজির হইল। দূত গিয়া হামীরকে (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে)[১] বার্তা কহিল। তাহা শুনিয়া হামীর[১] আসিল। বলিল, আমরা থাকিতে পুরিয়া রাজা হইল! বৈশাখ মাসের শুক্ল নবমীর দিনে হামীর জগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করিল। (দেব) দর্শন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, পুরিয়াকে আর তুমি রাখিতে পারিবে না, প্রভু! (তোমার) শঙ্খে পুরিয়া রাখিলে (অথবা) চক্রে আড়াল করিলেও অবশ্য মারিব, এই বলিয়া হামীর[১] কটকে গেল। পুরুষোত্তমদেবের কাছে খবর গেল। সে কপাট বন্ধ করিয়া রাজপুরীর মধ্যে রহিল। সিংহদ্বার চাপিয়া হামীর রহিল। কপাট খুলিয়া দিবার জন্য সে জোরে হাঁক দিল,—জীবনে যদি আশা থাকে তবে সিংহদ্বার খোলো। প্রতীহারী বলিল—ঠাকুরের আজ্ঞা নাই, কেমন করিয়া কপাট খুলিব, প্রভু! শুনিয়া রোষভরে ঘোড়া চালাইয়া (প্রাচীরে) সাবল মারিয়া বলিল,—পুরিয়াকে বল রাজা হইবার যদি বাসনা থাকে, এ সাবল-ঘাত যদি এড়াইতে পারে তবে সে (তুমি) এ রাজ্যে রাজা হইবে। এই বলিয়া হামীর তর্জনগর্জন করিল। কপাট খুলিয়া পুরুষোত্তমদেব দেখা দিল।

পুরিয়া দেখা দিয়াছে—বলিয়া হামীর চেঁচাইয়া উঠিল। কোপে সাবল ছুঁড়িল। বুঝিতে পারিয়া পুরুষোত্তমদেব সামলাইল। হামীর বলিল; সাবল ব্যর্থ হইল; বনমালী (জগন্নাথ) পুরিয়াকে রক্ষা করিলেন। ইহা দেখিয়া মনে বিস্ময় বোধ করিয়া পশ্চিমদেশে চলিয়া গেল।'[২]

১ মাদলা-পাঁজীতে অন্যত্র বহুবচন আছে—"হমীরমানঙ্কু", "হমীরমানে"।

২ অন্যত্র আছে—"এতে বোলি যে যাহা রাজামানঙ্কু বাহার হোই গলে।"

গোবিন্দ হরিচন্দন যে হামীরদের আজ্ঞাকারী ছিল তাহাকে পুরুষোত্তমদেব মারিয়া ফেলিল। তখন এ রাজা হইল।[১]

জগন্নাথ-মন্দিরে (রাজা)···রাজ্যাঙ্কে ভোগমণ্ডপ নির্মাণ করাইল। ···রাজ্যাঙ্কে মাঝে কূর্মবেঢ়া গড়াইল।···অঙ্কে রাজা কাঞ্চীকাবেরী জয় করিল। কাঞ্চী-প্রদেশ হইতে সত্যবাদী গোপীনাথকে আনিয়া চৌদ্বার নগরে বসাইল।···

সেই দিন হইতে সত্যবাদী ঠাকুরের সকড়ি ভোগ হইল। সত্যবাদী ঠাকুরকে চৌদ্বার নগরের সামনে প্রতিষ্ঠিত করিল। ইহার পরে সে পদ্মিনী কন্যাকে রাজমহিষীরূপে বিবাহ করিতে রাজা স্বীকার করিল না। অনেক লোক রাজাকে অনুরোধ করিলে (তবে রাজা) সে কন্যাকে বিবাহ করিল।[১]

মাদলা-পাঞ্জীর অন্যত্র[১] পুরুষোত্তম দেবের রাজ্যপ্রাপ্তির পরবর্তী যে বিবরণ আছে তাহা অনেকটা পুরুষোত্তমদাসের কাব্যকাহিনীর সঙ্গে মিলে। এই অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। এখানে রাজার কৃতিত্বের প্রধান অংশ জগন্নাথের সেবকদের ভাগে পড়িতেছে।

> রাজা তাঙ্ক হস্তরে পিঠা দেখি বহুত কোপ কলে। এ দাস মুদুলিকি ধরাই রখিলে। তহিঁ আর দিন আউ সুআর হাতে ভোগ করাইলে। এ দিন রাত্র মহাপ্রভুঙ্কর আংগ্যা হোইলা। তু মোহর মহাসুআরকু ধরাইলু। আম্ভে সে পোড়পিঠা ন খাইলাকু মনবোধ নহিলা। রাজা স্বপন চেতি এ দাস মুদুলিকু অনাই বহুত গৌরব করি মহাসুআর শাঢ়ী দেই রাজ-আজ্ঞা দেলে যউ রূপে পোড়পিঠা করুথিলে সে রূপে করিব।···
>
> দশ অঙ্করে রাজা শুনিলে কাঞ্চীনগরে পদ্মিনী···তহিঁকি রাজা মধ্যস্থ পঠিআই···ন কলা। রাজা শুনি কোপ করি তুম্ভে আস্তপাই থরে শ্রীছামুরে জণাইব। সেহিদিন রাত্ররে মহাসুআর বহুত কাকুস্ত হোই মহাপ্রভুঙ্ক শ্রীছামুরে জণাইলে। প্রভুঙ্কর সেহি রাত্রে আজ্ঞা হোইলা। সে ত ন মরিব। আম্ভে বিজে কলে সে গড় মরিব। আম্ভে কলা বারু ধলা বারু চঢ়ি আগে বিজে কলু।

---

১ অতঃপর অন্যত্র—"শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুঙ্কু দরশন কলে।"

তু জাই রাজাঙ্কু কহ। আম্ভ দক্ষিণ পাচেরি কোণরে দুর্গামাধব মূর্ত্তি দরশন করি আম্ভ পছে যিবু। এহিরূপে মহাসুআর কহিলে। পাত্রমানে বহুত ভঙ্গাই রাজাঙ্কু কহিলে। সে তাহা [ন] মানি দক্ষিণ কোণে দুর্গামাধব মূর্ত্তিঙ্কি দরশন করি বিজে করি গলে। কিছুদূর গলা উত্তারু মনে বিচারিলে মহাপ্রভুঙ্কর কিছি সঙ্কেত ন পাইলি। এহা প্রভু জাণি গউড়ুণী ঠারু বহুমুদি দেই গলে। সে মুদি রাজা পাই বহুত কাকুস্ত হোই মথারে লগাইলে।...

আউ জেতে আশ্চর্যপদার্থ ধন বহুত অণিলে। এমান আণিলাকু সে মুলক রাজা নম্বর ঘেনি গোড়াইলা। পাত্রে জনাইলে এ রাজা নম্বর ঘেনি পছে গোড়াইঅছি। তহিঙ্কি ব্রাহ্মণ কহিলে আপনে বিজে কর। মুঞি এঠারু জপকরি গোদাবরী বঢ়াইবি সে রাজা ফেরি যিব। সেহিরূপে সেঠারে রহি কর্ম করি গোদাবরী বঢ়াইলে। এহা দেখি সে রাজা ফেরি গলা। এহা দেখি রাজা আনন্দ হোই এহাঙ্কু গোদাবরী-মহাপাত্র বোলি পদ দেলে। রাজা বহুত তুষ্ট হোই মনে কলে মহাপ্রভু আগে গলে কি পছে রহিলে। এ মহাপ্রভু জানি দেউল পাচেরি কণে গুড়িয়া ঘর থিলা তাহাকু ডাকি পণা পিই গলে। তাহা শুনি রাজা গুড়িআকু ব্রাহ্মণমানঙ্কু কহি পণি স্পরশ কলে। সেঠারু রাজা মহাপ্রভুঙ্কু দর্শন করি শ্রীনঅরকু বিজে করি গলে। সত্যবাদী ঠাকুরঙ্কু ভোগ মণ্ডোঅরে বিজে করাইলে। সখুড়ি ভোগ করিবাপাই মনে কলে। সে দিন সত্যবাদীঙ্কর রাজাঙ্কু আগ্যাং হোইলা। এ ত দারুব্রহ্ম আম্ভে শিলাব্রহ্ম। এহাঙ্ক নিবাস আম্ভর প্রবাস। আম্ভেত আম্ভস্থানকু যিবু। যেতেদিন থিবু সেতে দিহ্ন তু যেউঠারে নঅর করিবু আম্ভঙ্কু সেহিঠারে বিজে করাইবু। সেহি দিহ্নং সত্যবাদী ঠাকুরঙ্ক ঠারে নিসঙ্খুড়ি ভোগ হোইলা। সত্যবাদী ঠাকুরঙ্কু চউদ্বার নঅর আগে বিজে করাইলে।

এ উত্তারু সে পদ্মিনী কন্যাকু রাজা-বিভা হেবাকু রাজা স্বীকার ন কলে। বহুত লোকে রাজাঙ্কু প্রবোধ করি সে কন্যাকু বিভা করাইলে।........[1] এ ত আম্ভর পার্বতী। আম্ভে বিজে করিথিলু।

---

১ কটকরাজবংশাবলীতে (Orissa Historical Research Journal প্রথম খণ্ডে জি রামদাসের প্রবন্ধে উদ্ধৃত) মাদলা পাঁজীর এই অমুদ্রিত অংশের সমর্থন পাওয়া যায়।

এহা গর্ভে যেউ পুত্র হেব সে পৃথিবীরে রাজা হেব। এহা রাজা শুনি সে কন্যাকু বহুত কাকুস্ত হোইলে। প্রমোদ করি রখিলে। এ কন্যা গর্ভ হোই অছি। শ্রীনঅরক্ক শুনিলে। এ উত্তারু গর্ভরু পুত্র জন্ম হোইলা। সে পুত্রকু প্রতাপ জেনামণি পদ দেলে। সেঠারু শ্রীপুরুষোত্তম বিজে কলে। বহুত পণ্ডিতমানঙ্কু সম্পাদিলে বেদশাস্ত্রমানঙ্করে পণ্ডিত হেলে। এ রাজা আভাউত্ত হেলে।

অনুবাদ।—'রাজা তাঁহার হাতে পিঠা দেখিয়া কোপ করিলেন। দাশো ময়রাকে ধরিয়া রাখিলেন। তাহার পর আর দিন অন্য সূপকারের দ্বারা ভোগ রাঁধাইয়াছিলেন। সেদিন রাত্রে মহাপ্রভুর আদেশ হইল,—'তুই আমার মহাসূপকারকে ধরিলি। আমি সে পোড়া পিঠা খাইতে পাই নাই বলিয়া মনে সুখ নাই।' রাজা স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া দাশো ময়রাকে আনাইয়া খুব গৌরব করিলেন এবং মহাসূপকার পদ দিয়া রাজ-আজ্ঞা দিলেন—'যেরূপে পোড়া পিঠা করিতেছিলে সেইরূপে করিবে।'

দশ রাজ্যাঙ্কে রাজা শুনিলেন কাঞ্চীনগরে পদ্মিনী (রাজকন্যা বিবাহ যোগ্যা। সে কন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়া) রাজা ঘটক পাঠাইলেন (কিন্তু কাঞ্চী-রাজা মত) করিল না। শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তোমরা আমার হইয়া প্রভুর সম্মুখে নিবেদন করিও। সেইদিন রাত্রে

আর বোঝা যায় যে রাজা প্রতিজ্ঞা অনুসারে পদ্মাবতীকে দেব-মন্দিরে ভেট দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পত্নী রূপে গ্রহণ করিলেও শাস্ত্রমতে বিবাহ করিয়া পট্টমহিষীর পদ প্রথমে দেন নাই। সেই জন্যই প্রতাপরুদ্রকে দেবাংশ-জাত বলা হইয়াছে। কটকরাজবংশাবলী হইতে আলোচ্য অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠ শুদ্ধ করিয়া দিলাম।

"অনন্তরং রাজ্ঞা পদ্মিনী-কন্যা-বিবাহবিষয়ে নাঙ্গীকৃতম্। বহুজনপ্রার্থনয়া কটকরাজধান্যাং সা পরিণীতা। কতি দিনান্তরং ঋতুস্নানবিষয়ে রাত্রৌ গমনসময়ে তদীয়া ধাত্র্যোক্তম্। ইদানীমাগতং স্থিতং পুনরাগমাতে কিম্ ইতি। তচ্ছ্রুত্বা রাজ্ঞো মনসি বিস্ময়ো জাতঃ। কিমিদমিতি বিচার্য্য পরাবৃত্য গতম্। তস্যাং রাত্রৌ ধবলেশ্বর-নামধেয়-ঈশ্বরাজ্ঞা জাতা। এতৎকন্যাং মদীয়ং গমনং জাতম্। অস্যাং গর্ভে পুত্রো ভবিষ্যতি। স তু মহারাজো ভবিষ্যতি ইতি। তচ্ছ্রুত্বাতিহৃষ্ট-রাজ্ঞা তেন প্রত্যয়েন সা কন্যা নগরমধ্যে স্থাপিতা। অনন্তরং কতি পুত্রোৎপন্নঃ। তস্য জাতকার্য্যাদিকং কৃত্বা প্রতাপ-জেনামণি ইতি পদং দত্বা স্থাপিতঃ।"

মহাহ্নপকার কাকুতি করিয়া মহাপ্রভুকে জানাইল। সেইরাত্রে প্রভুর আজ্ঞা হইল,—'সে পরাজিত হইবে না, আমরা গমন করিলে সে গড় ধ্বংস হইবে। আমরা কালো ঘোড়া ধলো ঘোড়া চলিয়া যাত্রা করিলাম। তুই গিয়া রাজাকে বল্। আমাদের দক্ষিণ প্রাচীরের কোণে দুর্গামাধব মূর্তি করিয়া সে আমাদের পিছনে আসিবে।' এ কথা মহাহ্নপকার রাজাকে কহিল। অমাত্যেরা ভাংচি দিয়া রাজাকে অনেক বলিল। তাহা (প্রভু আজ্ঞা) মানিয়া রাজা দক্ষিণ (প্রাচীর) কোণে দুর্গামাধব দর্শন করিয়া যাত্রা করিলেন। কিছু দূর গেলে পর মনে বিচার করিলেন, মহাপ্রভুর কিছু সঙ্কেত পাইলাম না। ইহা জানিয়া প্রভু গোয়ালিনীর কাছে শ্রীবৎসমুদ্রিকা দিয়া গেলেন। সে মুদ্রিকা পাইয়া রাজা বহু কাকুতি করিয়া মাথায় লাগাইলেন।

(দেবতার অনুগ্রহে লুট করিয়া রাজা) অনেক ধন ও আশ্চর্য পদার্থ আনিলেন। এসব লইয়া ফিরিবার সময়ে সে মুলুকের রাজা সৈন্য-সামন্ত লইয়া পশ্চাদ্ধাবন করিল। অমাত্য জানাইল, এখানকার রাজা লস্কর লইয়া পিছু পিছু আসিতেছে। তাঁহাকে ব্রাহ্মণ কহিল, 'আপনি চলিয়া যান। আমি এখানে থাকিয়া জপ করিয়া গোদাবরীর জল বাড়াইব। সে রাজা ফিরিয়া যাইবে।' সেইরূপে সেখানে রহিয়া (ব্রাহ্মণ) ক্রিয়াকর্ম করিয়া গোদাবরীতে বান ডাকাইল। ইহা দেখিয়া সে রাজা ফিরিয়া গেল। ইহা দেখিয়া (গজপতি) রাজা আনন্দিত হইয়া তাহাকে গোদাবরী-মহাপাত্র বলিয়া পদ দিলেন। রাজা খুব খুশি হইয়া মনে ভাবিলেন, মহাপ্রভু আগে গেলেন না পিছনে রহিলেন। ইহা জানিয়া মহাপ্রভু দেউল প্রাচীরের কোণে ময়রা-ঘর ছিল তাহাকে ডাকিয়া পানা পিয়া গেলেন। তাহা শুনিয়া রাজা ব্রাহ্মণদের বলিয়া গুড়িয়াকে জলচল করাইলেন। তাহার পর রাজা মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া রাজধানীতে গমন করিলেন। সত্যবাদী ঠাকুরকে ভোগমণ্ডপে রাখাইলেন। সকড়িভোগ দিবার ইচ্ছা করিলেন। সেদিন সত্যবাদী রাজাকে আজ্ঞা দিলেন,—'ইনি তো দারুব্রহ্ম, আমি শিলাব্রহ্ম। (এখানে) ইহার নিবাস, আমার প্রবাস। আমি তো আমার স্থানে যাইব। যতদিন থাকিব ততদিন তুই যে স্থানে রাজধানী করিবি আমাকে সেই স্থানে রাখাইবি।' সেই দিন হইতে সত্যবাদী ঠাকুরকে নিসকড়ি ভোগ

দেওয়া হইল। সত্যবাদী ঠাকুরকে (রাজা) চৌদ্বার নগরের মুখে স্থাপিত করিলেন।

অতঃপর সে পদ্মিনী কন্যাকে রাজমহিষী রূপে বিবাহ করিতে রাজা স্বীকার করিলেন না। অনেক লোক রাজাকে বুঝাইয়া রাজাকে সে কন্যা বিবাহ করাইল। (দেবতা রাজকন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে রাজকন্যা গর্ভিণী হইয়াছিলেন। রাজার সন্দেহ নিরসনার্থ দৈববাণী হইল।) 'এ তো আমার পার্বতী। আমি গমন করিয়াছিলাম। ইহার গর্ভ হইতে যে পুত্র হইবে সে পৃথিবীতে রাজা হইবে।' ইহা শুনিয়া রাজা সে কন্যাকে অনেক কাকুতি করিলেন। আমোদপ্রমোদে রহিলেন। 'এ কন্যার গর্ভ হইয়াছে।'—রাজধানী হইতে (খবর) শোনা গেল। ইহার পর গর্ভ হইতে পুত্র জন্ম হইল। সে পুত্রকে প্রতাপ-জেনামণি পদ দিলেন। সে স্থান হইতে (রাজা) পুরীতে গমন করিলেন। অনেক অনেক পণ্ডিতকে সংবর্ধিত করিলেন, (নিজে) বেদ ও শাস্ত্রসমূহে পণ্ডিত হইলেন। (পরে) রাজা তিরোধান করিলেন।'

বিজয়নগরের রাজাকে পরাস্ত করিয়া পুরুষোত্তম দেব অনেক দ্রব্য পাইয়াছিলেন। রাজকন্যাও সম্ভবত সেই সূত্রে পাওয়া। বহু গোরু-মহিষ আনিয়া তিনি জগন্নাথ-মন্দিরে দান করিয়াছিলেন। সেই হইতে জগন্নাথের ভোগে গব্য ও মহিষ ঘৃতের প্রচলন।[১] তাহার পূর্বে নারিকেল তৈল ব্যবহৃত হইত। পুরুষোত্তম দেব বিজয়নগর হইতে সাক্ষীগোপাল মূর্তি আনিয়াছিলেন এবং বিজয়নগরের রাজসিংহাসন আনিয়া জগন্নাথ-মন্দিরে দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে চৈতন্যচরিতামৃতে প্রামাণিক উক্তি আছে।[২]

> এইমত বিদ্যানগরে সাক্ষি-গোপাল
> সেবা অঙ্গীকার করি আছেন চিরকাল।
> উৎকলের রাজা শ্রীপুরুষোত্তম নাম
> সেই দেশ জিনি নৈল করিয়া সংগ্রাম।
> সেই রাজা জিনি নিল তাঁর সিংহাসন
> 'মাণিক্য-সিংহাসন' নাম অনেক রতন।

---

১ পুরুষোত্তমদাস ৮৯১। ২ মধ্যলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পুরুষোত্তম দেব সেই বড় ভক্তবর্য্য
গোপাল-চরণে মাগে চল মোর রাজ্য।
তাঁর ভক্তিবশে গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল
গোপাল লইয়া সেই কটকে আইল।
জগন্নাথে আনি দিল মাণিক্য-সিংহাসন
কটকে গোপাল-সেবা করিল স্থাপন।
তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল-দর্শনে
ভক্ত্যে বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে।
তাঁহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয়
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল মনেতে চিন্তয়।
ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিদ্র থাকিত
তবে এই দাসী মুক্তা নাসাতে পরাইত।
এত চিন্তি নমস্করি গেলা স্বভবনে
রাত্রিশেষে গোপাল তাঁরে কহেন স্বপনে।
বালককালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি
মুক্তা পরাইয়াছিল বহু যত্ন করি।
সেই ছিদ্র অদ্যাপিহ আছয়ে নাসাতে
মুক্তা পরাহ সেই যাহা চাহিয়াছ দিতে।
স্বপ্ন দেখি সেই রানী রাজাকে কহিল
রাজা সহ মুক্তা লৈয়া মন্দিরে আইল।
পরাইল মুক্তা নাসায় ছিদ্র দেখিয়া
মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হৈয়া।
সেই হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি
এই লাগি সাক্ষিগোপাল নাম হৈল খ্যাতি॥

পিতা কপিলেন্দ্র দেবের মত পুরুষোত্তম দেবও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন যদিও তাঁহাদের কুলদেবতা দুর্গা এবং রাজ্যাধিদেবতা জগন্নাথ। পুরুষোত্তম দেবের একটি ভূমিদান পত্রের শীর্ষে আছে "শ্রীজয়দুর্গা" আর শেষে আছে "শ্রীমদনগোপালঃ শরণং মম"।[১]

---

১ বালেশ্বর জেলায় গড়পদায় প্রাপ্ত কুঠারফলাকৃতি তাম্রপট্টানুশাসন।

২

ওড়িয়ায় কাঞ্চী-কাবেরী কাব্য কখন লেখা হইয়াছিল জানা নাই। আমাদের অনুমান কবি পুরুষোত্তমদাস সপ্তদশ শতাব্দের লোক। তাহার কিছু আগে হইতেও বাধা নাই। তবে রাউতরূপে গোয়ালিনীকে দেবতার অনুগ্রহ এবং রথাগ্রে ছড়াঝাঁট দেওয়ার কালে রাজার হস্তে রাজকন্যাকে সমর্পণ—এমন স্নিগ্ধ সরস ভক্তিপূর্ণ কাহিনী শ্রীচৈতন্যের সময়ে প্রচলিত থাকিলে আর কোথাও না থাকুক চৈতন্যচরিতামৃতে অবশ্যই থাকিত বলিয়া মনে হয়। সত্যবাদী গোপালের কাহিনী তো রহিয়াছে। মানিকা গোয়ালিনীর কাহিনী যে পুরুষোত্তমদাসের কল্পিত এমন কথা বলি না। এ কাহিনী অর্বাচীনও নয়। তাহার প্রমাণ পুরীতে জগন্নাথের মন্দিরে এবং উড়িষ্যায় অন্য কোন কোন পুরানো মন্দিরে গোয়ালিনীর কাছে ভাঁড় লইয়া দধিদুগ্ধ সেবনের দৃশ্য উৎকীর্ণ অথবা চিত্রাঙ্কিত আছে। এ সব চিত্র অন্ততপক্ষে পুরুষোত্তম দেব গজপতির সমসাময়িক। তবে এ কাহিনীতে তখনো কোন অধ্যাত্ম-মূল্য অথবা উজ্জ্বল-ভক্তিরসায়ন চড়ে নাই। পুরুষোত্তমদাস যে এই অভিনব জগন্নাথ-বিজয় কাব্যের আদি কবি তাহা তাঁহার শেষ উক্তি হইতেও অনুমান করা যায়।

বথানু থাই মুঁ যাহা তাহা করি।

অর্থাৎ আমি তেমন করিয়া বর্ণনা করিয়াছি।

কবির নাম, পুরুষোত্তম দাস, ছাপা বইতে ও পুঁথিতে বিভিন্ন রূপে পাইয়াছি—প্রুষোত্তম দাস, পুরত্তম দাস, পুর্ত্তম দাস, পুরিষোত্তম দাস ইত্যাদি। কাব্যের শেষে যৎকিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় আছে। তাহা হইতে জানি যে তাঁহার পিতামহের (বা মাতামহের) নাম বরুণ দাস, গুরুর নাম ভগীরথ। (পিতার নাম অনুল্লিখিত হওয়ার হেতু বোধহয় কবি অতি শৈশবেই পিতৃহীন হইয়াছিলেন।) জাতির উল্লেখ নাই। ইনিই যদি গঙ্গামাহাত্ম্য-রচয়িতা পুরুষোত্তম দাস হন তবে জাতিতে গোয়ালা। (মানিকা-কাহিনীর বীজ কি কবি এই সূত্রেই পাইয়াছিলেন ?) পুরুষোত্তম জগন্নাথের ভৃত্য ছিলেন। তাঁহার কাজ ছিল শ্রীমন্দির-ভাণ্ডারের হিসাবপত্র রাখা ও চিঠা দলিল ইত্যাদি লেখা। কবি বলিয়াছেন জগন্নাথ-মহাপ্রভুকে ভক্তিনিবেদন প্রসঙ্গে

তাঙ্ক কোঠভণ্ডারে চিহরাচোপ দেই
পুরুষোত্তম চাকরী খটিঅছি তহি।

যেকালে পুরুষোত্তম কাব্য রচনা করিয়াছিলেন সেকালে ভদ্র কাব্য মাত্রেই অল্পবিস্তর ভক্তিরসময়। পুরুষোত্তমের কাব্যের নায়ক পুরুষোত্তম গজপতি কিন্তু অধিনায়ক জগন্নাথ মহাপ্রভু। জগন্নাথের ভক্তসেবক প্রভুর মাহাত্ম্যবর্ণনাকে মুখ্যস্থান দিয়াছেন এবং তাহা খুব স্বাভাবিকই হইয়াছে। পদ্মাবতীকে পুরুষোত্তমের হাতে সমর্পণ ঘটনাটি বেশ নাটকোচিত। মনে হয় এখানে চৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত প্রতাপরুদ্র গজপতির মিলন-ব্যাপারের প্রতিফলন আছে। রাজা ভক্তিমান্ তবুও শ্রীচৈতন্য রাজসম্ভাষণ করিবেন না যেহেতু তিনি সন্ন্যাসী। কিন্তু যখন রাজা দীন-বেশ ধারণ করিয়া রথাগ্রে ছড়াঝাঁট দিতেছিলেন তখন ভাবাবিষ্ট শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে সহজেই কোল দিয়াছিলেন।[১]

পুরুষোত্তমের কাব্যে তাঁহার ভক্ত-হৃদয়ের প্রকাশ অনাবিল, এবং যেখানে তিনি ভক্তি-উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন সেইখানেই তাঁহার রচনা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কিছু উদাহরণ দিই।

শ্রীজগন্নাথ প্রভুঙ্ক যেতে যেতে লীলা
করন্তি যে দারুব্রহ্মে নিজরূপে খেলা।
যে যেমন ভাবুছন্তি সে তেমন্তে পান্তি।
বচন না কহ প্রভু সকল করন্তি।
ন চলই শ্রীভুজ যে স্থির হোই থাই
দুষ্টঙ্কর প্রাণ নেউ অছন্তি উঙ্কাই।
ঠাররু ন চলন্তি যে ছন্তি সর্বঠারে
শ্রবণ নাহি যে সবু শুনন্তি কতিরে।
খোজিলে ন মিলন্তি যে নিকটরে থাই
বহুতরে ন মিলই অলপে মিলই ॥ ১৩৪-১৩৮ ॥

অর্থাৎ—শ্রীজগন্নাথ প্রভুর যত যত লীলা সবই তিনি, দারুব্রহ্ম, নিজরূপে খেলা করিতেছেন। যাহারা তাঁহাকে যেমনভাবে ভাবিতেছে তেমনভাবে পাইতেছে। প্রভু কথা কহেন না কিন্তু সকলি করাইতেছেন।

---

১ চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য খণ্ড দ্রষ্টব্য।

তাঁহার শ্রীহস্ত নড়ে না, স্থির হইয়া আছে। সে যেন দুষ্টদের বধের জন্য উচাইয়া আছেন। প্রভু সিংহাসন হইতে নড়েন না, অথচ সর্বস্থানে আছেন। তাঁহার শ্রবণ নাই, কিন্তু সর্বত্র সব শুনিতেছেন। খুঁজিলেও তাঁহাকে মিলে না, তবুও নিকটে আছেন। অনেক প্রযত্নেও তিনি লভ্য নহেন, অথচ অল্পেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

বরতন গণ্ডাক যে জাচি দেউথান্তি
যে যেতেক ভলি অবা চাকরি করন্তি।
উদাররে সেবা করি ন মাগিলে কিছি
ভার বহি দিঅন্তি এমন গুণ অছি।
তেন আউ সামন্তঙ্কু নাহিঁ মোর আশ
কালিয়া রাউতর বারুকু খটে ঘাস ॥ ৩২১-৩২৩ ॥

অর্থাৎ—যে যেমন কাজ করুক—সর্দ্দারের অথবা চাকরের—তাহাদের পাওনাগণ্ডা তিনি যাচিয়া দেন। উদারভাবে সেবা করিলে কিছু না মাগিলেও তিনি নিজে ভার বহিয়া যোগান দেন। এমন তাঁহার গুণ আছে। এমন সামন্ত (প্রভু) ছাড়া আর কাহারো আশা আমার নাই। কালো রাউতের ঘোড়ার ঘাসের জন্য যেন (চিরদিন) খাটিতে পারা যায়।

জগন্নাথঙ্কু হে মনে ন বিচার দারু
নানাদি অবতারটি এহাঙ্ক মনরু।
যে যেমন্ত ভাবুছন্তি পাউছন্তি তাহা
শরণ দেউ অছন্তি টেকি বেনি বাহা।[১]
আম্ভমানঙ্কর মধ্য সত্য ধর্ম নাহিঁ
তেহু করি বুঝন্তি মউন ভাব রহি।
সেহি বেনি রাউতঙ্কু পরিমুণ্ডা যাই
ঠাকুরপণকু ত উপমা আউ নাহিঁ।
তেহু করি মুঁ যে সর্ব আশা দূর করি
সে দুই রাউত পদে নিজ চিত্ত ধরি ॥ ৮৯৪-৮৯৮ ॥

---

১ পাঠান্তর—'টেকিণ চতুর্বাহা'। মূল 'টেকি বেণি বাহা' পাঠই গ্রহণীয়।

অর্থাৎ—হে মানব, তোমরা জগন্নাথকে কাষ্ঠমূর্তি মনে করিও না। নানাবিধ অবতার সব ইঁহারই মনোভব। যাহারা যেমনভাবে ভাবনা করে তাহারা তেমনভাবে পায়। দুই বাহু তুলিয়া ইনি অভয় দিতেছেন। আমাদের মধ্যে (এখন) সত্য ধর্ম নাই, সেই জন্য মৌনভাব বহন করিয়া (মন) বুঝিতেছেন। সেই দুই রাউতের আমি বালাই লইয়া মরি। ঐ ঠাকুরপনার আর উপমা দিতে নাই। সেই জন্য সর্ব আশা দূর করিয়া আমি সে দুই রাউতের পায়ে নিজ চিত্ত ধরিয়া দিয়াছি।

শ্রীজগন্নাথঙ্ক মোরে দয়া থাই যেণু
কাহাকুই ন থাই মো ভয় মনে তেণু।
সে প্রভুঠারে যে যথা করিথাই আশা
তেণিকি যে মন তার তেড়িকি ভরসা।
নানাদি অকর্ম যে কপট হিংসাবাদ
ন ঘেনি মনরে মো ভরসা পদ্মপাদ ॥ ৯০২-৯০৪ ॥

অর্থাৎ—শ্রীজগন্নাথের দয়া যেন আমার উপর থাকে, সেই হেতু আমার মনে কাহারো সম্পর্কে ভয় না থাকে। সে প্রভুর কাছে যে যেমন আশা করিয়া থাকে সেইমত তাহার মন, সেইমত তাহার ভরসা। নানাবিধ অকর্ম, কপটতা ও হিংস্রকের উক্তি মনে স্থান দিই না। আমার ভরসা সেই পাদপদ্মে।

মনে হয় কবির বিরুদ্ধবাদীর অভাব ছিল না। তাই আবার বলিয়াছেন,

তাহাঙ্কর আজ্ঞারে মো বিরোধী ন ডরি ॥ ৯১১ ক ॥

এ বিরোধ কি জগন্নাথ-মাহাত্ম্য "ভাষায়" লিখিবার জন্য ?

৩

প্রাচীন কাঞ্চী-কাবেরী কাব্যের আধুনিক রূপান্তর যিনি করিয়াছিলেন সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে এ কাজে শুধু তাঁহারি যোগ্যতা ছিল। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৩৪-৯৪) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য এবং সহযোগী ছিলেন, প্রাচীন ধারার কাব্যকলায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল।

এদিকে তিনি ছিলেন ইংরেজীনবীশ এবং বাংলা কাব্যধারাকে তিনি বিদেশী আখ্যায়িকা-কাব্যের আধারে ধরিতে সর্বাগ্রে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং আধুনিক রীতির কাব্যকলায় তাঁহার অধিকার ছিল। তাহার উপর ওড়িয়া ভাষা তিনি ভালো করিয়াই জানিতেন। রাজকর্মচারী রূপে তিনি বহুকাল উড়িষ্যায় কাটাইয়াছিলেন। উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাসের অনেক মালমশলা তিনি সহযোগী বন্ধু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। সেকালে উড়িষ্যার লোক নিজেদের সাহিত্যবিষয়ে মোটেই সচেতন ছিলেন না। রঙ্গলালই প্রথম তাঁহার ওড়িয়া বন্ধুদের আন্তরিক সহযোগে কটকে উৎকল হিতসাধিনী সভা স্থাপন করিয়া এবিষয়ে প্রথম উদ্যোগ করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র পরিচালিত বাংলা মাসিক পত্রিকায় তিনি দীন কৃষ্ণদাস, উপেন্দ্র ভঞ্জ প্রভৃতি মুখ্য ওড়িয়া কবিদের কাব্যপরিচয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার আগে উড়িষ্যার বাহিরে ওড়িয়া সাহিত্যের কথা কেহ কখনো বলে নাই।

সুতরাং সবদিক দিয়াই দুইটি ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কিত সাহিত্যের মধ্যে আন্তঃপ্রাদেশিক রাখীবন্ধনের সম্পূর্ণ যোগ্যতা ও অধিকার রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল।

তাঁহার কাব্যের ভূমিকায় রঙ্গলাল কাঞ্চী-কাবেরী রচনার ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের পূজাবকাশের সময়ে তিনি কটকে ছিলেন, তখন তাঁহার ওড়িয়া বন্ধুদের উৎসাহে মাসখানেকের মধ্যে কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে তখন পুরুষোত্তমের একখানি পুথি আসিয়াছিল। রঙ্গলাল লিখিয়াছেন, "গত দুর্গোৎসবের বন্ধের পূর্বে তালপত্রে লিখিত ছন্দোভঙ্গ, পাদভঙ্গ প্রভৃতি নানাদোষ-দূষিত একখানি কাঞ্চী-কাবেরী পুথি পাইয়া তাহাই সমাদর পূর্বক পাঠ করি, এবং পাঠ সমাপন পরে এই কাব্য রচনায় প্রবর্ত্ত হইয়া কতিপয় দিবসে সমাপ্ত করিলাম।" রঙ্গলাল বাল্যকালেই কাঞ্চী-কাবেরীর কাহিনী পড়িয়াছিলেন ষ্টার্লিঙের উড়িষ্যার বিবরণে। পরে তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। "এদেশে আসিবার পর দুর্গোৎসবের বন্ধ উপলক্ষে একদা শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়া মন্দিরের একদেশে দেখিলাম, শ্বেত এবং কৃষ্ণ তুরঙ্গারোহী সৈনিক পুরুষদ্বয়ের আকার খোদিত, পাশে এক তরুণী ক্ষীরসর লইয়া তাহাদিগকে প্রদানোন্মুখী। দেখিবামাত্র পূর্বপঠিত

আখ্যানটি মনে পড়িয়া গেল, তৎপরে কাঞ্চীকাবেরী কাব্যের অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রাপ্ত হই নাই। গল্পটী যে সত্য ইতিহাস তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই, মাদলা-পাঞ্জী নামক উৎকল দেশের রাজপুরাবৃত্তে ইহা বর্ণিত আছে। অদ্যাপি জগন্নাথ মন্দিরে কাঞ্চী হইতে আনীত গণেশমূর্ত্তি এবং মুগনী-প্রস্তরে রচিত বিবিধ বিচিত্র জালাদি অবলোকিত হয়। অপর গৃহ ভিত্তিতে মাণিকা গোপিনী এবং সিতাসিত তুরঙ্গিদ্বয়ের আকৃতি চিত্র করা উৎকলীয়দিগের এক সাধারণী রীতি। শ্রীযুত বীম্‌স্‌ সাহেব সুবর্ণরেখার তীরবর্ত্তী জঙ্গলাবৃত এক প্রাচীন দুর্গ মধ্যেও এই প্রকার অশ্বারোহী পুরুষযুগলের পাষাণ প্রতিমা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।"

রঙ্গলাল বলিয়াছেন, "আমার এ রচনা উক্ত উৎকল কাব্যের অনুবাদ নহে ; আখ্যানটী মাত্র গৃহীত হইয়াছে, তাহাও সমগ্র নহে। শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, দেশবর্ণন, উৎকলদেশের পৌরাবৃত্তিক ঘটনা প্রভৃতি কোন বিষয়েই আমি উক্ত মূল কাব্যের নিকট ঋণী নহি। দুই এক স্থলে সাদৃশ্য থাকিবার সম্ভাবনা, কিন্তু এ প্রকার সাদৃশ্য অপরিহার্য্য।" এ দাবি সবটা টিকে না। মাঝে মাঝে যে রঙ্গলাল ওড়িয়া কাব্য হইতে আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন তাহা আমরা বাংলা কাব্যের টীকায় দেখাইয়া দিয়াছি।

ওড়িয়া কাব্যটিকে রঙ্গলাল স্থান কাল ভাবের উপযোগী করিয়া ঢালিয়া সাজাইয়াছেন। বাঙ্গালায় তখন যে নবীন কাব্যরীতি দেখা দিয়াছিল তাহার এক বড় অঙ্গ ছিল বর্ণনা—প্রকৃতির, ইতিহাসের, নীতি-চিন্তার, হিতোপদেশের, নায়ক-নায়িকার রোমান্টিক প্রেম-ভাবনার। রঙ্গলালের কাব্যে এ সব বস্তু স্পষ্টভাবে এবং প্রচুরভাবে বিদ্যমান। রঙ্গলাল প্রচলিত হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, সে বিশ্বাসের রং তাঁহার কাব্যে মাঝে মাঝে লাগিয়াছে। তবে তিনি ভক্তিরসাত্মক কাব্য লিখিতে বসেন নাই তাই সত্যবাদী গোপালের কাহিনী, শিখর গুড়িয়ার কাহিনী এবং জগন্নাথের মহিমাবর্ণনা বাদ দিয়াছেন এবং যেটুকু বাদ দিতে পারেন নাই সেটুকুর জন্য ভূমিকায় অ্যাপলজি করিয়াছেন। "আখ্যান মধ্যে কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা আছে, তাহা কাব্য-শরীরের উপাদান; সাত্ত্বিক হিন্দুমাত্রেরই তত্তাবৎ বিশ্বাস-ভাজন, কিন্তু ইয়ুরোপীয়-বিজ্ঞানোজ্জ্বল-বুদ্ধি আধুনিক যুবকগণের শ্রদ্ধেয় না হইতে পারে।

তাঁহারা কহিতে পারেন, জগন্নাথ-বলরামের অশ্বারোহী সৈনিক বেশ ধারণ করিয়া উৎকলাধিপতির সহায়তা করা বাস্তবিক প্রকৃত ঘটনা নহে ; রাজা স্বীয় সৈন্যগণের সমরোৎসাহ বৃদ্ধিকরণ মানসে ভিন্নদেশ হইতে আনীত অনুচরদ্বয়ের দ্বারা এই ষড়যন্ত্র করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকিবেন ; মাণিকা গোয়ালিনী এবং দাশরথি সূপকার তাঁহার মন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া ধূর্ত্ততার সহায়তা করিয়া থাকিবে ইত্যাদি। ফলতঃ এই উভয়বিধ বিশ্বাসের প্রতি আমার কিছুই বক্তব্য নাই।

"উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, সাত্ত্বিক হিন্দুমাত্রেই এই কাব্যকে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ বলিয়া অবশ্য সাদরে গ্রহণ করিবেন। নব্য সম্প্রদায়ের প্রতি নিবেদন এই, আপনারা এই মহাপ্রসাদের মধ্যে আপনাদিগের রুচির উপযুক্ত কোন কোন পদার্থ পাইতেও পারেন।"[১]

রঙ্গলাল কাঞ্চী-কাবেরীকে ধরিয়াছিলেন "উৎকল দেশীয় বীররসাত্মক আখ্যান বিশেষ" বলিয়া। যুদ্ধ ও জয়-পরাজয়ের বর্ণনা থাকিলেও পুরুষোত্তমদাসের কাব্য বীর-রসাত্মক নয়। আর, বীররসের দিকে ঝোঁক দেখাইলেও রঙ্গলালের কাব্য বীররস হইতে আরো দূরে সরিয়া গিয়াছে। পুরুষোত্তমদাস দুই চারি ছত্রে মারামারি কাটাকাটির যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা রঙ্গলালের সমগ্র ষষ্ঠ সর্গের তুলনায় অনেক বেশি বাস্তব। তাহার কারণ যুদ্ধ ব্যাপারটি কিরকম তাহা পুরুষোত্তমদাসের সময়ে উড়িষ্যায় অজানা ছিল না কিন্তু রঙ্গলালের সময়ে যুদ্ধের বাস্তবচিত্র বাঙ্গালীর দূরতম স্মৃতিতেও বিলীন হইয়া গিয়াছিল ॥

শ্রীসুকুমার সেন

---

১ রঙ্গলালের ভূমিকা কটকে লেখা হইয়াছিল। তারিখ ২০ কার্ত্তিক ১৭৯৯ শকাব্দ।

KÁNCHI KÁVERI,
OR THE
CAPTIVE PRINCESS.

"————————; her smoothness,
Her very silence, and her patience,
Speak to the people, and they pity her."

Shakespeare.

কাঞ্চীকাবেরী,

উৎকল-দেশীয় বীর-রসাত্মক
আখ্যান-বিশেষ।

শ্রীযুত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক
বিবিধ ছন্দোবন্ধে বিরচিত।

কলিকাতা।

শ্রীশশীভূষণ দাসদ্বারা গণেশযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত।
১২৮৬ বঙ্গাব্দ।
ইং ১৮৭৯।

রঙ্গলালের কাব্যের প্রথম সংস্করণে নামপৃষ্ঠা

ଓଁ

କାଞ୍ଚୀକାବେରୀ ।
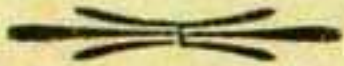
ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କ ବିରଚିତ ।

ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା

ପ୍ରଥମବାର

ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ।

PRINTED BY S. RAY,

EDWARD PRESS.

CUTTACK,

1906.

ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇପଣା ।

পুরুষোত্তমের কাব্যের মুদ্রিত সংস্করণে নামপৃষ্ঠা

পুরুষোত্তমদাস

কাঞ্চী-কাবেরী

(ওড়িয়া)

জয় জয় জগন্নাথ দেবঙ্কর রাজা।
জগন্নাথ বিহু মোর আণে নাহি পূজা ॥ ১ ॥
নীলসুন্দর পর্ব্বত উপরে কটক।
শঙ্খনাভিমণ্ডলে থটন্তি সর্ব্বলোক ॥
পক্ষিরাজ গরুড় ছামুরে কর যোড়ি।
তীর্থরাজ বারানিধি মারুছি লহরি ॥
বটঙ্কর রাজা বটে কল্পবট বৃক্ষ।
নীলগিরিকি আবরি রহিছি প্রত্যক্ষ ॥
ক্ষেত্রঙ্কর রাজা এহি নাম শঙ্খনাভি।
দেবরাজ ইন্দ্র সে চরণে থাই সেবি ॥ ৫ ॥
কোটি কোটি বৈকুণ্ঠ নানাদি অবতার।
যেহু জগন্নাথঙ্কর মনরু বাহার ॥
আউ যেতে বৈকুণ্ঠনাথঙ্ক মহিমা।
শ্রবণকু আনন্দ অমৃতগুণসীমা ॥
দক্ষিণকু কটকাই কাঞ্চী শাসনকু।
রাউতরূপে বিজয়ে রক্ষার ছলকু ॥
আবরি বিশেষে সেহু ভণ্ড গণপতি।
সেবাকু ন আসি সে গরব করিথান্তি ॥
গর্ব্ব সে যে তাহাঙ্কর গঞ্জিবারে পাই।
দিব্যচিত্তে বিচারিলে ত্রৈলোক্য-গোসাঁই ॥ ১০ ॥
যেঁউরূপে বিজয়ে কলেক তহিঁ পাই।
দিব্য অবতার সে রাউত বেনি ভাই ॥
এহি জগন্নাথঙ্কর মহিমা গহন।
যেঁউভাবে বিজে কলে কহিবা কহন ॥

এথু অনন্তরে যে শুণিমা দিব্যরীতি।
কপিলেন্দ্র-দেব সে ওড়িশা-গজপতি ॥

মহাপরতাপী সে যে বলিষ্ঠ রাজন।
ভাগ্যবলে তাহাঙ্কর বহুত নন্দন॥
কাহার বলি-হমিরি নাম অটে অবা।
কলি-হামিরি যে নাম কাহার কহিবা॥ ১৫॥
কেবা বলিয়ার ঘা যাহারি নাম কহ।
মহা-হমিরি নাম কোণ পুত্রেকহ॥
এরূপে সাতপুত্র রাজার জন্ম হোই।
একে একে বলিয়ার সামান্ত কে নোহি॥
কুলতুট পুত্র একা পুরুষোত্তম-রায়ে।
সেবা করিথান্তি সে নৃপতিঙ্কর পায়ে॥
কপিলইন্দ্র দেব যে পুত্রে অনাইণ।
অন্তরতরে জণাউথান্তি শ্রীচরণ॥
একে একে পুত্রেক হোইলে মহাবলী।
কাহাকু প্রাপত হেব এ ওড়িশাশিরী॥ ২০॥
আম্ভ আয়ত্তরে কার্য্য নোহিব ত কিছি।
যুদ্ধ করি মরিবে অবধি এতে অছি॥
পুণি সেহি নৃপবর বিচারিল মন।
শ্রীজগন্নাথে অটন্তি ওড়িশা-রাজন॥
যাকু কৃপা করিবে সে হোইব রাজন।
আন ছার কিএ পুণি হোইব ভাজন॥

কাহা কলে রাজা তা জাণিবা পাই চিত্তে।
এহি জগন্নাথে আজ্ঞা কলে সেহি রাত্রে॥
আহো রাজা সন্ধ্যাধূপ অবকাশ বেলে।
দর্শনকু আস্থ বাইশিপাবচ্ছ তলে॥ ২৫॥
যে টেকিব গম্বাকানি তোর পছে থাই।
তাহাকু যে রাজপণ দেবি নিশ্চে মুহিঁ॥
আজ্ঞা পাই রাজা যে বিচার কলা মনে।
সেহি রাত্র পাহিলা পুণিহিঁ আর দিনে॥

লাগিলা যে সন্ধ্যাধূপ দর্শন পাইকি ।
কপিলইন্দ্র দেব যে বাহার তহিঁ কি ॥
অনেক সৈন্য সঙ্গরে রাজ-বিজে বিধি ।
পুত্রমানে চলন্তি যে গহণে প্রসিদ্ধি ॥
প্রভুঙ্ক আজ্ঞা ঘেনিণ মনে চিহ্নি রস ।
কহুঁ কহুঁ বাইশিপাবচ্ছে পরবেশ ॥ ৩০ ॥
তাহাঙ্ক বিজে বেলে পুরুষোত্তম-রায়ে ।
রাজাঙ্ক সঙ্গরে থাই দিহুড়ি দেখাএ ॥
সপ্তপাবচ্ছকু রায়ে টেকন্তেণ পাদে ।
লুগা লাগি রাজাঙ্কর ছন্দি হেলা হাদে ॥
পুরুষোত্তম-রায়ে যে থিলে পাশে পাশে ।
বস্ত্রকানি টেকিণ সে দেলেক হরষে ॥
কপিলইন্দ্র-দেব তা জাণি দেলে চাহিঁ ।
শ্রীমুখর আজ্ঞা রাজা মনরে চিতোই ॥
পুরুষোত্তম-রায়ে যে টেকিছন্ত ফের ।
পুত্রমানে অলগা চালন্তি যে যাহার ॥ ৩৫ ॥

দেখি করি রাজা মনে ন স্ফুরই কিছি ।
বোইলে রে পুত্র তোতে রাজযোগ অছি ॥
স্বর্য্যঠাকু বলিলা যে তারার কিরণ ।
এড়ে এড়ে পুত্র থাউ তোর রাজপণ ॥
পুণি বোইলেক আন কে করিব এহা ।
যাহাঠারে দয়া কলে প্রভু জগন্নাহা ॥
সকল পুত্র অমাত্য অছন্তি সঙ্গরে ।
রাজার বচন সর্ব্বে শুণি শ্রবণরে ॥
এককু আরেক চাহিঁ ঠরাঠরি হোই ।
দর্শন সারিণ যে প্রবেশ হেলে যাই ॥ ৪০ ॥
এমন্তেণ সেহিঠারে গলা দিনা কেতে ।
সে কথা জাণি বিচারে কলে রাজপুত্রে ॥

আম্ভেমানে থাউ যে পুরিয়া হেব রাজা ।
বিচারিলে তাহাঙ্কু যে দেবা বহু সজা ॥
আম্ভঠারু যেবে সেহ নিশ্চে থিব বর্তি ।
তেবে সে রাজা হোইণ ধরাইব ছতি ॥
আম্ভে পিনা রাজাঙ্কর কুলশীল-পুত্র ।
সে যেবে রাজা হোইব বুড়াইব গোত্র ॥
বিচারিণ রাজপুত্রে হেলে একমেল ।
পুরিয়াকু যেবে আম্ভে মারিব সকল ॥ ৪৫ ॥
অনুসরি আম্ভেমানে যে যহিঁ পাইব ।
উপ্রোধ ন করি তাকু অবশ্য মারিব ॥
দিনেক বলি-হমিরি জেনামণি যাই ।
অনুসরি থান্তি তাঙ্কু মারিবার পাঁই ॥
পুরুষোত্তম-রায়ে যে দরশনে গলে ।
দর্শন সারিণ ফেরি আসন্তে দেখিলে ॥
সিংহদ্বার পুরিয়া যে হুঅন্তে বাহার ।
ধাই যাই জেনামণি কলেক প্রহার ॥
আরে আরে পুরিয়া রে হেবু পরা রাজা ।
এ সাবেলি মুঠাক সম্বালি করি যা যা ॥ ৫০ ॥
কহু কহু সাবেলি সে মাইলেক নেই ।
লগাইণ মারু মারু গলা আড়ে হোই ॥
যেবণ সামরথ সে মারিছি সাবেলি ।
লাথ করি মাইলে সরিব বেনি ফালি ॥
এড়ে হতাক সাবেলি হোইলোক ব্যর্থ ।
কি করিবে যাহাকু রখিবে জগন্নাথ ॥
দেখিণ যে জেনামণি চকিত হোইলা ।
শ্রীজগন্নাথ যে রখিঅছন্তি বোইলা ॥
আউ এথি আম্ভেমানে করিবা যে কিস ।
লাজে সেঠারু চলিলে দক্ষিণ যে দেশ ॥ ৫৫ ॥
পুরুষোত্তম-রায় যে জগন্নাথ স্মরি ।
নবরে প্রবেশ হেলে মনে ভয় করি ॥

পুণিহিঁ যে দিন কেতে গলা তহিঁ বহি।
গুপতরে আর পুত্রে অন্নে বিষ দেই॥
শ্রীজগন্নাথ প্রভুঙ্ক তাকু আজ্ঞা অছি।
বিষ খাইণ তাহার নোহিলাক কিছি॥

পুণিহিঁ কেতেক দিনে গ্রীষম কালরে।
স্নান করি গলে সেহু ভাইঙ্ক মেলরে॥
সমস্তে তহিঁ বোইলে পইরিবা আস।
বুড়াইণ মারিবাকু সবুরি সাহস॥ ৬০॥
ভাইঙ্কর মেলরে ভাইঙ্ক সঙ্গে পুরি।
পাণিরে মাড়ি বসিলে সকলে যে ধরি॥
মায়া করি জগন্নাথে বুড়াইণ নেলে।
পুরিয়া বোলিণ তহুঁ জণকু মাইলে॥
গহলরে তরকিণ ন পারিলে বারি।
পুরিয়া বোলিণ নিজ ভাই-জণে মারি॥
পুরুষোত্তম-রায়ে যে কূলে উঠে আসি।
জগন্নাথঙ্কু স্মরি কৌতুকে হসি॥
কূলরে সে দেখন্তি ত পুরিয়া ন গলা।
দেখিলা বেলকু নিজ ভাই-জণে মলা॥ ৬৫॥
লাজরে কেহি কাহাকু কিছি ন কহিলে।
পুণিহিঁ যে দিন কেতে পাসোরাই দেলে॥

এক দিনে সমস্তে যে শিকারকু যাই।
কলি-হমিরি বরছা মাইলে লগাই॥
ন বাজিলা বরছা যে দৃঢ়ে মারু মারু।
ন কহিণ বিদেশ সে গলে সেহিঠারু॥
যা যা বোলি করি যেবণ পুত্র থিলা।
অনেক মাল রখিণ বিন্ধাণ শিখিলা॥

মালমানঙ্কু বোইলা পুরিয়াকু মার ।
মালমানে বোইলে সে কেতেক মাতর ॥ ৭০ ॥
এক দিনে পুণি তহিঁ শয়নর ঘরে ।
মারিবা পাইকি মালে গলে রজনিরে ॥
শ্রীজগন্নাথঙ্ক আজ্ঞা হোইছি যাহাকু ।
নরসিংহ মূর্ত্তি প্রায়ে দিশিলে মালঙ্কু ॥
ন কহিণ মালমানে পলাইলে খসি ।
যা যা হিমিরি পলাই দক্ষিণে যে পশি ॥
সেহিমতি হোই গলে যেতে পুত্র থিলে ।
নানা কূট করি সে যে মারি ন পারিলে ॥

যাহাকু আজ্ঞা হোইছি জগন্নাথঙ্কর ।
দুর্ব্বলকু করন্তি যে অতি বলিয়ার ॥ ৭৫ ॥
কৃপা কলে জড় লোক কহে দিব্য বাণী ।
পঙ্গুজন মন্দরকু লঙ্ঘি যাএ পুণি ॥
এণ করি যাহাকু সে রখিবে অনন্ত ।
তাহাকু ন পারে নাশ করি বলবন্ত ॥
বলবন্ত মাত্রকে যে কিস করি পারু ।
যেউ মহাপ্রভু দ্রুব করে মহামেরু ॥
আন দেবতার বেলে কে পাইব রক্ষা ।
শ্রীজগন্নাথঙ্ক আজ্ঞা পাষাণর রেখা ॥
আহে সুজ্ঞমানে একলয় চিত্তে ।
প্রহ্লাদকু সুমর হে রখিলে যেমন্তে ॥ ৮০ ॥
পাণ্ডবঙ্কু রখিলে সে দুর্যোধন ঠারু ।
কালেহেঁ বড় হেলেহেঁ বঞ্চন্তি দুস্তরু ॥
এণু করি যাহাকু শ্রীজগন্নাথে সাহ ।
আনর বেলে তাহার কিস হেব কহ ॥
তেণু শ্রীজগন্নাথঙ্ক চরণে শরণ ।
পুরুষোত্তমদাস মু পশুছি শরণ ॥ *** ॥

২

রাজপুত্রমানে যাঙ্কু ন পারিলে মারি ।
রাজা ভিন্ন আউমানে গলে দেশ ফেরি ॥
কপিলইন্দ্র-দেব যে হোইলে নিধন ।
পুরুষোত্তম হোইলে ওড়িশা রাজন ॥ ৮৫ ॥
শ্রীজগন্নাথঙ্কু মনে বহুত বিশ্বাস ।
দানী মানী অবধানী প্রতাপী নরেশ ॥
শূর বীর পণ্ডিত যে সুবুদ্ধি চতুর ।
রাজবিধি মহত্ত্ব যে সকল প্রকার ॥
পূর্ব্বজন্মে খণ্ডতপ করিথিলে যহিঁ ।
বেশ্যার গরভে জন্ম হেলে সিনা তহিঁ ॥
শ্রীজগন্নাথ প্রভুঙ্ক মহিমা অপার ।
পুরুষোত্তম হোইলে অতি বলিয়ার ॥
এথু অনন্তরে শুণ সর্ব্ব সুজ্জন ।
রাজা হোই তাহাঙ্কর গলা কেতে দিন ॥ ৯০ ॥
বহুত কৌতুকে সে নিজে রাজ্য করি ।
অনেক দেশে হোইলে এক দণ্ডধারী ॥
শ্রীজগন্নাথ কৃপারু ন থাই যে ভীতি ।
চরণরে খটিথান্তি সমস্ত নৃপতি ॥
অতি আনন্দরে সে ওড়িশা ভোগ করি ।
সমররে জিণিলেক বহু দণ্ডধারী ॥

এথু অনন্তরে পুণ শুণ দিব্য রীতি ।
দক্ষিণর রাজা কাঞ্চী-শাসন নৃপতি ॥
অতি আনন্দরে তহিঁ সেহু রাজ্য করি ।
সমরে অন্য রাজাঙ্কু জিণি দণ্ডধারী ॥ ৯৫ ॥
মহাবলী রাজা সেহু বহু সৈন্যবল ।
ঘেনি গজ অশ্ব থাট বাহারি সকল ॥
কাহাকু ন ডরই সে অত্যন্ত গুমানী ।
গড়মান সবু তার পথর মুণ্ডনী ॥

অনেক জ্ঞাতি কুটুম্ব পাত্র মন্ত্রী আদি।
দণ্ড সাজি কেহি তাকু ন পারন্তি সাধি ॥
সকল রাজ্যকু সে যে পেশুথাই চার।
সমস্ত রাজনীতি সে জাণই বিচার ॥
পদ্মাবতী নামে তার একই দুহিতা।
জাতিরে পদ্মিনী সে যে মহুষ্যে সম্ভূতা ॥ ১০০ ॥
দিহু দিহু বঢ়ই সে অপুরুব জেমা।
বিভা পাই বর সে যে লোড়ে অনুপমা ॥
বিচার কলা মনরে কাঞ্চী-নরসাই।
পদ্মাবতীকি ওড়িশা-রাজাকু দেবই ॥
ওড়িশা-রাজা যে রাজাঙ্কর শিরোমণি।
মোহ ঝিঅ পদ্মাবতী হেব পাটরাণী ॥
মন্ত্রীকি রাইণ পাশে পুছই বিশ্বাসে।
পদ্মাবতী বরিব যে ওড়িশা-নরেশে ॥
মন্ত্রী এহা শুণি করি সনমত কলা।
হউ মণিমা বোলিণ হস্ত সে যোড়িলা ॥ ১০৫ ॥
ওড়িশা-রাজ্য রাজার রাজনীতি যেতে।
কাঞ্চী-নরেশ পুছই মন্ত্রীর অগ্রতে ॥
জাণি বন্ধু করিবার অটে সিনা সার।
কহ আহে মন্ত্রিবর সে রাজ্য-বেভার ॥
মন্ত্রী কহে সে রাজ্যরে রাজা জগন্নাথ।
তাহাঙ্ক সেবা কলেক হুএ নরনাথ ॥
এমন্তে বিচার সেহ রাজা করিথিলে।
পুরুষোত্তম-রায়ে তা কেমন্তে জাণিলে ॥
কাঞ্চীকাবেরীকি বোলি পেষি দেলে চার।
সুকুমারী রাজ-জেমা শুণিলে সংবর ॥ ১১০ ॥
আজ্ঞা ঘেনি করি চার কাবেরীকি গলা।
কাঞ্চীরাজাঙ্কু যাইণ সন্দেশ কহিলা ॥
দূত বোলে প্রভু তুম্ভ কন্যাসার দেব।
শ্রীজগন্নাথঙ্কু যাই দর্শন করিব ॥

কাঞ্চী-রাজন বোইলে দর্শনকু যিবা।
আস্ত মনকু আসিলে জেমা অবা দেবা॥
এহা শুনি দূত তহঁ বাহুড়ি আইলা।
সকল সন্দেশ আসি রাজাঙ্কু কহিলা॥
এমন্তে কেতে দিনে সে কাঞ্চী-নরপতি।
দর্শনকু আইলা সে সৈন্যবল যেতি॥ ১১৫॥
নৃপতিমণ্ডল তার সঙ্গে ছন্তি মিলি।
রাজাঙ্কু দেবা পাইঁকি আণিছি ছুল্লালী॥
শ্রীগুণ্ডিচাযাত্রা তহিঁ অছি দিন তিনি।
ক্ষেত্ররে প্রবেশ রাজা সৈন্যবল ঘেনি॥
শ্রীজগন্নাথ প্রভুঙ্ক শ্রীগুণ্ডিচাযাত।
সিংহদ্বারে মণ্ডণি হোইছি তিনি রথ॥
শ্রীগুণ্ডিচা দিন যে পহণ্ডি বিজে করি।
চতুর্দ্ধা মূরতি তিনি রথে বিজে করি॥
তালধ্বজ রথরে বিজয়ে হলহস্ত।
নন্দিঘোষ রথরে যে প্রভু জগন্নাথ॥ ১২০॥
দেবী রথে বিজয়ে সুভদ্রা সুদর্শন।
সুর নরে সঙ্গতরে করন্তি গমন॥
রথ ঝাড়িবাকু যে ওড়িশা-গজপতি।
চন্দন ছেরা পইঁরা সুনা ধরিছন্তি॥
দর্শন করু অছন্তি কাঞ্চীর রাজন।
রথ রাজনীতি সর্ব্ব করি অনুমান॥
দেখিলা রথ উপরে গন্ধ ছেরা করি।
পহরন্তি রাজা সুনাখড়িকাহিঁ ধরি॥
কাঞ্চী-রাজা দেখি তার বিচারই চিত্তে।
ন জাণি মুঁ দুহিতাটি দিয়ন্তি অনিমিতে॥ ১২৫॥
রাজা হোইণ এহার চাণ্ডালর রীতি।
ছেরা যে পইঁরা এত করি লাগিছন্তি॥
মঙ্করে যে নরপতি সেহি সে ঈশ্বর।
সে কি পাই সেবা করে ইতর দেবর॥

শ্রীজগন্নাথে যেবে কি হুঅন্তে দেবতা ।
রাজা হোই তহিঁ কি এ ছেরা কি করন্তা ॥
শ্রীজগন্নাথঙ্ক ঠারে বহুত কহিলা ।
ওড়িশার নৃপতিঙ্কি চাণ্ডালে গণিলা ॥
মনরে রখিলা সবু ন কহিলা কাহিঁ ।
কুলতুট বোলিণ সে শুণিথিলা তহিঁ ॥ ১৩০ ॥
পদ্মাবতী জেমাকু দেবাকু আণিথিলা ।
বহুত নিন্দা করিণ বাহুড়াই নেলা ॥
লেউটিণ নিজ রাজ্যে হোইলা প্রবেশ ।
সুজ্জনমানে শুণি হোইব হরষ ॥

শ্রীজগন্নাথে গুণ্ডিচাযাত্রা সারি করি ।
বাহুড়া-বিজয় বড় দেউলরে করি ॥
শ্রীজগন্নাথ প্রভুঙ্ক যেতে যেতে লীলা ।
করন্তি যে দারুব্রহ্মে নিজরূপে খেলা ॥
যে যেমন্ত ভাবুছন্তি সে তেমন্তে পান্তি ।
বচন ন কহ প্রভু সকল করন্তি ॥ ১৩৫ ॥
ন চলই শ্রীভুজ যে স্থির হোইথাই ।
তুষ্টঙ্কর প্রাণ নেউ অছন্তি উঙ্কাই ॥
ঠাবরু ন চলন্তি যে ছন্তি সর্ব্বঠাবে ।
শ্রবণ নাহিঁ যে সবু শুণন্তি কতিরে ॥
খোজিলে ন মিলন্তি সে নিকটরে থাই ।
বহুতরে ন মিলই অলপে মিলই ॥
জগতর হিতে জগন্নাথ নাম গোটি ।
পুরুষোত্তমদাস যে চরণরে খটি ॥ *** ॥

৩

এথু অনন্তরে যে পুরুষোত্তম দেব ।
কাঞ্চী-রাজার গরব শুণিলেক সব ॥ ১৪০ ॥

নন্দিঘোষ রথে ছেরা পহঁরা দেখিলা।
চাণ্ডাল-কর্ম বোলিণ নিন্দা করি গলা॥
পুরুষোত্তম-রায়ে যে শুণি এহি বাণী।
লাঙ্গ মাড়ন্তে যেসনে গর্জ্জে কাল ফণী॥
বাতে রম্ভাপত্র প্রায়ে কোপে কম্পে কায়ে।
সতে যেবে জগন্নাথে মু্ তাঙ্কর রায়ে॥
শ্রীজগন্নাথঙ্কু সে দেবতা ন বোইলা।
আম্ভে ছেরা ঘটিলাকু চাণ্ডাল কহিলা॥
ত্ম্ভমাকু যে আণিথিলা মোতে দেবা পাই।
আম্ভঙ্কু চাণ্ডাল বোলি নিলা বাহুড়াই॥ ১৪৫॥
যেবে জগন্নাথঙ্কু মু্ করিথিবি সেবা।
তাকু জিণি ঝিঅ তার চাণ্ডালকু দেবা॥
যেবে শ্রীভুজরে শঙ্খচক্র বহিছন্তি।
ওড়িশারে রাজপণ মোতে দেইছন্তি॥
যেবে নীলচক্র পরে উড়ু অছি নেত।
তেবে সে মো গুহাড়ি শুণিবে জগন্নাথ॥
তিনি দিন তিনি মাস তিনি বরষরে।
অবধি কটকাই সে কাঞ্চীকাবেরীরে॥
আগহুঁ বিচারিবা যে সমস্ত বিঅর্থ।
গণিমা করিবে যেতে বেলে জগন্নাথ॥ ১৫০॥
কোপশান্তি কলে রাজা বিচারিণ মন।
এমন্তেণ গলা তহিঁ কেতেহেঁক দিন॥

কাঞ্চীকাবেরীর কথা শুনু থাই রায়ে।
লেউটিণ জ্যৈষ্ঠমাস দেবস্নান হোএ॥
স্নানমণ্ডপে বিজয় কলে যদুপতি।
স্নান সারি প্রভু হস্তিবেশ হোইছন্তি॥
কলা ধলা হাতী ভগ্নী কুঙ্কুম-বরনে।
অতিশোভা পাউছন্তি চউদ ভুবনে॥

পুরুষোত্তম-রায়ে যে পাশে উভা ছন্তি ।
সুআরমানে যে ছেক ধূপকু বহন্তি ॥ ১৫৫ ॥
দাশরথি নামেণ যে একই সুআর ।
জগন্নাথঙ্কর ঠারে বিশ্বাস তাহার ॥
সুউত্তম পাচিলা কমলা আটিকাএ ।
মুণোহি যে করিবাকু একভক্ত দিএ ॥
দাস মহাসুআর কমলা ঘেনি করে ।
বাড়িলা নেই জগতনাথঙ্ক আগরে ॥
দাস মহাসুআরকু বোলে কলা হাতী ।
কমলা তু বাঢ় বড়ঠাকুরঙ্ক কতি ॥ ১৬০ ॥
আজ্ঞামতে কমলা টেকিলে ততপর ।
বাড়িলেক নেই বড়ঠাকুর পএর ॥
বড়ঠাকুরঙ্কু নেই দিঅন্তি কমলা ।
নাহিঁ নাহিঁ করু ছন্তি রোহিণীর বলা ॥
বোলন্তি জগন্নাথঙ্ক পত্রে দিঅ নেই ।
আম্ভঠারে সুখ থিলে করিবে মুণোহিঁ ॥
এবাড়ু কমলা যে নিঅন্তেণ তেণে ।
জগন্নাথ মস্তক হলাউ থান্তি এণে ॥
এ পাথরু নেই পুণি সে পাথে বাঢ়ন্তি ।
সে পুণি নাহিঁ করন্তে এণিকি আনন্তি ॥ ১৬৫ ॥
দাস মহাসুআর জাণন্তি একা তাহিঁ ।
আউ লোকমানঙ্কু গোচর কিছি নাহিঁ ॥
এহিপ্রকারে এ পন্তিরু নেই সে পন্তিরে ।
রখন্তি তোলন্তি সেহ দুহিঙ্ক স্নেহরে ॥
পুরুষোত্তম-দেব যে ছন্তি উভা হোই ।
কোপে নৃপবর বিচারন্তি রহি রহি ॥
বোইলে মহাসুআর গর্ব্ব দেখ এড়ে ।
একা আটিকাক যে করুছি কেতে আড়ে ॥
আম্ভে বিজে বোলি মনে ভয় কিছি নাহিঁ ।
কেমন্ত হেউঅছন্তি এ নিশ্চিন্ত হোই ॥ ১৭০ ॥

জগন্নাথ বলদেব দুহিঙ্কর রীতি।
কিছিহিঁ যে ন জাণই রাজা গজপতি॥
যে রসরে ভোলা হোই অছি তার মন।
ন জাণি করি তাহাকু কোপুছি রাজন॥
অনাই মহারাজা ধরিছি মনে রোষ।
বোইলে সে সুআরকু ধরি ঘেণি আস॥
রাজাঙ্কর আজ্ঞা পাই ছড়িদার যাই।
ঠাকুরঙ্কর আজ্ঞা হো বেগে আস তুহি॥
মহাসুআর বোইলে কেবণ ঠাকুর।
ঠাকুর যে জগন্নাথ থটিছুঁ পয়র॥ ১৭৫॥
আহরি ঠাকুর বোলি আম্ভে যে ন জাণু।
জগন্নাথে ঠাকুর বোলিণ একা মাণু॥
এহা শুনি ছড়িদার গলে আড় হোই।
রাজাঙ্ক অগ্রে এ কথা জাণাইলে যাই॥
ঠাকুরঙ্ক আজ্ঞা বোলুঁ উপহাস কলা।
কেউ ঠাকুর বোলিণ ছামুকু নইলা॥
শুনি করি কোপভরে কম্পে নৃপরাণ।
মুণোহি বঢ়িলে তাকু বেগে ধরি আণ॥
সুআর হোইণ আম্ভ আজ্ঞা ন মানিলা।
আহরি কেউ ঠাকুর অছই বোইলা॥ ১৮০॥
রাজাঙ্কর আজ্ঞাকারী জগিথিলে যাই।
ধূপ বঢ়িলাক্কু তাকু রখিলে ধরাই॥
রাজাঙ্কর কোপ তাকু হোইলা অপার।
পুরাইণ বন্দিঘরে ন কলে বাহার॥
দাস মহাসুআর যে বন্দিঘরে থাই।
ডাকন্তি জগন্নাথ তো বিনু আন নাহিঁ॥
দুইদিন যাই তহিঁ তিনি দিন রাতি।
আজ্ঞা দেলে জগন্নাথে আহো নরপতি॥
তোহ মনে মনে এবে হেলুণি ঠাকুর।
কালি দুইপ্রহরে পুরিয়া নাম তোর॥ ১৮৫॥

আম্ভ আজ্ঞাকারী হোই এতে গর্ব্ব তোর।
কেতে উগ্রতর হেউ অছু দণ্ডধর॥
তিনি দিন হোইলা যে মোর ভোগ নাহিঁ।
মোহ সেবকঙ্কু ধরাইছু কাহিঁ পাই॥
এবে যাই এহিক্ষণি বন্দী ফেড় তার।
তু যেউ কথাকু রাজা করিছু বিচার॥
চতুর্মাস্যা পাহিলে যে ছুই ভাই যিবু।
তোহর যে মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবু॥
মোহ সেবা দেখি তোতে চাণ্ডাল বোলিছি।
তু যাহা জণাই অছু আম্ভ মনে অছি॥ ১৯০॥
মোহ দাস স্থআরর কিছি নাহিঁ দোষ।
আম্ভ আজ্ঞারে সে কলা নানা রঙ্গরস॥
পাচিলা কমলা তার হাতে থিলা ধরি।
আম্ভ পন্তিরে দিয়ন্তে আম্ভে নাহিঁ করি॥
নেই বড়ঠাকুরঙ্ক পন্তিরে রখন্তে।
সেহ নাহিঁ করন্তি এ রখিবে কেমন্তে॥
সে বোলন্তি জগন্নাথঙ্কর পত্রে দিঅ।
আম্ভে বোলু বড়ঠাকুরঙ্ক আড়ে দিঅ॥
কাহা আজ্ঞা মেণ্টি সেহ রখিব কুআড়ে।
তেণু করণ সে ধন্দি হেউথিলা তেড়ে॥ ১৯৫॥
আম্ভ ভাবনারে সেহ ভোলা হোইথিলা।
তেণু করি সিনা সে ঠাকুর ন বোইলা॥
তাকু ছাড়ি দেলে আম্ভে করিবু মুণোহিঁ।
অন্তর্দ্ধান হেলে প্রভু এতেমাত্র কহি॥
পুরুষোত্তম-দেব যে এহা শুণি বসি।
বন্দিঘরঠারে শীঘ্রে মিলি গলে আসি॥
স্থআরঙ্কু দেখি রাজা দণ্ডবত কলে।
আম্ভ অপরাধ ক্ষমা করসি বোইলে॥
এতে কথা অছি বোলি আম্ভে যে ন জাণি।
আম্ভ নিন্দা কল বোলি বন্দী কলু আণি॥ ২০০॥

আন্তঙ্ক এহা কিপাই ন বোইল আন্তে।
যাহার নাম ধইলে ত্রিভুবন মধ্যে ॥
লক্ষ পাপ ক্ষয় হুএ প্রভুঙ্ক আদেশে।
অপমান কল মোর মু জাণিবি কিসে ॥
এথি পাইকি তুম্ভর নাহিঁ কিছি দোষ।
আস মহাসুআর হো বস আম্ভ পাশ ॥
অনেক যে গউরব রাজা তাঙ্কু কলে।
স্নান সারিণ সেবাকু যাঅ হো বোইলে ॥
দাস মহাসুআর যে আনন্দ মনরে।
বিশেষরে খটিথাই রাজাঙ্ক পয়রে ॥ ২০৫ ॥

কহু কহু শেষ হেলা চতুর্মাস্যাদিন।
আশ্বিন্ত শুক্ল নবমী আসি হেলা পুণ ॥
শ্রীজগন্নাথঙ্কর যে সবুদিন নীতি।
তিনি ধূপ পাঞ্চ অবকাশ যে করন্তি ॥
সে দিনহিঁ সেহিরূপে বঢ়িলা সকল।
বল্লভভোগ সরিলে সিংহারর বেল ॥
সুআরমানে যে ছেক আণুছন্তি বহি।
বাঢ়ন্তি সে পন্তিমান মুণোহির পাই ॥
শ্রীজগন্নাথঙ্ক পন্তি পেজনলা পাখ।
নাগসর্প আসি সরপুলিরে দেলা মুখ ॥ ২১০ ॥
সে মহাসুআর এহা নয়নে দেখিলে।
কলিবাকু সময় যে তহিঁ ন পাইলে ॥
মুণোহিঁ বাঢ়িলা সেহু বহুত আকুল।
জাণু জাণু বিষ দেলি মু ছার চাণ্ডাল ॥
সে গরল সরপুলি মুঁ আণি খাইবি।
তেবে সিনা অবা থোকে দোষ মেণ্টাইবি ॥
এতে বোলি চিহ্নি সেহু সরপুলি খাই।
দান ধ্যান দেই তাহা সেবা করি শোই ॥

বিচারুছি এহিক্ষণি যিব মোর প্রাণ।
বড়িলা পুষ্প অঞ্জলি এণে দেউলেণ ॥ ২১৫ ॥
পহুড়িলে জগন্নাথ সেবকে যে গলে।
দাস মহাপাত্র মরি যিবা পাঞ্চুথিলে ॥
আপণে যে বিজে করি আজ্ঞা দেলে তহিঁ।
আহে দাস স্থআর তু জাণি হেউ বহি ॥
তোহর মনরে তুহি বিচারিছু জিস।
আম্ভ নেত্রে পড়িঁলে কি আউ থাই বিষ ॥
ভকতর বন্ধু আম্ভে মন বুঝু থাউ।
আম্ভর ছামুকু গলে বিষ থিব কাহঁ ॥
উঠ উঠ দাস হো জাণিলুঁ তোর মন।
মোহর নিমন্তে আগ দেউছু জীবন ॥ ২২০ ॥
এবে উঠ বেগে আহো আম্ভ বোল কর।
আম্ভ আজ্ঞা বোলি যাই কহ দণ্ডধর ॥
পখাল কাঞ্জি মোহর শ্রীমহাপ্রসাদে।
পাই অনুকূল করু কাঞ্চীরাজ্যে হাদে ॥
ক্ষণে ন রহিণ যিব এহি রাতি রাতি।
আম্ভে দুই ভাই হেবুঁ রাউত মুরতি ॥
বিজয় কলুঁটি আগে রাউতকু কহ।
এহি অনুকূলে যাঅ ক্ষণেহেঁ ন রহ ॥
রাজা অবা বোলিব মুঁ দর্শন করিবি।
রাত্র পাহিলেণ অবকাশ দেখি যিবি ॥ ২২৫ ॥
দক্ষিণ পাচেরী পাশে পশ্চিমুখ থিব।
দুর্গামাধব মূরতি দর্শন করিব ॥
এহি আজ্ঞা করিণ যে হোইলে অন্তর।
চেতি দাস স্থআর যে উঠিলে তৎপর ॥
রাজাঙ্ক নবরদ্বারে হোইলে প্রবেশ।
দ্বারিঙ্কি কহিণ গলে রাজাঙ্কর পাশ ॥
বহুত রজনী থিলা রাজা শোইথিলে।
পারুশ লোক জণাস্তে উঠিণ বসিলে ॥

দাস মহাত্মার যে বোইলে সকল।
কাঞ্চীনবরকু শীঘ্র কর অনুকূল ॥ ২৩০ ॥
শ্রীমহাপ্রসাদ কাঞ্জি পখালকু পাই।
এহি লগ্নে অনুকূল কর নরসাই ॥
আগে আগে বিজয় যে কলে ভাই বেনি।
তুম্ভে অনুকূল কর পছে যান্ত সৈনি ॥
শুণিণ রাজা যে মনে হোইলে উচ্চাট।
হাতী ঘোড়া পদাতি যে সভা হেলে থাট ॥

এথু অনন্তরে শুন জনে দিব্য রীতি।
শুণিলেণ পাইব যে বৈকুণ্ঠরে স্থিতি ॥
এহি জগন্নাথ দেব নানা লীলা কলে।
পল্যঙ্করে পহুড়িলে সেবকে যে গলে ॥ ২৩৫ ॥
দেউল শোধা হোইলা কবাট পাড়িলে।
চউকিয়া ঠাবে ঠাবে চউকি বসিলে ॥
কটুআল আসি করি নগ্রে বুলি গলা।
রসিকলোকমানঙ্কু নিদ্রা যে মাড়িলা ॥
রত্নপল্যঙ্ক উপরে প্রভু শিরীপতি।
পহুড়িলে এমন্তেণ শেষ হেলা রাতি ॥
শ্রীজগন্নাথ যে বলদেব ভাই বেনি।
রাজাঙ্কর ছলরে সে মনে তাপ ঘেনি ॥
শ্রীজগন্নাথঙ্কর মুঁ কি কহিবি শোভা।
জ্যেষ্ঠ ভাই বলদেব মুনিমনলোভা ॥ ২৪০ ॥
শ্রীজগমোহনরে যে আসি বিজে কলে।
বারুমান বাছি আণ বোলি আজ্ঞা দেলে ॥
শ্রীজগন্নাথঙ্কর যে বাজিশাল ঘর।
নানা বর্ণে বারু তহিঁ অছন্তি অপার ॥
শ্বেতমেঘা কল্যাণী যে কালিমেঘা মেলে।
কল্প কাল বারু সিন্ধু পারুয়া নিরোলে ॥

কটুকী টাঙ্গণ তটু অশ্ব যে অপার ।
এতে প্রকাররে অশ্ব ছন্তি খন্দাঘর ॥
যেতে প্রকারে ঘোটক অছন্তি সেঠারে ।
এতে তেতে বোলি করি কিএ কহি পারে ॥ ২৪৫ ॥
বিষ্ণুহু নামে তাঙ্কর অটে বাজিপাল ।
তের খন্দারে পরীক্ষা সেহু মহাবল ॥
যহু আজ্ঞা দেলে বারু যীন দেবা পাই ।
বাছিণ বারু আণিলে তের খন্দারুহিঁ ॥
শ্বেতমেঘা আউ কালিমেঘা বাজী বেনি ।
দুই ভাই বিজয় করিবে বলি চিহ্নি ॥
বিষ্ণুহু বাজিপাল যে বীরপাল মূলে ।
বাজীঙ্কর মহিমা কে কহিব সমূলে ॥
শ্রীজগন্নাথঙ্কু যেহু বহি সামরথে ।
আকাশে উড়ন্তি নন্দিঘোষ যেনি সাথে ॥ ২৫০ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালরে ক্ষণকে ক্ষেপন্তি ।
যেউ বারুমানে তহিঁ কল্প কল্প ছন্তি ॥
বিষ্ণুহু সাহাণি শ্বেতমেঘা বারু ধরি ।
লগাম লগাই ন পারিলা যত্ন করি ॥
সুবর্ণ কলিআরকু উপমা যে কিস ।
সরুবেণী কেশরে যে যত্ন করি বেশ ॥
ধবল বারুকু নীল বরণর বেণী ।
মুকুতা যে থোপি থোপি মধ্যর থঞ্জনি ॥
সুরঙ্গ বাথরকু উপমা দেবা কিস ।
মাণিক্যর পুঞ্জি যে বসিছি চউপাশ ॥ ২৫৫ ॥
সুবর্ণর জরিরে যে পেটি বান্ধি দেই ।
রত্নময় চউজামা উপরে পকাই ॥
সুবর্ণর শিকুলিরে মুকুতা পাএড়া ।
বেনি পাশে মোতির যে ঝুম্পা যোড়া যোড়া ॥
কনকময় ঘাগুড়িমান যে পয়রে ।
রুণুঝুণু বাজই যে চালিবার বেলে ॥

চক্রাকার টাহিয়া যে শির পরে রখি।
দুষ্টমানে ভয় যে করন্তি যাহা দেখি ॥
ব্রহ্মজাতি হীরারে টাহিয়া বড় তোরা।
তথির উপরে বানা উড়ে ফরহরা ॥ ২৬০ ॥
চারি চরণরে দিঅা বাজেণি নূপুর।
যতনে রখিলে ত্রোণ দক্ষিণ ভাগর ॥
যেউ ঠাকু সুন্দর যে দিশি যেউ মতে।
সেঠারে সে মণ্ডণি কহিবি অবা কেতে ॥
কালীমেঘা বারুকু মণ্ডিলে বীরপাল।
মুখরে লগাই দেলে সুনা কলিআর ॥
ধবল কেশরে তার দেলে সরু বেণী।
পদ্মরাগ থোপি তহিঁ মধ্যরে খঞ্জণি ॥
সুবর্ণ জরিরে পেটি তহিঁকি সুন্দর।
বসন্তর চউজামা পকাই তা পর ॥ ২৬৫ ॥
বসন্ত বাখরকু যে মুক্তাজালি মিলি।
রূপা জরিরে দোলই রঙ্গ পাটফুলি ॥
মস্তকরে টাহিয়া যে সুবর্ণ লঙ্গল।
চারি চরণে খঞ্জিলে বাজেণি নূপুর ॥
ত্রোণভার তলবার রখিলেক নেই।
আকাশে উঠিবে কি হাক্বিলে বারু দুই ॥
চরণরে পুঞ্চি পুঞ্চি করই চাতুরী।
আজ্ঞা প্রমাণরে বারু জিণি দেই করি ॥
কল্পবট মুলে বারুমান উভা করি।
বিস্থনিআ বারুপাল অছি বাগ ধরি ॥ ২৭০ ॥

রাউত ছবিরে বেশ হেলে জগন্নাথ।
সে বেশ বর্ণিবাকু কি মো ছার সমর্থ ॥
নবঘনকান্তি কি সে কালিন্দীর জল।
মর্কত নীলমণিরু সে কান্তি উজ্জ্বল ॥

শ্রীমুখ অতি সুন্দর অধর বধুলি।
শ্রবণরে ঝলকই মুক্তা বীরবলী ॥
পীতাম্বর বসনকু সুনা চুট তোরা।
মুকুতা কান্তি ঘনে কি থোপা থোপা তারা ॥
ভোট গস্তা উপরে যে রাগসেনা লাই।
সুবর্ণর সাঞ্জু পেটি ঝিঞ্জিরি পূরোই ॥ ২৭৫ ॥
কচটি বাহটি মহাবাহে মহাতোরা।
সুবর্ণর হতারে মাণিক্য বসা হীরা ॥
শ্রীভুজরে আভরণ কলে হতাবেনি।
অঙ্গুষ্ঠিরে খঞ্জনি যে নানা রত্নে মণি ॥
নানা রতন মুদ্রিকা প্রতি অঙ্গুষ্ঠির।
হেমরত্নময় মাথে কিরটি টোপর ॥
মুকুতার জালি ঝলকই চউপাশ।
কালিআ রাউতর আহুরি যেতে বেশ ॥
সুবর্ণর রঙ্গ জরি ধীরে তহিঁ বান্ধি।
দুই যমদাড় সঙ্গে তিনি বাঙ্ক ছন্দি ॥ ২৮০ ॥
যমদাড়মানঙ্কু উপমা দেবি কিস।
সুনামুঠি হীরারে যে জড়িত বিশেষ ॥
বাঙ্কুর মুষ্টি-বেণ্টরে মাণিক্য যে ঝলি।
সুরঙ্গ মিহানঙ্কু কণয় বোথি করি ॥
বেনি পাশ কোমররে শোহে তলবার।
মুঠিঙ্কর জ্যোতি যে নিন্দই দিনকর ॥
খণ্ডারে যে ঢালরে সুবর্ণ মুদিয়ার।
হীরা চারিফুলি পদক যে তারাকার ॥
কালিআ দর্শন কি নির্মল দিব্য জ্যোতি।
ডাহাণ বন্ধি বাম পারুশে রখিছন্তি ॥ ২৮৫ ॥
চন্দনর তিলক কপোলে করি বেশ।
কস্তুরীর রেখকু কাস্থুলি কর্ণ নিশ ॥
কালিআ রাউতর যে এহি ভাবে ছবি।
বড় রাউতর ছবি কেতে যে কহিবি ॥

নীলবরনকু শোহে তার জরি বুট ।
ধবল অঙ্গকু সেহ দিশে ঝট ঝট ॥
নীলবর্ণ ভোট গন্তা তথি পরে লাই ।
রাগসেনা সাহুহতা টোপর পুরাই ॥
চউপাশকু লম্বই হেমরত্নজালি ।
শ্রবণে ঝটকই মাণিক্য বীরবলী ॥ ২৯০ ॥
যমদাড় বাঙ্ক ছুরি আউ তলবারি ।
কি ভঙ্গিরে কহিবই বান্ধিবা চাতুরী ॥
দিব্য গণ্ডা ঢালরে হেমর চম্পাফুল ।
দর্পণ-জ্যোতিরে সবু দিশে ঝলমল ॥
সে ঢালকু আভরণ বামপাশে রহি ।
বলিআর রাউত সে কেতে ছবি হোই ॥
কি কহিবি তাহাঙ্কর অণ্টার মেখলা ।
ঝটঝট বিরাজন্তি হেম হীরা নীলা ॥
কস্তুরীর তিলক যে বিরাজই মাথে ।
কচটি বাহুটি তা বরছি অছি হাতে ॥ ২৯৫ ॥
বৃদ্ধঅঙ্গুষ্ঠিরে অছি অপূর্ব্ব কযণি ।
ধনুশর বামভুজে ক্ষত্রি-শিরোমণি ॥
জগন্নাথ বলভদ্র রাউত মূরতি ।
গুপতরে বিজে কলে কেহি ন জাণন্তি ॥
কলামেঘ বারু পরে বিজে বলরাম ।
সে অশ্বকু অসোবার হোই অনুপাম ॥
শ্বেতমেঘ বারু পরে বিজে জগন্নাথ ।
সে ঘোড়াকু অনুপম রাউত সমর্থ ॥
রাউতে বসন্তে বারু লাঙ্গ ঊর্দ্ধে তোলি ।
দশদিশকু সে ঘোড়া আড়চিরা মারি ॥ ৩০০ ॥
বামকরে বাগ তার ধরি যত্ন করি ।
মুখ টেকি ঘোটক যে অতি যত্নে ফেরি ॥
শ্রীপয়রে মাহন্ত ঘাগুড়ি থঞ্চি দেই ।
বিচিত্র সুবর্ণপরি লতা-কম হোই ॥

নীলকন্দরু রাউতে হোইলে বাহার।
বিস্থনি বীরপাল দুই চেরদার॥
দুহিঙ্কর বরছি যে দুহেঁ ছন্তি ধরি।
ঘোড়াঘোড় বনাউত কান্ধে ঘেনি করি॥
বারুকর দুঁহে যে চামর ঘেনি হস্তে।
দেখি করি গহণে ধামন্তি তোষচিত্তে॥ ৩০৫॥
কাঞ্চীকাবেরীকি যে আপণে কটকাই।
জগন্নাথ বলভদ্র রাউত বেনি ভাই॥
অত্যন্তরে সুশোভা দিশিলা দশদিশ।
হাম্বিলে যে ক্ষেপি যিবে ধরিত্রী আকাশ॥
ভকতবৎসল নাথ ভক্তজন পাই।
আপণে বিজয় কলে অসোআরি হোই॥
জাণি দেবতায়ে গোড়াইলে অপ্রমেয়।
ন জাণন্তি গরুড়াদি কেহি যে বিজয়॥
বারুঙ্কর চাতুরিরে চালি আড়চিরা।
মাণিক্যর জাজ্জল্য পতাকা ফরহরা॥ ৩১০॥
কোটিএ মদনকু যে গঞ্জই শ্রীমুখ।
ত্রুলিণ গণ্ডে কস্তুরি সুরি পরি রেখ॥
কেতেবেলে চলান্তি ধুআন্তি কেতে বেলে।
ডাহাণকরে বরছি বাগ বামকরে॥
সুবর্ণ কাউরিরে সুবাস জল ভরি।
সুলতানি বনাউত মুনা যত্ন করি॥
চামর পঙ্খা কান্ধে পকাই অক্রূর।
পাহাড়া ধরি ধামই বড় রাউতর॥
উদ্ধব যে সেহিরূপে পঙ্খা ঝরি ধরি।
কালিয়া রাউতর বারুকু অনুসরি॥ ৩১৫॥
পয়র পাহাড়ারে ডাহাণ কর দেই।
ধামন্তি যে আনন্দরে শ্রীমুখকু চাহিঁ॥
বিস্থনি বীরপাল যে দুহেঁ চেরদার।
খটণির সামন্ত যে উদ্ধব অক্রূর॥

কালিআ রাউতকু করিছি মনে আশ।
ঘাসিয়া হোই খটিছি পুরুষোত্তমদাস ॥
খুগি কোচড়া দউড়ি মেখ যে মুগর।
দাআ দানা চাঙ্গুড়ি বাহাঙ্গি সিকাভার ॥
কান্ধে ভার করি মুহিঁ ধাইছি গহনে।
পরিমুণ্ডা যাই না রাউত প্রভুপণে ॥ ৩২০ ॥
বরতন গণ্ডাক যে জাচি দেউথান্তি।
যে যেতেক ভলি অবা চাকরি করন্তি ॥
উদাররে সেবা করি ন মাগিলে কিছি।
ভার বহি দিঅন্তি এমন্ত গুণ অছি ॥
তেণ আউ সামন্তকু নাহিঁ মোর আশ।
কালিয়া রাউতর বারুকু খটে ঘাস ॥
তেণু করি মুহিঁ গহণরে রহি থাই।
পুরুষোত্তম মন ধ্যাইছি ঘাসী হোই ॥ *** ॥

৪

দুইজণ রাউতর পারুজন সঙ্গে।
দুই রাউত বারু চলান্তি নানা রঙ্গে ॥ ৩২৫ ॥
কাঞ্চীকাবেরী কর্ণাট দেশে কটকাই।
উৎকলবর-কেশরী যেউ নরসাই ॥
শ্রীনীলকন্দরু যে বিজয় করি গলে।
পূর্ব্বদিগরে যে সূর্য্য প্রকাশ হোইলে ॥
পাহিলাক রজনী যে দিশিলা জগত।
সিন্ধুর মুহাণ পরি হোইণ রাউত ॥
দাণ্ড পরিমল যে সমুদ্র পন্তা বালি।
মুহাণর দূরঠারু চারিকোশ চালি ॥
হাঁকিলে সে অশ্ব ক্ষণে বুলিবে ব্রহ্মাণ্ড।
শরধারে লীলা করি বিজে বালি দাণ্ড ॥ ৩৩০ ॥
এথু অন্তে সুজনে হে লয় করিবটি।
আদিপুর বোলিণ নিকটে নাম গোটি ॥

বড় গ্রাম নোহে সে অল্প ডিহ ঢাল।
অছন্তি তহিঁ ঘর পাঞ্চ সাত গোপাল॥
এতেক গোপাল জাতি নিজ অর্থ বোলি।
গাঈ মইষি সবুরি ছন্তি পলি পলি॥
চিলিকা সিন্ধু পস্তার স্থক্ষ্ম ঘাস পাণি।
বিহরন্তি আনন্দে সে বোলগা ন জাণি॥
সবু ঘরে ত্নধ দধি লবনী যে থাই।
অধাম গোটিকা সর যে যাহা লোড়ই॥ ৩৩৫॥
কাঞ্চীকর্ণাটকু সে অটই বড় দাণ্ড।
দাণ্ডরে গোপালুণী বিকন্তি দধিভাণ্ড॥
দুই চারি পাঞ্চ সাত গোপালুণী হোই।
বালি দাণ্ডে বিকিবাকু পসরা যে থোই॥
বৃষ বেহেরা নামরে একই গোপাল।
মাণিক্য বোলিণ এক নন্দিনী তাহার॥
স্থন্দরী স্থকুমারী যে স্থলক্ষণী যেতে।
তহিঁ মধ্যে প্রধান সে যে নগ্রে যুগতে॥
চন্দ্র বেহেরার অটে সেহি পত্নী গোটি।
সেহি গ্রামর ঝিঅ সে সেহি গ্রামে খটি॥ ৩৪০॥
পূর্ব্ব বাসনাকু তার বালকালু জ্ঞান।
ত্তিরী হোই তাহার বিশ্বাস থাই মন॥
প্রতিদিন পসরা রখই দাণ্ডে আণি।
বড়দেউল ধ্বজকু যোড়ি বেনি পাণি॥
দধি দুধ সর আণিথাই যেতে যেতে।
মানসিকে আগ তা দিঅই শুদ্ধচিত্তে॥
পছে পুণি বিকই সে পথিকি জনকু।
এহি ভাবে তাহার যে দিনকু দিনকু॥
অন্তর্য্যামী জগন্নাথ তা জাণি সকল।
সেহি দিন হোইঅছি ঘড়ি পাঞ্চ বেল॥ ৩৪৫॥
মন্থন করি দধি পসরা সাজ করি।
ছেনা গোটিকা লবণী ঘৃত তহিঁ ভরি॥

পাঅ৷ মাণিক্য ছটাঙ্কি তোড়পা সহিতে।
বিকা কিণা পাই লোড়া হুঅই যে যেতে॥
দধিভাণ্ড মুণ্ডিআই গোবিন্দ স্থমরি।
একা আগে বাহার বিকিবি আগ করি॥
তরপর হোই পদ পকাস্তে আগর।
স্ফুরই যে বামজান্থ বামনেত্র তার॥
শঙ্খচিল উড়ে আগে পাদে ধরি মাছ।
বেনি পাশে সেহি পুনি উড়ই প্রত্যক্ষ॥ ৩৫০॥
বামরে শ্বেত নেউল দেখিলাক পথে।
শৃগাল পলাউছি ডাহাণু বাম হতে॥
মাণিকির দিশই যে স্থলক্ষণ কায়।
দিনকু দিন তার মুরতি তেজোময়॥
একেত যৌবনকাল বয়স অলপ।
দহিলা কাঞ্চন পরা দিশে তার রূপ॥
বর্ত্তুল মস্তক কি সে হেমনটিকাল।
সিন্দুরবিন্দু ললাটে নয়নে কজ্জল॥
স্থদিব্য করিণ খোসা খসিছি স্থন্দরী।
কপোলে স্থন্দর চিতা মুনি-মনোহারী॥ ৩৫৫॥
কুরঙ্গী-নয়নরে তা অঞ্জন রঞ্জিছি।
বধুক কুস্থম প্রায়ে বদন শোহছি॥
তিলফুল নাসারে বসনি চন্দ্রগুণা।
শুক শুক্র প্রায়ে কর্ণে তাটঙ্ক প্রবীণা॥
কর্ণে মল্লিকঢ়ী তার শোহে দিব্য ফুল।
এককু আরেকু জিনি সমস্তে অমূল॥
কণ্ঠরে যে কণ্ঠিমালি চিনা অছি জড়ি।
কনকখচিত শোভা দিশে হস্তে চুড়ি॥
বাহে তাড় বিদ তহিঁ তলে পাটফুলি।
পঞ্চাঙ্গুলিরে মুদ্রিকামান দিশে ঝলি॥ ৩৬০॥
কলামেঘী ঝিন শাঢ়ী পহরণ করি।
বামকন্ধে পণস্ত যে হাটোইক পরি॥

জান্থু উলট রম্ভা কি কনকর কান্তি ।
বামচরণরে বলা পটিএ শোহন্তি ॥
পয়রে অলতা প্রপদরে তা ঝুণ্টিআ ।
পাদ চলাইবা ভঙ্গি মন-উল্লসিয়া ॥
মোহে হংসগতি কটি ডমরু আকার ।
সরু ঘরু তহিঁ অটে তার কুচভার ॥
ডালিম্ব কি দন্তপন্তি মৃদু মৃদু হাস ।
অস্তির কোকিল প্রায়ে বচন সরস ॥ ৩৬৫ ॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী সে যে শোভে রাধা অংশ ।
পসরা ঘেনিণ দাণ্ড নিকটে প্রবেশ ॥
শ্রীনীলকন্দরু বেনি ভাই বারুপরে ।
মাণিকী গোপালুণী চাহিঁলা খণ্ড দূরে ॥
দেখিলা সে কলা ধলা দিব্যমূর্ত্তি বেনি ।
ধাইলা সত্বরে দধি পসরাকু ঘেনি ॥
বিচারই সুফলে পাহিলা আজ নিশি ।
লক্ষীবন্ত গ্রাহক যে মিলিলেক আসি ॥
পরুথা পড়িলে বিকা বহন সরিব ।
গৃহকু মু বেগে যিবি লাভ বড় হেব ॥ ৩৭০ ॥
বিচারি সে মাণিকী চালই বেগ হোই ।
বেনি রাউতঙ্ক দয়া হেলা তার তহিঁ ॥

বোইলে সে মাণিকিকু দরশন দেবা ।
অনেক দিনরু এহু করিঅছি সেবা ॥
এ মাণিকী পসরারু দধি যিবা খাই ।
রাজা জাণিম যে আগে বিজে বেনি ভাই ॥
এমন্ত ভালু ভালু মাণিকী হেলা পাশ ।
দেখি করি রখিলে ঘোটক পীতবাস ॥
মুণ্ডরু দধিপসরা ওহ্লাইলা বালী ।
ওঢ়ণা দেলা যে মুণ্ডে বেগে ঝট করি ॥ ৩৭৫ ॥

মুখরে বসন দেই দরহাস্ত করি।
রাউতঙ্ক মুখকু যে চাহিঁলা সুন্দরী ॥
রূপ দেখি মোহিত হোইলে বেনি ভাই।
প্রশংসা করন্তি ধন্য ধন্য অটু তুহি ॥
সুন্দরী সুলক্ষণী তো সুলক্ষণ গুণ।
দেখিলে জাগন্ত যোগী হেবে রণভগ ॥
নিরেখি তার রূপকু অনাই নয়নে।
দ্বাপর যুগ রাধা পড়িলা আসি মনে ॥
মথুরারে দধি বিকা কুঞ্জবন কেলি।
সেহি লীলা মনরে মাণিকী দেখি করি ॥ ৩৮০ ॥
দুই রাউতঙ্কর হরিলা চিত্তমান।
ধন্য লো মাণিকী তোর অছি কেতে পুণ্য ॥
জগন্নাথে দেখি যাকু তোষ কলে মন।
দ্বাপর রাধিকা এ মাণিকী রূপে জন্ম ॥
সে মাণিকী গোআলুণী চরণের তলে।
পুরুষোত্তমদাস শরণ সদাকালে ॥ *** ॥

৫

ব্রহ্মা শিব যাহাকু ধ্যানরে ন পাবন্তি।
কিণা বিকা সউদা তা সঙ্গতে করন্তি ॥
রাউতঙ্কু দেখিণ মাণিকী চিত্ত মোহি।
পিছড়া ন চলই স্থগিত হোই রহি ॥ ৩৮৫ ॥
নবীন কিশোর সে যে নবীন মুরতি।
কলা ধলা দুই ভাইঙ্কর দিব্যজ্যোতি ॥
বিচারই মাণিকী এ বড় সুকুমার।
এড়ে যুবাকালে এ বিদেশ আসিবার ॥
অনেক রাউত যে দেখিছি লসকর।
এমন্ত ঘোড়া মুঁ দেখি নাহিঁ নয়নর ॥
কলা ধলা রাউতঙ্কু ঘোড়া কলা ধলা।
গোরাকু তোরা কলা কলাকু তোরাধলা ॥

নবরত্ন অলঙ্কার সুন্দর শরীর ।
মহাযোদ্ধা রাউত এ সমর্থ সবার ॥ ৩৯০ ॥
যুদ্ধ করিবাকু এহ যাউছন্তি কাহিঁ ।
অনেক যে শস্ত্র অছি কলনা ন যাই ॥
বড়লোকর পুত্র এ দুহেঁ যুবাকালে ।
মন মো রহিলা লাগি চাহিঁবা মাত্ররে ॥
রাউত মাহন্ত হেউ কি অবা পদাতি ।
যুবাকালে থয় নোহে মদন সম্পত্তি ॥
বহুত পাকই সেহি মদন-বিকারু ।
সতে কি দধি নেই খাইবে মোহ ঠারু ॥
দেখিবি মু আগ এথি নয়ন পূরোই ।
কিছি ন দেই পছে মাগণা যান্ত খাই ॥ ৩৯৫ ॥
ন সহি ন সহি পুণি কহিলা মাণিকী ।
এহিঠারে নিকট যে হোইব পাণিকি ॥
বেল হেলানি উছর তুম্ভে সুকুমার ।
দধি দুধ ছেনা নেই মূণোহি যে কর ॥
মৃদু মৃদু হসিণ যে বোলই বচন ।
ছইলা করিণ কহে ঘোড়াই বদন ॥
অণ্ডির কোকিল প্রায়ে শুভে কণ্ঠস্বর ।
শ্রবণে শুণিণ তোষ হেলে চক্রধর ॥
নাগরঙ্ক গুরু কলা রাউত গোসাইঁ ।
পঙ্কজ নয়নে চাহিঁ হসহস হোই ॥ ৪০০ ॥
সধীরে শুভই কি গম্ভীর মেঘনাদ ।
কি অবা দেউলরে কহিবা যে শবদ ॥
সেহি ভাবে শ্রীমুখরু বচন প্রকাশ ।
সম্ভাষন্তি মাণিকীরে করি পরিহাস ॥
বোলন্তি আম্ভঙ্কু রখুঅছু দেবা পাই ।
মাগিলে নিশ্চয় তুম্ভে দেব টিকি দহি ॥
রসিকা পাইলা পরিহাসর উত্তর ।
বারু পরু ওহ্লাইলে নাহিঁ চক্রধর ॥

মাণিকী বোইলা দেব ঘোড়াকু উত্তর।
দহি দুধ ছেনা খাঅ যে ইচ্ছা তুম্ভর ॥ ৪০৫ ॥
কালিয়া রাউত শুনি বোলন্তি উত্তর।
রাত্রহুঁ মাজণা আগো বঢ়িছি আন্তর ॥
যিবাকু আকট তেণে রহিবা কিপাই।
ওহ্লাইলে বিলম্ব গো নোহিব কি কহি ॥
দধি দুধ তুম্ভর গো সারদ্রব্য যেতে।
ঘোড়া উপরে মুণোহি করিবুঁ যুগতে ॥
কহ আগো গোপালুণী নাম তুম্ভ কিস।
কেউ গ্রাম ঝিঅ তুম্ভ বিভা কেউ দেশ ॥
শাশুঘরে খটিঅছ কি না বাপঘরে।
কেতে দিহ্ন দধি আণি বিকিল দাণ্ডরে ॥ ৪১০ ॥
তরক যে বিকা কিণা জাণ টিকি ছন্দ।
দেখিণ পারন্তি টিকি শাশু যে নণন্দ ॥
অলপ করিণ তুম্ভে ঘরঠারু আণি।
বহুত হেবা পাই পূরাঅ টিকি পাণি ॥
হস হস হোইণ যে বোলই মাণিকী।
আন্তর ত জীবিকা সে তাহা ন জাণ কি ॥
বৃষ বেহেরার ঝিঅ চন্দ্র মোর পতি।
এহি বাটে দুধ দহি বিকু থাই নিতি ॥ ৪১৫ ॥
ছন্দবন্ধ কথা যাহা কহিল গোসাই।
ছন্দ ন শিখিলে দাণ্ডে অযোগ্য বোলাই ॥
মোতে এতে কথা তুম্ভে পচারিল ভলা।
তুম্ভ নাম গ্রাম কিছি জাণি ত নোহিলা ॥
জনম কেউ রাজ্যরে নাম তুম্ভ কিস।
কেউ রাজ্য রাজা তুম্ভে কাহিঁকি প্রবাস ॥
একা মাআকর তুম্ভে পুত্র হুহ পরা।
বড়ভাই পরায়েত দিশুছন্তি গোরা ॥
তুম্ভে ত কালিআ নাসা কোড়ি থিলে মায়ে।
অপার পচারিলি কোপকু বড় ভয়ে ॥ ৪২০ ॥

এবে কেউ যাত্র বিজে হোইবে এণিকি ।
কহি সারি তুনি হোই রহিলা মাণিকী ॥
দুই বারু যাক উভা হোইছন্তি তহিঁ ।
কালিআ রাউত কহে হসহস হোই ॥
তোহ কথা কহিথিলু আম্ভর ছামুরে ।
আম্ভে কিপাঁ ন কহিবুঁ পীরতিপণরে ॥
যদুবংশে রাজপণ অটই আম্ভর ।
জনম যে হোইথিলুঁ মথুরা নগর ॥
আম্ভ রাজ্য জিণি করি মামু নেউথিলা ।
আম্ভর পারিলা পুহু মামু রণে মলা ॥ ৪২৫ ॥
যদুবংশে জাত পিতা নাম বসুদেব ।
দেবকী আম্ভর মাতা শুণ সত্য ভাব ॥
বলভদ্র যাঙ্ক নাম এ আম্ভর ভ্রাতা ।
রোহিণী বোলিণ ছন্তি এহাঙ্কর মাতা ॥
জগন্নাথ রাউত অটই আম্ভ নাম ।
আম্ভ নাম গোটি তোতে কহিলুঁ উত্তম ॥
মামু কংস থিবা যাকে গোপপুরে থিলুঁ ।
যশোদা মাতাঙ্কু বহু আবদোলি কলুঁ ॥
আম্ভর জীবিকামান অভ্যাসিলুঁ তহিঁ ।
আঙ্গুলিরে বেণ্ডি দেখ গাঈ দুহিঁ দুহিঁ ॥ ৪৩০ ॥
সবু কথা শিখিলি গাইঙ্ক পছে বুলি ।
এবে লোকে বোলন্তি গোপাল জাতি বোলি ॥
ক্ষত্রিপণ করি আম্ভে জিণিলুঁ সকল ।
আম্ভর সবু জগত যাক অটে ঘর ॥
এবে থান যহিঁ গো দেখিলুঁ নীলগিরি ।
তহিঁ রহিঅছুঁ আম্ভে নিজ গৃহ করি ॥
অনেক চাকর আম্ভ পাশে থান্তি সেবি ।
বরতন খাআন্তি সে যে যেমন্ত ভাবি ॥
আম্ভর লোক থোকে আম্ভঙ্কু ন চিহ্নন্তি ।
এক থানে কেভে থয় নোহে আম্ভ মতি ॥ ৪৩৫ ॥

চউদ গড় আন্তর প্রজা রাজভূই ।
এথে যে গর্ব্ব করই তাকু মারু যাই ॥
আস্ত সঙ্গে যুঝিবাকু ক্ষত্রিয়ে ন পারি ।
রাউত-ঘর-পুত্র যে জাতি অসবারি ॥
এবে বিজে করিঅছু কর্ণাট দেশকু ।
চঢ়াউ করিবু কাঞ্চীনবর-রাজাকু ॥
কলবরকেশরী সে রাজ্য-রাজা নাম ।
তাহার সঙ্গরে যাই করিবু সংগ্রাম ॥
সৈন্যবল পছে আসুঅছন্তি অপার ।
আস্তে দুই ভাই যাউঅছু আগুসার ॥ ৪৪০ ॥
বিলম্ব হেউছি এবে এঠাবরে রহি ।
দেখি দেখি মাণিকি গো দিঅ দুধ দহি ॥
শুনি করি মাণিকী যে কুতকুত হেলা ।
কাহিঁরে দেবি বোলি সে পসরা ধইলা ॥
কালিআ রাউতর মাণিকে পরিহাস্য ।
পাশে থাই ন জাণিলে রোহিণীর শিষ্য ॥
মাণিকী বোলে প্রভু মুণোহি কেউ ঠাই ।
কাহাকু দেবি মু যে দুহিঙ্কি মুখ চাহিঁ ॥
বড় রাউতে বোইলে কাহিঁকি তু ভালু ।
যহিঁরে তু দেবু আস্তে তহিঁ খাই পারু ॥ ৪৪৫ ॥
সিপাহিলোক যে আস্তে রুটি-পাণি খাউ ।
রুটি-পাণি খাই আস্তে সদা যুঝুথাউ ॥
শউচ অশউচ যে সবু আস্তে তহিঁ ।
যেউ স্থানে যাহা দেখু তাহা যাউ খাই ॥
বিচার ন করি আগো বঢ়াই তু দিঅ ।
মাণিকী বোইলা মু কাহাকু দেবি কহ ॥
বড় রাউত বোইলে পছে আস্ত পাই ।
আগ কালিআ রাউত পাস্ত আস্ত ভাই ॥
জগন্নাথ বোইলে যে বড় ভাই থিবে ।
সান হোই আস্তে যে পাইবু কেউ ভাবে ॥ ৪৫০ ॥

সে বোলন্তি পাঅ তুম্ভে এ বোলন্তি নাহিঁ ।
তুম্ভে আগ পাঅ আম্ভে পাউ সিনা যাই ॥
ডাহাণ পাখে মাণিকী দহি ঘেনি উভা ।
কোটিয়ে রম্ভাকু বলি তেতেবেলে শোভা ॥
পাহাড়ি উপরু বামচরণ যে কাঢ়ি ।
আসনপরে বাকুর যত্নে ছন্তি ভিড়ি ॥
দক্ষিণ পাদমান যে পাহাড়ারে অছি ।
ডাহাণ কররে সে যে ধইলে বরছি ॥
বাগ ধরি অছন্তি যে বাগরে লগাই ।
গম্ভা হতা করিণ যতনে টেকি দেই ॥ ৪৫৫ ॥
কলা রাউত পাখে পসরা ঘেনি থিলা ।
তুম্ভে আগ পাঅ বোলি বঢ়াইণ দেলা ॥
জ্যেষ্ঠ ভাইর বচন মেণ্টি ন পারিলে ।
মাণিকী হস্তকু দেব শ্রীহস্ত পাতিলে ॥
আনন্দভরে মাণিকী বঢ়াই দেউছি ।
দহি দুধ ছেনা যে গোটিকা দ্রব্য অছি ॥
মুণোহি করু অছন্তি কালিআ রাউত ।
গোরা রাউতঙ্ক আগে রখাই বহুত ॥
গোটিকা সর লবণি যে যহিঁরে বিকা ।
পাআ ঘড়ি গোটিএ যে পলম আটিকা ॥ ৪৬০ ॥
মাণিকী যে প্রেমভরে শ্রীমুখকু চাহিঁ ।
মন জ্ঞান ধ্যান তা কিছিহিঁ লগা নাহিঁ ॥
শ্বেতঘোড়া পাখে যে পসরা ঘেনি থিলা ।
ভাবে পুলকিলা তনু সহি ন পারিলা ॥
বঢ়াই দেলা দধিরু অধেক পড়িলা ।
দক্ষিণ পাদ তাঙ্কর সেহ আক্রোশিলা ॥
পাই আলিঙ্গন কলা হৃদয়ে লগাই ।
কুচকুম্ভ ভিড়িলা তা লজ্জা দূরে থোই ॥
কোমল পদ্মপয়র মকরন্দ শোভা ।
সে পাদ ধরি মাণিকী মনে হেলা লোভা ॥ ৪৬৫ ॥

কামভক্তি ভাবে সে ধরন্তে পদ্মপাদ।
অন্তর্য্যামী নাথ্ যে জাণিলে তার হৃদ ॥
তাহার মদনবাঞ্ছা পূরাইবা পাই।
সেহি পয়রে তাহাকু পুংসভাব দেই ॥
হাস্তরস ভাব তহিঁ পুলক চুম্বন।
সেহি পাদে মাণিকীর তোষ হেলা মন ॥
নিরেখি শ্রীমুখকু অনাই কেতে বেলে।
চিত্ত ব্রবাইলা সে আনন্দরসজলে ॥
ধন্য ধন্য মাণিকী সেহি তপ করিণ।
আলিঙ্গন কলা জগন্নাথঙ্ক চরণ ॥ ৪৭০ ॥
মুনিমানে চিন্তন্তি যা কল্প কল্প করি।
সে চরণ ন পাবন্তি মন জ্ঞানে ধরি ॥
অনেক জন্ম তপরু তহিঁ দেলা মন।
মাণিকী সে পদ ধরি কলা আলিঙ্গন ॥
ভাবগ্রাহী নাথ সে ভাবরে বশ হোই।
পুরিলা রাউত পেট ভাব-দহি পিই ॥
তেণু করি সে মাণিকী গোপালুণী পাদে।
পুরুষোত্তম শরণ পশে অপ্রমাদে ॥ *** ॥

৬

এথু অনন্তরে যে রাউত জগন্নাথ।
বড় রাউত আড়কু ঠারি দেলে হাথ ॥ ৪৭৫ ॥
বোইলে শ্রীমুখে হসি পেট পুরিলানি।
বড় রাউতঙ্কু নেই দিঅ গো কামিনী ॥
অভাবে কেহি অণ্টাই মোতে ন পারন্তি।
ভাব করি দেলে হেউ অলপকে শান্তি ॥
এবে দধি নেই দিঅ বড়ঠাকুরঙ্কু।
বহুত সন্তোষ গো করাইল আস্তঙ্কু ॥
শুণিণ মাণিকী অতি আনন্দ হোইলা।
যেতেক দধি দুধ তা পসরারে থিলা ॥

বড় রাউতঙ্কু ঢালি দেলাক সকল।
মাণিকী দিঅন্তে যে ভুঞ্জন্তি কামপাল ॥ ৪৮০ ॥
আউ যেতে কাম তা মনরে থিলা রখি।
বাঞ্ছা পূর্ণ হেলা সে মুখারবিন্দ দেখি ॥
দধি দুধ ছেনা যে লবণি ঘৃত মূলে।
বড় রাউত মুণোহি কলে বারু পরে ॥
শ্রীমুখারবিন্দমান আচমন করি।
নিসরে হাত দেইণ মোড়ন্তি সামলি ॥
মাণিকী মুখ চাহিঁ এউড়ি মারি বেগে।
কর্পূর বিড়িয়া যে যোগণ সেহি লাগে ॥
বিসন্থু বীরপাল যে উদ্ধব অক্রূর।
দুই খটণি সামন্ত দুহ চেরদার ॥ ৪৮৫ ॥
যেতে দধি বঞ্চিলা এমানে তাহা খাই।
পুরুষোত্তমদাস খাইলা হাণ্ডি ধোই ॥ *** ॥

৭

এথি উত্তারে রাউতে দধি ভুঞ্জি সারি।
লেউটিণ বারু পরে হেলে আসবারি ॥
মাণিকী যে গোড়াইলা পাসরিণ সব।
রাউত সঙ্গে যিবাকু মনে কলা ভাব ॥
কি হেব বরে ঘরে কি করিবি যে যাই।
এহি বেনি রাউতঙ্ক সঙ্গে থিবি রহি ॥
মাণিকীর চিত্ত হেলা যিবি মু গহণে।
অন্তর্যামী জগন্নাথ জাণিলে আপণে ॥ ৪৯০ ॥
মায়ারে মোহিলে পুণি মাণিকীর মন।
কউড়ি ন দেই এথি করন্তি গমন ॥
মাণিকী বোলই শুণ রাউত গোসাই।
পসরা যাক সারি মো কউড়ি ন দেই ॥
দধি দুধ কউড়ি মো বেগ করি দিঅ
নোহিলে কথাএ কর মোতে সঙ্গে নিঅ ॥

শ্রীমুখরে আজ্ঞা দেলে খরচ ত নাহিঁ ।
পছে আসুছন্তি যে অইলুঁ আগ হোই ॥
তু ত হাটুআণী লোক কেতে বেল থিবু ।
আন্তঙ্কু আকট তেণে পথ বহি যিবুঁ ॥ ৪৯৫ ॥
আন্ত সঙ্গে সঙ্গে কিপা যিবু হাটুআণী ।
সিপাহি যে আম্ভে আন্ত চাকরী ভ্রমণি ॥
মাণিকী বোইলা যেবে কউড়ি ন দেব ।
সঙ্গে নিঅ বোইলে ত সঙ্গতে ন নেব ॥
কেবণ করিবি ঘরে যিবি কিস পাই ।
নেবাকু ত নাহি কল কউড়ি ন দেই ॥
তুম্ভে বড়লোক যে রাউত অসুআরি ।
দধি খাই কউড়ি ন দিঅ কি বিচারি ॥
কালিআ রাউত বোলে শুণ গো মাণিকী ॥
খাইলে দিঅন্তি বোলি আম্ভে তা জাণুকি ॥ ৫০০ ॥
খাইলে দিঅন্তি বোলি জাণিথান্ত যেবে ।
কউড়ি ন থোই কিপা খাইথান্ত তেবে ॥
কি করিবা এবে গো লাগিলা বড় ধন্দা ।
যাহা কহিবু তু তাহা থোইযিবুঁ বন্ধা ॥
কোটিএ লক্ষ্মী যাহার শ্রীচরণে বন্দে ।
কউতুক কথা পাই কহে নানা ছন্দে ॥
শুণি করি মাণিকী যে শ্রবণকু ছুই ।
জিহ্বা কামুড়িণ পুণ চুচুকার দেই ॥
বোইলা যে মোহ ছার নীচ গউণুণী ।
তুম্ভঠারু বন্ধাকু ভাজন হেরি পুণি ॥ ৫০৫ ॥
যাউ পছে কউড়ি এমন্ত আজ্ঞা নোহ ।
নোহিলে মু সঙ্গে যিবি মোতে আজ্ঞা হেউ ॥
মাণিকীঠারু শুণিলে যহুঁ এ বচন ।
মায়ারে মোহি তাহার হরিলে বিজ্ঞান ॥
মাণিকী বোইলা মনে কি পাঞ্ছু আণি ।
কউড়ি ন দেই তুম্ভ কেমন্ত খাআণি ॥

ভুআসুনী মুহিঁ যে ঘরকু মোর যিবি ।
কিএ দেব কউড়ি মু কেমন্তে পাইবি ॥
বড় রাউতে বোইলে কিপাঁ হেউ ক্রোধী ।
আম্ভ আঙ্গুঠিরু তুহি বন্ধা রথ মুদি ॥ ৫১০ ॥
পছে আস্থছন্তি যে রাউত লোকবাক ।
তাঙ্কঠারে অছি কোঠ-খরচ অনেক ॥
মুদি বন্ধা থাউ এ সন্তক দেখাইব ।
রাউতঠারু তুম্ভ কউড়ি যাক নেব ॥
মাণিকী শুণি করি কহিলা সনমত ।
দেলেহেঁ দিঅ বোলিণ প্রসারিলা হস্ত ॥
খালি দধিপসরাকু মুণ্ডিআই শির ।
ছিড়া হোই রহিঅছি প্রভুঙ্ক ছামুর ॥
দক্ষিণহস্ত অঙ্গুলি ধরি বামকরে ।
বড় রাউত যে মুদি কাঢ়ন্তি সত্বরে ॥ ৫১৫ ॥
অনামিকা অঙ্গুষ্ঠিরু মুদ্রিকাটি কাঢ়ি ।
সে মুদিরে অষ্ট রত্ন যাক অছি জড়ি ॥
শ্রীবৎস নাগরী বসিঅছি তা উপরে ।
পদ্মজাতি হীরা হেম মণ্ডল আকারে ॥
নিঅ বোলি সেহি মুদি দেলেক বঢ়াই ।
হস্ত প্রসারি মাণিকী তাহা ধরি নেই ॥
আজ্ঞা দেলে এহি মুদি রাউতকু দেবু ।
দহি খাই দুই ভাই গলে তু কহিবু ॥
মুদি হস্তে ধরি করি চাহান্তে মাণিকী ।
কোরড়া মারিণ সে বারুকু দেলে হাঙ্কি ॥ ৫২০ ॥
দেখু দেখু অদৃশ্য যে হেলে ভাই বেনি ।
মাণিকী বাটে রহিলা হস্ত মুদি ঘেনি ॥
সে মুদিকি চাহিঁণ মাণিকী চিত্ত বন্দি ।
অন্তর্ধান হেলে প্রভু সে মায়ারে ছন্দি ॥
রাজা জাণিবাকু সে মুদিকি দেই গলে ।
মাণিকী মনোকামনা পূরণ করিলে ॥

রখিলে সে মাণিকীর যশ কীর্ত্তিমান।
দধি বিকা সেবারে সে রহি বহুদিন ॥
সে বেনি রাউত আউ মাণিকির পাদে।
পুরুষোত্তম শরণ পশে অপ্রমাদে ॥ ৫২৫ ॥ *** ॥

৮

এথু অনন্তরে যে শুণিমা দিব্যরীতি।
বাহারিলে এণে যে ওড়িশা-নরপতি ॥
কাঞ্চীকাবেরী নামর কর্ণাট দেশকু।
সাজন্তি যে লসকর বাহ করিবাকু ॥
যোগ লগ্ন পাঞ্জি খোজি জউতিষ রাএ।
বিষ্টি বইধৃতি আদি বিতিপাত হোএ ॥
আজ চঢ়াউ যে ন যোগাইলা কেবেহেঁ।
এমন্ত বোলিণ তহঁ জউতিষ কহে ॥
এ বচন শুণিণ যে কহে নৃপরাণ।
কে জাণই যোগ আন্ত কে জাণে করণ ॥ ৫৩০ ॥
সকল বিষ্ট প্রভুর আজ্ঞারু খণ্ডণ।
হেব এহি ক্ষণি যিবা বিজয় করিণ ॥
সাজিলে যে সৈন্যবল অতি অপ্রমেয়ে।
হাতী ঘোড়া পদাতি সকল সজ হএ ॥
অনেক ধন রতন কলণা ন যাই।
অনেক অস্ত্র শস্ত্র যে করে ছন্তি নেই ॥
পররাজ্যে গমন সমর মহাঘোর।
অনেক সম্পদে চলে রাজা লসকর ॥
ভার-গাড়ি শকট যে নানা বিধে যান্তি।
হাতী ঘোড়া ওট যে বলদ পন্তি পন্তি ॥ ৫৩৫ ॥
অনেক যে রুণ্ডনলি তুম্ব গোটা গোটা।
ধমকা রামচেঙ্গি যে কাহালিহিঁ গোটা ॥
পদাতি যে নানা বন্ধে ধন্থ ফরিকার।
বাণুআ ঢেপুআ সাবেলিআ শস্ত্রধর ॥

কলণা কে করিব অনেক অস্ত্রআরী ।
ধাউছন্তি দাণ্ড হাট দশদিগ পুরি ॥
অনেক যে স্থকুপাল পালিঙ্কি নালিঙ্কি ।
খটিআ চউপলা যে যে যেতে ভলিকি ॥
বাহারিলে মহারাজা কাঞ্চী কটকাই ।
হস্তিমানঙ্ক উপরে নিশাণ উড়াই ॥ ৫৪০ ॥
ওট পরে দমামি যে ঘোটকে নাগরা ।
অনেক যে বইরেখ উড়ে ফরহরা ॥
কাহাল কর্ণাল ভেরী তুরী বীরবাদ্য ।
অশ্বঙ্কর হ্রেষারবে ব্রহ্মাণ্ড স্তবধ ॥
হস্তিঙ্ক ঘণ্টারব পদাতি মুখধ্বনি ।
রাজাঙ্ক বিজয় বেলে কম্পই মেদিনী ॥
দর্শন করিবাকু যে কাল আউ নাহিঁ ।
দক্ষিণ পাচেরি দুর্গামাধবঙ্কু চাহিঁ ॥
নীলচক্রকু চাহিঁণ বোলে নরপতি ।
কাঞ্চীকাবেরীকি জয় করিবি তড়তি ॥ ৫৪৫ ॥
প্রথমে সেহি রাজারু জয় হেব যাহা ।
পিণ্ডিকারে পহিলে দেবই মুহিঁ তাহা ॥
এহি তত্ত্ব করিণ বাহারে নরপতি ।
আজ্ঞা টাণ করিণ সে মনে নাহিঁ ভীতি ॥
অতি তত্ত্বে নরপতি বিজয় করন্তে ।
সাগুণা মাংস ধরি উড়ে শূন্যেপথে ॥
গজ অশ্ব পদাতি যে চতুরঙ্গ বল ।
চাল চাল বোলি বোলি ধামন্তি সকল ॥
সাগুণা দেখি মনে হোইণ বিরস ।
বিচারন্তি সমরে নোহিব পরা যশ ॥ ৫৫০ ॥
রাজা বোইলে প্রভুঙ্ক আজ্ঞা পরমাণ ।
এহি ছার কথাকু কি মনে বিচারণ ॥
ওট অশ্ব গজ আদি চতুরঙ্গ বল ।
চাল চাল বোলিণ যে ধামন্তি সকল ॥

কলা ধলা রাউতে দ্বি ক্রোশ ছড়া হোই।
পছে পছে মহারাজা আস্থছি চলাই॥
মাণিকী যে শ্রীহস্তর বৎসমুদি ঘেনি।
বাট চাহিঁ অছই যে আনন্দে কামিনী॥
রাউতঙ্ক গইলা আড় বাটকু অছি চাহিঁ।
মুরুছি ন পরিণ যে লুহ যাএ বহি॥ ৫৫৫॥
আহা মোহর রাউতে কেউ আড়ে গলে।
মোহ ছার পামরীকি সঙ্গরে ন নেলে॥
মো ছার পামর জাতি গোপালুণী মন্দ।
দধি দেই বোইলি অনেক কূট ছন্দ।
তহিঁ পাইকি সে মোতে কোপ অবা কলে।
শ্রীহস্তরু মুদ্রিকা কাঢ়িণ দেই গলে॥
বিচারিণ সে মাণিকী চাহেঁ দশদিশ।
কোটি রম্ভা প্রায়েক তা রূপ পরকাশ॥
রাউতঙ্কু দেখি করি মাণিকী গোঢ়াই।
সমস্ত তুচ্ছ প্রায়ে দিশই তাহাকুই॥ ৫৬০॥
স্থর্য্যদেবতাঙ্কু তুচ্ছ কুবের ভিখারি।
শিব যোগীপ্রায়ে বৃহস্পতি জড়পরি॥
মেরু কি খসিলা সমুদ্র কি বিন্দু টোপি।
সেহিরূপে দিশন্তি সে মাণিকী গোপিকী॥
আউ অবা কাহাকু গণিব সে মাণিক।
শঙ্খ চক্র গদা যে বিরাজে হৃদ যাক॥
চাহঁ চাহঁ রাজার যে সৈন্য হেলে যাই।
মাণিকী উভা হোইছি আড়িআই হোই॥
হাতী রথী পদাতি যে রাউত মাহুন্ত।
মাণিকীকু দেখি হেলে সমস্তে মোহিত॥ ৫৬৫॥
পাখরে যেবণ লোক হোএ তার যাই।
পচারই মাণিকী রাউত অছি কাহিঁ॥
বোলই রাজা-সৈন্য রাউত এথি কেতে।
কেউ রাউতকু তুম্ভে পচার গো মোতে॥

দেখিণ নয়নরে সেঠাকু ন চলন্তি ।
শতেপুর করি মাণিকীকু বেঢ়িছন্তি ॥
কহু কহু নিকটরে মিলিলে রাজন ।
ভগর জণাইলা শুণ হে সাবধান ॥
অপূর্ব্ব কামিনী জণে উভা হোই দাণ্ডে ।
গউড়ুণী পরায়ে মথারে দধিভাণ্ডে ॥ ৫৭০ ॥
রাউত রাউত বোলি পচারই একা ।
কি অবা পার্ব্বতী দুর্গা রম্ভা কি মেনকা ॥
শুণি করি নৃপবর চকিত হোইলে ।
কাহিঁ বোলি করি রাজা নিজে বিজে কলে ॥
সে মাণিকী গোপালুণী হোই অছি উভা ।
মহারাজা দেখিলেক অতি শোভাপ্রভা ॥
মাণিকী বোইলা হে রাউত পরা তুম্ভে ।
তুম্ভঙ্কু যে অনুসরি রহিঅছুঁ আম্ভে ॥
রাজাএ বোইলে তুম্ভে পচারুছ কাহা ।
মাণিকী বোলই তুম্ভে ন জাণ কি তাহা ॥ ৫৭৫ ॥
কলা ধলা দুই ভাই ঘোড়া কলা ধলা ।
খাইণ গলে এ বাটে মো দধি পসরা ॥
কউড়ি মাগিলাকু ন দেলে সেহু কিছি ।
বোইলে রাউত আম্ভ পছে আসুঅছি ॥
আম্ভ নাম ধরিণ কউড়ি মাগি নেবু ।
অপ্রত্যয় কলে তাকু মুদি দেখাইবু ॥
তোহ কউড়ি পাইবু মুদিকি দেখাই ।
কহিবু কাঞ্চী কটকে গলে বেনি ভাই ॥
কহি মাণিকী পণস্ত মুদি কাঢ়ি দেলে ।
মহারাজা পালিন্তিরু বেগে ওহ্লাইলে ॥ ৫৮০ ॥
যেতেবেলে পণস্ত কাঢ়িলা মুদি গোটি ।
শঙ্খচক্র চিহ্ন দেহে দিশিলা প্রকটি ॥
দেখিণ রাজন তাহা হেলে চমৎকৃত ।
মাণিকীকু দেখি সে যে হেলে কৃতকৃত ॥

দেখিলে মহারাজা শ্রীহস্ত মুদিগোটি।
অষ্টরত্নে জড়িত দিব্যজ্যোতি প্রকটি॥
শ্রীহস্ত প্রসারি তাহা ঘেনি নৃপবর।
বোইলে মাণিক গো দেখিলু নিকর॥
তুম্ভঠারু দধি ঘেনি খাই ভাই বেনি।
এড়ে ভাগ্যবন্ত তুম্ভে অট গো কামিনী॥ ৫৮৫॥
রাজাঙ্কর সৈন্য সবু হাহাকার করি।
মাণিকীকু বেঢ়িছন্তি শতেপুর করি॥
রাজা বোইলে মোহর হেব বহু পুণ্য।
তুম্ভঙ্কু যে আগ আম্ভে কলু দরশন॥
বহুত প্রশংসা তাকু কলেক রাজন।
মাণিকীকু করাইলে কনক-স্নাহান॥
গউরব করি রাজা বোইলে অনেক।
মনইচ্ছা যাহা হেব মাগ গো মাণিক॥
মাণিকী বোইলা কিস মাগিবি তুম্ভঙ্কু।
মাগিথিলে মাগিথান্তি বেনি রাউতঙ্কু॥ ৫৯০॥
যেবে মাগিবাকু তুম্ভে বোইল নৃপতি।
স্থান খণ্ডি এক দেলে পাটণা বসান্তি॥
পুরুষোত্তম-দেব শুণি আনন্দ হোইলে।
যেতে স্থান তুম্ভ ইচ্ছা নিঅ গো বোইলে॥
যেতে দূর পারিব আস গো তুম্ভে বুলি।
পাটণা বসাঅ তুম্ভ নিজ নাম বোলি॥
যেতে দূর যাএ সে মাণিকী বুলি যাই।
মাণিকী-পাটণা বোলি শুভ দেলে তহিঁ॥
অনেক গউরবরে ধনরতন দেলে।
মাণিকী রহিলা রাজা তহুঁ চলি গলে॥ ৫৯৫॥
মাণিকী শুভ বোলিণ বসিলা যে গ্রাম।
মাণিকীপাটণা বোলি হেলা তার নাম॥

এথু অনন্তরে যে শুণিমা দিব্য রীতি।
কাঞ্চী-কর্ণাটরে যে ওড়িশা-গজপতি ॥
মাণিকীঠাকু যহুঁ শুণিলে এ বচন।
শ্রীহস্তমুদ্রিকা দেখি গর্ব্ব কলা মন ॥
মু বড় ভকত রাজা প্রভু মো পাইকি।
রাউতরূপে বিজয় কাঞ্চী-কাবেরীকি ॥
প্রবেশ হেলা মাত্রকে হেব সর্ব্ব জয় ॥
আম্ভ সৈন্য দেখি সে পাইবে মহাভয় ॥ ৬০০ ॥
এমন্ত বিচারি গর্ব্ব কলা সে রাজন।
অন্তর্যামী জগন্নাথ জাণি ততক্ষণ ॥
প্রবেশ মাত্রে জয় করন্তে নৃপসাই।
বিলম্ব কলেক প্রভু রাজা-গর্ব্ব পাই ॥
অনেক রাজ্য জিণিণ গলে বহু বাট।
কর্ণাট কাঞ্চীকাবেরী রহিলা নিকট ॥
কাঞ্চীরাজাকু যাইণ ডগর কহিলা ॥
ভো দেব ওড়িশা রাজা রাজ্যকু বাহিলা ॥
শুণি কাঞ্চীরাজন নিশরে হস্ত দেই।
বোইলা সে আসে মোতে ভেটিবার পাই ॥ ৬০৫ ॥
অপমান করিণ সে আসিথাই বেলে।
তাহিঁ পাই অবা সে অইলা মহীপালে ॥
তার বল আম্ভ সঙ্গে করিবে সমর।
সে কি তাহা পারিব অলপ সৈন্য তার ॥
তথাপি নির্ব্বন্ধ কর রাজ্যরে ন পশু।
গড় পড়া বাট সজাড়ই আসু আসু ॥
রাজার আজ্ঞা পাইণ নির্ব্বন্ধ করন্তি।
উচ্ছন্ন হোইণ দিগ কুহক দিশন্তি ॥
দিবসরে শৃগাল গ্রামরে বোবি দেই।
মধ্যাহ্ন সূর্য্য সঙ্গতে দিনে তারা উই ॥ ৬১০ ॥
দিনে দিনে নির্ঘাত শুনই অন্তরীক্ষে।
লাঙ্গুড়া তারা যে ছিড়ি পড়ই প্রত্যক্ষে ॥

সবুরি ছন্নছন্ন যে থয় হুহে মন।
ভেলিকি লাগিলা প্রায় হুঅন্তি বিচ্ছিন্ন ॥
রাজ্য নিকটরে যে পড়িলে লসকর।
উচ্চপাঙ্ক যুদ্ধ তহিঁ লাগিলা অপার ॥

এথু অনন্তরে যে কাঞ্চীর নরপতি।
তাহার ইষ্টদেবতা ভণ্ড গণপতি ॥
দর্শন করিণ কাঠা করি সে বোইলা।
আহে গণপতি মোতে বিপত্তি পড়িলা ॥ ৬১৫ ॥
ওড়িশার রাজা যে বাহিলা সমদণ্ড।
মোহর ইষ্ট তুম্ভে গণপতি ভণ্ড ॥
তোহর প্রসাদে যে ন থিলা কিছি ভ্রান্তি।
হারি যিব ওড়িশার যেবে গজপতি ॥
তার ইষ্টদেবতাকু রাজ্যকু আণিবি।
তাহার ইষ্ট তু মো পছে বসাইবি ॥
নোহিলে মোতে জিণি সে যেনি গলে বছ।
তাহা ইষ্টদেবতার বসাইব পছ ॥
ইষ্টকু আজ্ঞা মাগিণ কাঞ্চীনরপতি।
বাহার হেলা তা সঙ্গে বহু বল ছন্তি ॥ ৬২০ ॥
অকলিত সৈন্য তার ঘোড়া অকলণা।
কেবা সঞ্চপি তাহা করিব কলণা ॥
বীরত্বর নানাদি যে তা অস্ত্র শস্ত্ররে।
মহাবল সৈন্য যে সাজিলা মহীপালে ॥
দিহুদিন যুদ্ধ যে লাগিলা মহাঘোর।
ওড়িশা-সৈন্যকু বলি চারিগুণ তার ॥
পদাতিকি পদাতি অশ্বকু অস্বআরে।
হাতিকি হাতিদণ্ড যে গুণ্ডকু গুণ্ডরে ॥
দিনকু দিন যুদ্ধ লাগিলা মহাঘোর।
দুই আড়রু সইনি মরন্তি অপার ॥ ॥৬২৫

মহানির্ব্বন্ধ যে অটে গড়মান তার।
গড়মান বান্ধিছি যে মুগুনি পথর ॥
এহাঙ্কর মারন্তে বাজই গড়কান্থে।
তাঙ্ক মারন্তে সৈন্য যে মলে অপ্রমিতে ॥
তেনু করি এহাঙ্কর হুহই আউ কিছি।
একা কথা গোটিকরে যশ পাউঅছি ॥
কলা ধলা রাউত সমরে বলিআর।
যেতে বেলে ছুই সৈন্য হুঅন্তি বাহার ॥
আগে ছুই অস্ত্রআর ঘোড়ারে সবারি।
ডাহাণরে বলভদ্র বামে দইতারি ॥ ৬৩০ ॥
শ্বেতশঙ্খ বারুপরে বিজে জগন্নাথ।
কলামেঘা বারুপরে বিজে হলহাথ ॥
দেখিবাকু চালন্তি সে উড়ি কেতে বেলে।
ঘোড়া মেলি দিঅন্তি সে সইনি ভিতরে ॥
ওড়িশার সৈন্য যে হুহন্তি আউ দৃশ্য।
বেনি রাউতঙ্কর যে অটে দিব্য বেশ ॥
দেখু দেখু মারুণি মারন্তি নানা রঙ্গে।
কাহাকু বরছি যে ভুষন্তি নেই বেগে ॥
পাঞ্চ সাত দশকু যে কেঞ্চি একাবেলে।
ঘোড়াকু মেলি দিঅন্তি সইনি ভিতরে ॥ ৬৩৫ ॥
কেতেবেলে ধরিণ সারঙ্গ ধনু কর।
কুহড়ি পরায়ে করি বিন্ধি তীক্ষ্ণশর ॥
ক্ষণক মাত্রকরে দিঅন্তি শর কোটি।
হস্তী অশ্ব পদাতি পড়ন্তি মহী লোটি ॥
কেতেবেলে ঢাল তরবার ধরি কর।
ছুই রাউতে মারন্তি রণে মহাঘোর ॥
কেতেবেলে ঘোড়াকু লগান্তি দাণ্ডি করি।
মারন্তি সে হাতুআরে বহু সেনা মরি ॥
যেউঠারে দেখন্তি সে সইন্য গহল।
বড়নলি জম্বুরা ধমকা-নলি শর ॥ ৬৪০ ॥

সেঠারকু দুহেঁ ঘোড়া সুআরন্তি নেই।
বাজন্তে কাণ্ড গুলি যে ভয় তাঙ্ক নাহিঁ॥
একুঁত সে বজ্র-অঙ্গ দুয়ে সাঙ্গু সেহ্না।
মনুষ্যর শরে তাঙ্ক ভয় নাহিঁ কিনা॥
বরছি বুলাই সে দাণ্ডিআ দেই ঘোড়া।
কেতেবেলে ভিআঁবন্তি গড়-কান্থ ঘোড়া॥
এ দুই রাউতে যহঁ মারিলে অপার।
কলা ধলা সিপাহিঙ্ক ডাক বলিআর॥
ছাড়ি যান্তি ওগাল যে ফাম্পপোড়া গড়।
কলা ধলা দুহিঁকি যে ভয় হুএ বড়॥ ৬৪৫॥
যেতেবেলে দুই দলে হুএ মরামরি।
কলা ধলা রাউতঙ্ক নামে পড়ে হরি॥
এহিমতি দিহুদিহু বাজিলাক রণ
কলবর-কেশরী যে মহানৃপরাণ॥
বহুত যে রাজ্য তার সৈন্য অপ্রমেয়ে।
হাতী ঘোড়া পদাতি কলণা করি নোহে॥
অনেক প্রকারে যুদ্ধ লাগে দিহু দিহু।
কেহি ন জিণন্তি দুই রাউতঙ্ক বিনু॥
এহিমতি দিহুদিন কলে রাজ্য জয়।
অনেক বল তাহার হোইলাক ক্ষয়॥ ৬৫০॥
হস্তী ঘোড়া পদাতি অনেক হেলে নাশ।
দিনকু দিন যে ডাক পড়িলা বিশেষ॥
যেতেবেলে একা সে দিশন্তি দুই ঘোড়া।
কলা ধলা সিপাহি যে হোইথান্তি যোড়া॥
যেতেক সৈন্যবল সে যুঝুথাই আনি।
দুই রাউত দেখিলে পথর যে পাণি॥
রাজ্যরে মহা ডাক সে দুই রাউতর।
শুণি করি আশ্চর্য্য যে সর্ব্ব লোকঙ্কর॥
গড়কু গড় জিণি সে পশিলে রাজ্যরে।
পুট কাটি প্রাণিএ পশিলে বনন্তরে॥ ৬৫৫॥

নানা দ্রব্যমান সবু হেলা হর জুর।
পহিলে মইষি জ্বর পাই নৃপবর।
বিচারি থিলা পহিলে যাহা মুঁ পাইবি।
শ্রীজগন্নাথঙ্কর তা পিণ্ডিকারে দেবি ॥
সে দিন দেউলরে নড়িআ ঘৃত-বিনা।
আউ ঘৃতমান সবু পশিবাকু মনা ॥
রাজা বিচারই মুঁ যে পাইলি মইষি।
অযোগ্য হোইলা এত দেউলে ন পশি ॥
বিচারিলা কথা সবু বিফলকু গলা।
পিণ্ডিকা ভলি পদার্থ কেভে ন মিলিলা ॥ ৬৬০ ॥
এ উত্তারু দিহু দিন অপ্রমেয় যুদ্ধ।
বেনি বল সৈন্যর অপার হেলে বধ ॥
সমস্তে যে ঢেঙ্কুনিআ তেলঙ্গা সে পুণ।
মারন্তি সমরে দুই বল যে মিশিণ ॥
কে অবা কেউ আড়ে পড়ই লেফা হোই।
সেহিঠাকু সর্ব্বলোকে মারন্তি তুহাই ॥
কে অবা মুরুচারে মারন্তি ভাড়ি পরে।
কে তহিঁ মারু অছন্তি অনেক প্রকারে ॥
মুণ্ডনি পথররে নির্ব্বন্ধ গড়মান।
পর্ব্বত অরণ্য নদী ডিঙ্গর গোপন ॥ ৬৬৫ ॥
অজয় অভয় গড় ভেদ নোহে যহিঁ।
রাউতঙ্কর প্রসাদে ভেদ কলে তহিঁ ॥
অনেক দিন বহিণ বহু যুদ্ধ কলে।
গড় ছাড়ি করি সর্ব্বে হারি পলাইলে ॥
ওড়িশা-সৈন্য তহিঁরে স্থিতি প্রায় কলে।
তোটামান লগাইণ ফল সে ভুঞ্জিলে ॥
নিজ কাঞ্চী কটক গড়কু যাই লাগি।
মহা অজয় সে গড় সবু গলা ভাগি ॥
গড়র চউপাশে যে বেঢ়িণ পর্ব্বত।
পাক কোশ লটারে যে হোইছি বেষ্টিত ॥ ৬৭০ ॥

ওগাল ফান্দপোড়া অনেক গলে মারি।
পাট মুণ্ডনি পথর কান্থে গাঢ় করি॥
জরি হোই নদী বুলি গড় চারি পাখে।
যুঝিবা সামর্থ্য নাহিঁ গড়দ্বার মুখে॥
পর্ব্বত ঘাটিমান অটই উচ্চ বড়।
এণে সৈন্যতলে থান্তি জয় নোহে গড়॥
ভিতরে গ্রাম ভূমি অনেক তহিঁ অছি।
সকল সম্ভ্রমে রাজা নগর করিছি॥
যুদ্ধর সম্ভ্রম যেতে দল বল মূলে।
দারু আদি জিনিস যে কাণ্ড খণ্ডা ঠুলে॥ ৬৭৫॥
গড়রে রখাই তাহা নির্ব্বন্ধ করাই।
কাঞ্চী-রাজ্য লোক যাক সেহিঠারে যাই॥

এথু অনন্তরে যে ওড়িশা-নৃপবর।
সেহিদ্বারে তম্বু পকাই লসকর॥
গুণ্ড-নলি কাণ্ড যে মারন্তি যেতে যেতে।
পশই বনন্তে যাই বাজই পর্ব্বতে॥
সে মারন্তি উপরে যেতেক শস্ত্র ধরি।
হাতী ওট পদাতি যে অশ্বমান মরি॥
দিব্যপাট পথর দুআরে অছি পড়ি।
সে আড়রু জড়াতেল দেই অছি ঢালি॥ ৬৮০॥
বলি করি যাই গোড় পকাইলে তহিঁ।
খসই সে অতি বেগে অসম্ভাল হোই॥
সেহি দ্বারে রাজা যে পকাএ লসকর।
অনেক দিন করই দুঃসহ সমর॥
নানাদি কপট যুদ্ধ আরম্ভ সে কলে।
তথাপি জয় নোহিলা নিজ বল মলে॥
জ্যৈষ্ঠমাস কৃষ্ণপক্ষ:পঞ্চমীর দিন।
বড় বিস্ময়ে ভালিলে ওড়িশা-রাজন॥

বহুত সইন্যবল হেলে যহঁ নাশ ।
সমস্তে যে রাজনকু কলে উপহাস ॥ ৬৮৫ ॥
ন জাণি সে রাজন যে এহি কৃত্য কলে ।
দিহুদিন সৈন্য আণি বিঅর্থে মরাইলে ॥
অনেক অপযশ সে শুণিলাক রায়ে ।
জণ-অপবাদ যে মরণু বড় ভয়ে ॥
অনেক জণাইলে সে শ্রীজগন্নাথঙ্কু ।
তুম্ভ ভরসারে দেব অইলি এথকু ॥
কাহিঁ পাই আসিথিলি যিবি কাহা বোলে ।
ঘুঞ্চিলে শোষকি বাট ছাড়ি দেব ভলে ॥
অতিঅন্ত যুদ্ধরে সইণমান ঘেণি ।
আরত হোইল মনে ভালে নৃপমণি ॥ ৬৯০ ॥
সে রজনী পাহিলে যে বাহুড়িবে সৈন্য ।
রাজা পাই ছল যে বহিলে ভগবান ॥
পাহিলাক নিশি তহিঁ রাব দেলে কুআ ।
দেখিলে সে অদ্ভুতে দুআড় মুঠা থুআ ॥
দুআড় বোলি সেকালে ণ জাণন্তি কেহি ।
সে শস্ত্রকু দেখিণ সমস্তে হেলে মোহি ॥
মহা তীক্ষ মুঠি অছি ধরি বিন্ধিবাকু ।
মত্তহস্তী হোইলে কুটিব তাক বুকু ॥
কলবরকু যে জয় করিবেক তহিঁ ।
কালিআ রাউত যে দুআড় গলে থোই ॥ ৬৯৫ ॥
দেখি করি সমস্তঙ্ক মন হেলা দম্ভ ।
বহু দুআড় গঢ়াই কলেক আরম্ভ ॥
মহাযুদ্ধ লাগিলা সে গড়দ্বার পাখে ।
মারন্তে দুআড় সৈন্য মলে লাখে লাখে ।
সবু হাতরে দুআড় হোই মহা রোষ ॥
ভাঙ্গিলে সে ঢেঙ্কণিয়া ন রহিলে পাশ ॥
দুই রাউতে মারন্তি দুই ঘোড়া চড়ি ।
সে পথর-কাম্বমান পকাইলে তাড়ি ॥

মারন্তি মারুণি সে যে অতি অপ্রমেয়ে।
কাহাকু তীর মারন্তি কে বরছা-ঘাএ ॥ ৭০০ ॥
কে শূলি মারন্তি কে সাবেলী ছুআড়রে।
কাহাকু ভালি মারন্তি কাহাকু ফরিকরে ॥
কেহু একমুণা যে মারন্তি যমদাড়।
দেহ উপরে পড়িলে বাঙ্গু ছুরি মাড় ॥
ভাঙ্গিলাক নির্বন্ধ অবা সেহি ওগালই।
পথরর কাম্বমান পকাই তড়াই ॥
হাতী যে পদাতি মলে অপ্রমিতময়ে।
অগে পছে যুদ্ধ করে কলবর-রায়ে ॥
ছুই আড়ু লোকমানে মলে অপ্রমিত।
প্রাণকু মূরুছি যুদ্ধ কলা নরনাথ ॥ ৭০৫ ॥
পলাইলে কাঞ্চী-সৈন্য ভঙ্গাবন্ধ পাণি।
ছুই রাউতঙ্কর যে বিচিত্র মারেণি ॥
যেউঁঠারে অবা সে যে যুঝন্তি ভরসি।
কালিআ রাউত ঘোড়া যাই তহিঁ পশি ॥
পলান্তি লোকে যে শস্ত্র ছাড়িণ বিকলে।
গোড়াই মারন্তি বেনিজণ কুতুহলে ॥
দেখিলে যে বীরবেশ প্রভু বেনি মূর্ত্তি।
ন রহি সৈন্য পলান্তি প্রাণে করি ভীতি ॥
সম্ভালি ন পারি সে উচ্ছন্ন কলে মন।
পলাইযিবাকু মন কলাক রাজন ॥ ৭১০ ॥
রহিলাক যুদ্ধ যে প্রবেশ হেলা রাতি।
পলাইব বোলি সে কলবর-নৃপতি ॥
যে রাজার ইষ্ট ভণ্ড গণপতি দেব।
মহামহিমা তাহার অশেষ ছুর্লভ ॥
যে অবা সাজই সেহি রাজ্যে লসকর।
ন পারি হারি যান্তি জিণই কলবর ॥
সেহি গণপতি নানা বিগ্রহ করন্তি।
ন পারি করিণ তেণু সর্ব্বে হারি যান্তি ॥

আন কাহা বলে যে হুঅন্তা এতে দূর।
আপে জগন্নাথ যে সমরে আগুসার ॥ ৭১৫ ॥
তেণু সেহি রাজা পলাউছি রাজ্য ছাড়ি।
কলা ধলা রাউত সে যহুঁ দেলে ধাড়ি ॥
তথাপি সে রাজন পলাই যিবা বেলে।
জণাইলা যাই গণপতি-পাদতলে ॥
ভো দেব রহিথিলি যে তোতে আশ্রে করি।
ছাড়িলি রাজ্যর আশ সৈন্য গলে মরি ॥
তু যে বিঘ্নরাজ কিছি বিঘ্ন কলু নাহিঁ।
তুহি বিঘ্ন কলে কি সে থান্তে যশ পাই ॥
এবে পলাউছি মু পারিলে রক্ষা কর।
আকুলে জণাই করি গলে নৃপবর ॥ ৭২০ ॥
রাজা যহুঁ আকুল যে হোইলে বহুত।
বাৎসল্য ঘেনিলে তহুঁ পার্ব্বতীর সুত ॥
সাক্ষাত ব্রহ্মতেজ সেহু গণঙ্কর পতি।
পণ্ডিত মহাজ্ঞাতা সে ক্ষত্রিঙ্কর ক্ষত্রি ॥
মনুষ্যর কলেবর কুঞ্জরর মুখ।
পৃথুল থোর থান্তাল বামনর ভেখ ॥
মহাপণ্ডিত সে যে সকল বিদ্যাকরি।
মূলকমল দেবতা পাশাঙ্কুশ ধরি ॥
যমকু জিনিলে কালপাশ চঢ়াইণ।
এবেহেঁ যম অছি বাহন মূষারেণ ॥ ৭২৫ ॥
ভণ্ড গণপতি সজ হোইলে সমরে।
বীরবেশ ধরিণ যে মূষিক উপরে ॥
যাহা সঙ্গে যুদ্ধে ন পারই পুরন্দর।
পার্ব্বতী মাতা যাহার ঈশ্বর পিতর ॥
অক্ষয় পিণাকী শূল পাশুপত্র মূলে।
ভগ্নদন্ত আদি পাশ অঙ্কুশ ত্রিশূলে ॥
যাহার নিশাভাগে সে সৈন্য মারিবাকু।
নানাদি বিঘ্ন করিবে ওড়িশা-রাজাকু ॥

বিজয় যে গণনাথ কোপ গুরুতর।
প্রবেশ হোইলে যাই সইনর ভিতর॥ ৭৩০ ॥
দেবঙ্কর মায়া কাহিঁ জানিবে যে নর।
সকলে শোই অছন্তি স্থানে যে যাহার॥
পার্ব্বতীর সুত নিজ সেবকর ছলে।
আপণে বিজয় কলে রণভূমি স্থলে॥
ওড়িশা-রাজার ছলে বিজে জগন্নাথ।
দেবঙ্কর দেবঙ্কর বাজিলা অনর্থ॥
কালিআ রাউতর যে ভাই হলধর।
লাগিলা গণপতিঙ্ক সঙ্গরে সমর॥
পর্ব্বতা শতেক বাণ বিন্ধি গণপতি।
মাড়ি আসুঅছি সতে মন্দরর গতি॥ ৭৩৫ ॥
বজ্রবাণ গুণরে যে বসাই রাউতে।
বিন্ধন্তেণ বাটে হত হোইলে পর্ব্বতে॥
দেখিণ যে গণপতি কোপরে প্রচণ্ড।
অতি বেগে বিন্ধিলে সে শতে অগ্নিকাণ্ড॥
বাণ আসন্তেণ সর্ব্বে যাউছন্তি জলি।
জলধর বাণ যে বিন্ধিলে বনমালী॥
নিভিলা বহ্নি যে নোহিলা তহিঁ কিছি।
দেখি করি কোপ কলে পার্ব্বতীর বৎসি॥
পন্নগ বাণকু সে যে গুণরে বসাই।
মন্ত্রি করি বিন্ধিলে সে শর তক্ষণই॥ ৭৪০ ॥
ফুত্কার করিণ আসন্তি নাগগণ।
গরুড়া শর যে বেগে পেশে নারায়ণ॥
দেখি করি নাগগণ পলাইলে ছাড়ি।
বেলুঁ বেলুঁ গণেশঙ্ক অতি কোপ বাঢ়ি॥
অনেক শস্ত্র যে তহিঁ কলে গণনাথ।
সকল শস্ত্রমান যে হোইলা বিঅর্থ॥
হসন্তি করকর রাউত বেনি ভাই।
নূতন শস্ত্র তুণ্ডর শিখিলাত নাহিঁ॥

যেতে ইচ্ছা তুম্ভর যে তেতে বাণ মার।
আম্ভে মারিবা একা ঘাস্তেক সম্ভাল ॥ ৭৪৫ ॥
কাহিঁ কি হে গণনাথ হেউ এতে দুঃখী।
যেতে যুদ্ধ কলে কালে ন পারিবু রখি ॥
শুণিণ প্রজ্জলিত যে পার্ব্বতীর বাল।
পবনে কদলিপত্র প্রায়ে তা শরীর ॥
ভগ্নদন্ত পাশাঙ্কুশ নিজ করে ধরি।
ঘোর হস্ত টেকিণ যে মহানাদ করি ॥
বিশ্বরূপ ধরিণ যে ধামে গণপতি।
জন্তুঈশ মূষিক যে মহা বিশ্বমূর্ত্তি ॥
গজাননঙ্ক সঙ্গরে ধাইলে ইন্দুর।
বড় রাউতঙ্ক সে যে মারন্তে ত্রিশূল ॥ ৭৫০ ॥
ঢালরে আড়িলে তাহা ন বাজিলা অঙ্গে।
জগন্নাথ রাউত মিলিলে তার আগে ॥
শ্বেতশঙ্খা বারুকু বোইলে চক্রধর।
মায়া করিণ তুহি যে হোইবু মঞ্জার ॥
শ্বেতবারু হোইলা যে মঞ্জার স্বরূপ।
কালিআ রাউত হেলে নরসিংহ রূপ ॥
মঞ্জারকু দেখি যেহ্নে হোন্তি মূষামানে।
সিংহ দেখি যেসনে পলান্তি হস্তিমানে ॥
পলাইলা মূষিক মঞ্জার গোড়াবস্তে।
ভূমিরে পড়িণ জ্ঞান হারি গণনাথে ॥ ৭৫৫ ॥
কেতেবেলে পুণ যে পাইলে নিজ জ্ঞান।
শরণ পশিলে নরসিংহর চরণ ॥
ন জাণিণ যুদ্ধ কলি দ্রোহী হেলি আসি।
এবে যাহা ইচ্ছা তাহা কর ব্রহ্মরাশি[১] ॥
কয়কর হসন্তি সে রাউত ভাই বেনি।
কি হো গণনাথ তুম্ভে ন থিল কি চিহ্নি ॥

---

১ পাঠান্তর "তাহা আপণে করনি"।

এবে যাই কহ তোহ সেবক রাজাঙ্কু।
বহন পলাউ গড় ছাড়িণ আতঙ্কু ॥
বোলন্তি গণপতি তো আজ্ঞা পরমাণ।
বল বপু তাহার ভাজিলা সর্ব্ব টাণ ॥ ১৬০ ॥
তো নাথ শরণ যে পশিলি মুহিঁ তোতে।
তোহর পাদে শরণ রথ পদ্মনেত্রে ॥
এবে যাউঅছি মুহিঁ কাঞ্চীরাজা পাশ।
পলাউ সে প্রাণ ঘেনি রাজ্য ছাড়ি আশ ॥
কহি তাঙ্কু গণপতি শিরে দেলে পাণি।
রাজাঠারে প্রবেশ শয়নপুরে পুণি ॥
মিলি করি রাজা পাশে পার্ব্বতীর বৎস।
পলাঅ রে মহীপতি নাহিঁ তোতে যশ ॥
মুহিঁরে তোহার ছলে যুদ্ধ করি গলি।
আপণে যে জগন্নাথঙ্ক বিজয় দেখিলি ॥ ১৬৫ ॥
ন জাণি করিণ মুঁ যে কলি যাই রণ।
ছুই রাউতে যে মোর ঘেনুথিলে প্রাণ ॥
শরণ যে পশিলারু ছাড়ি দেলে মোতে।
কি করিবি মুঁ তাহাঙ্কু কি হেব মো হাতে ॥
রোমমূলে যাহার ব্রহ্মাণ্ড কোটি কোটি।
শুক সনক মুনি যে বিরিঞ্চিহিঁ খটি ॥
মোহর পিতর যে সেবক অটে যার।
মুহিঁ নিকি তাঙ্ক সঙ্গে যুদ্ধে বলিআর ॥
মোহরি প্রায়েক হোই কোটি গণপতি।
সমর কলে তাহাঙ্কু ন পারই জিতি ॥ ১৭০ ॥
কহি করি গজানন হেলে অন্তর্দ্ধান।
চেতি করি উঠিণ বসিলা যে রাজন ॥
পলাইবা ভেলিকি লাগিলা সেহিক্ষণি।
সতে আসি শত্রু মিলে পাশে এহিক্ষণি ॥

সেহিমতি অন্ধার দিশিলা[1] দশদিশ ।
পলাঅ রে যেঝামতে বোইলা নরেশ ॥
রাজার ভণ্ডারে যেতে ধন রত্ন মূলে ।
জুর হেলা যে যেতে পারিলে বহি নেলে ॥
পাত্র মন্ত্রী পরজা যে মিলে তহিঁ যেতে ।
পলাইলে যেঝামতে পশিলে বনন্তে ॥ ৭৭৫ ॥
নানাদি পদার্থমান পলাবন্তি ছাড়ি ।
মাআ লো ভাই লো বোলি যে যাহারে লোড়ি ॥
যেসনে লঙ্কা পোড়ি দিঅন্তে হনুমন্ত ।
লঙ্কাপুরবাসিমানে হোইলে যেমন্ত ॥
সেরূপে ডকা বোবালি হোই কুআভুআ ।
নেইণ ন পারন্তি যে যাহা দ্রব্য থুআ ॥
কুআতরা উদে হোই পাহিলা রজনী ।
পলাই যাউছি রাজা কুটুম্বঙ্ক ঘেনি ॥
অন্তর্য্যামী নাথ অটে কালিআ রাউত ।
ঝিঅ পদ্মাবতী পাই এতেক অনর্থ ॥ ৭৮০ ॥
জননীর সঙ্গে সেহ যাউছি পলাই ।
মোহ রাউত আজ্ঞাকু বিফল করাই ॥
বোলি অছি যেবে মুঁ প্রমাণ করি থিবি ।
রাজ্য জিণি কন্যাকু মুঁ চণ্ডালকু দেবি ॥
এবেত সে কন্যা ঘেনি যাইছি পলাই ।
মোহ রাউতর আজ্ঞা বিফল করাই ॥
ঘর্হঁ সেহ রাজা এবে পলাউছি বেগে ।
দুই রাউত ঘোড়া যে পকাইলে আগে ॥
পড়িলে বোবালি একা পলাই নৃপরাণ ।
যাই ন পারিলে তার লগুতি গহণ ॥ ৭৮৫ ॥
এথি উত্তারু যে তহিঁ নিশি গলা পাহি ।
দেখিলে যে গড়দ্বারে সৈন্য কিছি নাহিঁ ॥

---

১ পাঠান্তর "আজ্ঞা যে সেলাক" ।

যুদ্ধর সন্তারমান তহিঁ অছি পড়ি।
পাইক রাউতমানে পলাইলে ছাড়ি ॥
ভরসা পাইণ তহিঁ গলে লসকর।
ধন রত্ন কাঞ্চন যে সর্ব্ব হেলা জুর ॥
গাই মইষি মনুষ্য ঘোড়া আদি মূলে।
যেউ দ্রব্য যাহাকু মিলিলা কর্মফলে ॥
জ্যৈষ্ঠমাস শুক্লপক্ষ রাকা বুধবার[১]।
কাঞ্চী জয় করিণ পশিলে লসকর ॥ ৭৯০ ॥
অপূরুব দ্রব্যমান অতি চিত্রবর্ণ।
কনকর সমান যে মুগুনি পাষাণ ॥
পুরুষোত্তম-দেবঙ্কু ভগরা জণাইলে।
ভো দেব লগুতি বহণে পড়িলে ॥
শুণি মহারাজা বড় হরষ হোইলে।
মন্ত্রী মূলে রাজার কুটুম্ব রখাইলে ॥

এথু অনন্তরে শুণ অপূর্ব্ব বিচার।
সে কাঞ্চী-শাসনে যে সত্যবাদী গোপাল ॥
দুইজন ব্রাহ্মণ যে একগ্রামে থিলে।
বারাণসী যিবাকু সে দুহেঁ সজ হেলে ॥ ৭৯৫ ॥
কুলশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণর দুহিতাটি অছি।
পড়িআ ব্রাহ্মণ যেউ বিভা নোহি অছি ॥
বারাণসী তীর্থ করি সারিলার বেলে।
কুলশ্রেষ্ঠ জরাবস্থা ব্রজপুর ঠারে ॥
শরীরে অশকত সে বোইলে বিপ্রবর।
আরে বাবু তু আম্ভকু প্রতিপাল কর ॥
এহিঠারে সাহা হোই উদ্ধরিব যেবে।
দুহিতা গোটিকু যে তুম্ভঙ্কু দেবি তেবে ॥

---

১ পাঠান্তর "দশমী গুরুবার"।

সে বোইলা এতবেলে এহা বোলুথিব।
দেহ ভল হেলাবেলে নাস্তি যে করিব ॥ ৮০০ ॥
বোলে দেবা সাউকার সত্য সত্য মোর।
যাহাকু ইচ্ছা তুম্ভে তাহাকু সাক্ষী কর ॥
ছহিতা দেবারে সাক্ষী গোপালঙ্কু কলে।
দেহ ভল হোই পুণি গ্রামকু অইলে ॥
পড়িয়া ব্রাহ্মণ বোলে ছহিতাটি দিঅ।
বোইলা বচন কি অন্যথা হেব কহ ॥
পরিহাস করিণ সে বোইলেক শ্রেষ্ঠ।
কি বিচারে ভাবুঅছ এসন গরিষ্ঠ ॥
সে বোইলে তেতেবেলে দেবা সত্য কল।
এবে দেবাকু যে পুণি এমন্ত কহিল ॥ ৮০৫ ॥
কলি-গোল করিণ সে সভা কলে যাই।
সভাজন বোইলে হে সাক্ষ্য এথি কাহিঁ ॥
কাহু তিহাড়ি বোইলে এ কথা মো সত্য।
সাক্ষী যেবে কহিব মু দেবই ছহিত ॥
শ্যামদাস বোইলা হো সাক্ষ্য অছি মোর।
মানব হুহস্তি সাক্ষী মদনগোপাল ॥
সভাজন পরিহাস কলে তাহা শুণি।
সাক্ষী যেবে গোপাল তাহাঙ্কু ডাক পুনি ॥
শ্যামদাস বিপ্র বেগে গলাক সে ধাই।
যেউঠারে গোপালঙ্কু সাক্ষী অছি দেই ॥ ৮১০ ॥
সেহিঠারে প্রবেশ যে হোইলা ব্রাহ্মণ।
গোপালঙ্কু বোইলাক সাক্ষী যে আপণ ॥
তুম্ভঙ্কু সাক্ষী দেলা যে বিভাঘর পাই।
এবে ভুরুড়ু করই সাক্ষী তোর কাহিঁ ॥
গোপাল বোইলে সে দেবাকু সত্য কলা।
আম্ভে যেবে সাক্ষী অছুঁ কাহিঁ কি ন দেলা ॥
শ্যামদাস বোলে তুম্ভে আপে বিজে কর।
কহিলে যে কন্যা গোটি হোইব মোহর ॥

পরিহর করি যেবে ন যিব আপণ।
তুম্ভ আগে ব্রহ্মহত্যা হোইব প্রমাণ ॥ ৮১৫ ॥
গোপাল বোইলে দেখ পাষাণর দেহ।
এ রূপরে কেহ্নে যিবা বিচারিণ কহ ॥
শ্যামদাস বোলে যেবে পাষাণ হোইল।
পথর হোই কিম্পা বচন কহিল ॥
গোপালে বোইলে যেবে যিবাকু বোলটি।
কেবেহেঁ পছকু যে ন চাহিঁব লেউটি ॥
তুম্ভে আগে চাল আম্ভে থিবুঁ পছে পছে।
নূপুরধ্বনি তুম্ভে যে শুণিম প্রত্যক্ষে ॥
পছকু চাহিঁলে ন যাউটি আম্ভে জাণ।
ন চাহিঁলে সাক্ষী কথা কহিবা প্রমাণ ॥ ৮২০ ॥
সত্য করি বাহার হোইলে বেনি জণ।
আগে আগে বিপ্র পছে শ্রীগোপাল আপণ ॥
চরণে নূপুর যে বাজই রুণঝুণ।
সাক্ষী সম্ভক নিমন্তে বিজয় আপণ ॥
আসি আসি মিলিলে সে কাঞ্চীনগ্র পাশ।
ব্রাহ্মণর মনরে যে কলা অবিশ্বাস ॥
লেউটি পছে চাহিলেঁ অইলে কি নাহিঁ।
পাষাণ রূপরে যে গোপাল গলে রহি ॥
ব্রাহ্মণর সঙ্গে আউ বিজয় ন কলে।
সত্যবাদী গোপাল সে দিহ্ন বোলাইলে ॥ ৮২৫ ॥
গোপালঙ্ক সাক্ষী বাক্যে সে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
পড়িআ ব্রাহ্মণকু যে কলা কন্যা দান ॥

রহিলে যে কাঞ্চীপুরে প্রভু শ্রীগোপাল।
পূজা অর্চ্চনা যে বেঢ়া প্রাসাদ দেউল ॥
কলবর-কেশরী পলাই যিবা বেলে।
দুআর মুদিণ গলা পুরাই দেউলে ॥

ওড়িশা-গজপতি কর্ণাট জয় করি ।
আণন্তি যে যাহার যেতেক দ্রব্য জুরি ॥
সত্যবাদী গোপালঙ্ক দেউলে হস্ত দেই ।
এতে দিনে জয় হেলা সে কথা চিতোই ॥ ৮৩০ ॥
শ্রীগোপাল শ্রীগোপাল বোলন্তি নরপতি ।
মুদা দেউলে গোপাল বচন কহন্তি ॥
পুরুষোত্তম-দেব যে গোপাল-উপাসক ।
গোপালঙ্কু স্মরন্তে গোপাল দেলে ডাক ॥
শুণি মহারাজা বড় চকিত হোইলা ।
দুআর ফুটাই সত্যবাদিঙ্কি দেখিলা ॥
অতি আনন্দে নৃপতি ওড়িশাকু চলি ।
ভণ্ড গণপতিঙ্কি যে আণিলেক টালি ॥
অনেক দেবাদেবী মুণ্ডনি দিব্য কম ।
চউকি জলাকবাটি অনেক উত্তম ॥ ৮৩৫ ॥
অনেক অমূল্য দ্রব্য বুহাই সকল ।
ভণ্ড গণপতি যে দেবতা তাহাঙ্কর ॥
সে যে বোলি থিলা মু পারিবি যেবে জিণি ।
তার ইষ্টদেবকু রখিবি পছে আণি ॥
এমন্ত চরিত যে রাজাহিঁ শুণিথিলে ।
দেউলপছে যে গণপতিঙ্কি রখিলে ॥
শ্রীগুণ্ডিচা-যাত অছি একবিংশ[১] দিন ।
কাঞ্চী-বিজয় করিণ ফেরিলে রাজন ॥
কাঞ্চী-রাজার কুটুম্ব মন্ত্রিমূলে দেই ।
ওড়িশারাজ্যকু সে বিজয় নরসাই ॥ ৮৪০ ॥
অনেক দূর বাট একবিংশদিনে যিবা ।
নন্দিঘোষ রথে ছেরা পহঁরা খটিবা ॥
ন পারি সইনিবল পছে আসুছন্তি ।
সাহস করি আপটে রাজ্যকু বহন্তি ॥

---

১ পাঠান্তর "পূর্ব একাদশী" ।

এথু অনন্তরে সে রাউত বেনি বীরে।
বাহুড়িণ বিজে কলে শ্রীনীলকন্দরে॥
জ্যৈষ্ঠ শুক্ল ত্রয়োদশী অটে সে দিনরে।
জগন্নাথ বলভদ্র লেউটি ক্ষেত্ররে॥
রাজা লেউটি আসি অনেক দূরে অছি।
প্রবেশ নীলকন্দরে বাহুড়ি শ্রীবংসি॥ ৮৪৫॥
বড়সিংহারর পুষ্পঅঞ্জলিহিঁ বঢ়ি।
দেউল যে শোধা হেলা পলঙ্কে পহুড়ি॥
অঢ়াই পহর যে হোই অছি রজনী।
দক্ষিণ পারুশে যে প্রবেশ ভাই বেনি॥

সকলে শোই অছন্তি হোই অচেতন।
শিখর[১] সাহু বোলি গুড়িআ মহাজন॥
দরিদ্র গুড়িআ সে হুহই ধনবন্ত।
দীন দুঃখী প্রভুঠারে বিশ্বাস বহুত॥
অপূর্ব্ব বেনি রাউতে বিজে বারু পরে।
কি করুছ সাহু বোলি ডাকি তার দ্বারে॥ ৮৫০॥
ডাক শুনি উঠিণ অইলে মধুকারী।
দেখে দ্বারে উভা অপূরুব অসুআরি॥
জণাইলা কিস অর্থ ডাকিল আপণ।
আজ্ঞা দেলে বেগে যাই পণা গোলি আণ॥
সে বোইলা তুম্ভর মুণোহি ভলি পণা।
সর অমূরুত পাণি মরিচবে সিনা॥
যাহা তাহা হোই অবা নবাত মিলিব।
তুছা গোলি দেবি যেবে অবধান হেব॥
রাউত বোইলে তোর সিকা দেখ যাই।
সর যে অমৃতপাণি মরিচহিঁ তহিঁ॥ ৮৫৫॥

---

১ পাঠান্তর "শ্রীকর"।

শিখর সাহু বোইলে মুঁ দরিদ্র অটই ।
খোই থিলে সিনা থান্তা কি বোল গোসাই ॥
রাউতে বোইলে কিপাঁ হেউছু তাটকা ।
অছি কি নাহিঁ তু ঘরে দেখ যাই শিকা ॥
তাহা শুণি শিকা যে দেখিলা মধুকারী ।
সর অমৃত মরিচ তহিঁ অছি পূরি ॥
চকিত হোই শিকারু কাঢ়িণ আণিলে ।
পণা-গোলি প্রভু তাহা মুণোহিঁ যে কলে ॥
সন্তোষ হোইণ তাকু বোইলে বেনি ভাই ।
তোহ বংশরে আজু দরিদ্র নোহ কেহি ॥ ৮৬০ ॥
মায়ারে যে মোহছন্তি মধুকারী মন ।
দেখুছি অপূর্ব্বরূপ ন চিহ্নই জন ॥
রাউত আজ্ঞা কলে শুণ হো মধুকারী ।
কহিবু সে রাজাকু বাহুড়ি যিবে ফেরি ॥
রখিথাঅ দেখাইবু শ্রীহস্তে কোরড়া ।
বোলিবু তু একলক্ষ বানা এবে উড়া ॥
এমন্ত কহি কোরড়া তলে পকাবন্তে ।
লইণ সে মধুকারী তলরু তোলন্তে ॥
অদৃশ্য হোইণ প্রভু পশিলে ভুবন ।
অনেক নিরোপিণ চাহিঁলা মহাজন ॥ ৮৬৫ ॥
শ্রীহস্ত-কোরড়া থাও রখিলা সাইতি ।
রাজা প্রবেশ হোইলে নেত্রোৎসবরাতি ॥
সেহি রাতি পাহিলে যে শ্রীগুণ্ডিচা-যাত ।
কাঞ্চী জয় করিণ অইলে নরনাথ ॥
দক্ষিণ বেঢ়া পাচেরী পেজনলা পাখে ।
জনাইলা মধুকারী রাজাঙ্ক সম্মুখে ॥
ভো দেব অপুরুব রাউত বেনিজণ ।
অঢ়াই পহর নিশি হোইছি প্রমাণ ॥
মাগিলে পণা মন্দিএ নথিলা যে সর ।
আজ্ঞা কলে শিকারে যে অছই তোহর ॥ ৮৭০ ॥

কোরড়া সন্তক দেই অন্তর সে ঠাকু।
শ্রীহস্ত কোরড়াকু সন্তক দেখিবাকু ॥
দেখিণ যে মহারাজা সন্তোষ হুঅই।
মধু সাহুকু বহুত প্রশংসা করই ॥
রাজা বোইলে যে ইচ্ছা মাগ মহাজন।
মহাজন বোলে দেব রহিবাকু থান ॥
দক্ষিণ পাচেরি পণা-খিঅ ভিহ করি।
পলাইলা সেহি দিহু দারিদ্র্যহিঁ ডরি ॥

রজনী পাহিলে হেব শ্রীগুণ্ডিচা-যাত।
চতুর্দ্ধা মূর্ত্তি বিজয় কলে তিনি রথ ॥ ৮৭৫ ॥
কাঞ্চীরাজা-দুহিতা যে পদ্মাবতী কন্যা।
মন্ত্রীঠারে তাহাকু রখাইথিলে সিনা ॥
চাণ্ডালে দেবাকু রাজা আজ্ঞা দেইথিলে।
বিবেক যে মন্ত্রী তাহিঁ বিচারেক কলে ॥
সেহিমতি ছেরা যে পর্ঁরা কার্য্য বেলে।
কন্যাকু সমর্পি দেলা রাজা পাদতলে ॥
ভো দেব এহি তো হাড়ি এ কন্যাকু নেউ।
শ্রীমুখর আজ্ঞা যে অবজ্ঞা কিছি নোহু ॥
সমস্তে যে মন্ত্রীকি করন্তি ধন্য ধন্য।
সে পদ্মাবতীকি বিভা হোইলে রাজন ॥ ৮৮০ ॥
সাহস করি আপটে বিংশ[১] দিনে আসি।
সাসমল পদ পাই মনে হেলে তোষি ॥
কাঞ্চীরাজা ইষ্টে যে গরব করিথিলে।
দেউল পছরে ভণ্ড গণেশ রখিলে ॥
সত্যবাদী গোপাল যে বিজে ওড়িশারে।
অনেক দেবাদেবী যে রহিলে নানাঠারে ॥

১ পাঠান্তর "একইশ"।

মুণ্ডনি জলাকবাটি চউকি ভণ্ডারে ।
মুণ্ডনি চউকিটি সোমনাথ চান্দিনীরে ॥
একলখি বানা সেহি দিহু উড়াইলে ।
কলবর-কেশরী যে নাম বসাইলে ॥ ৮৮৫ ॥

এমন্তেণ গলা তহিঁ কেতেহেঁক দিন
মইষি পিণ্ডিকারে সে ন দেলা রাজন ॥
আজ্ঞা দেলে রাত্রে প্রভু শুণ নরসাঁই ।
যাচিলা পদার্থ মোতে ন দেউ কিপাই ॥
মইষি গাইরে বড় শরধা মো মন ।
বহুত দধি দুধ করিবি মুঁ ভোজন ॥
আন্ত দ্রব্য এবে আন্ত কোঠে নেই দেবু ।
গাঈ মইষি ঘৃত দেউলে পুরাইবু ॥
কহিণ যে অন্তর্দ্ধান হেলে জগন্নাথে ।
সুন্দর গাঈ মইষি পল হেলে এথে ॥ ৮৯০ ॥
গাঈ-মহিষিঙ্ক ঘৃতে হেলা নানা দ্রব্য ।
সেহিদিহু মুণোহি দেউলে হেলা সর্ব্ব ॥

এহি জগন্নাথ যে এমন্ত কৃত্য কলে ।
রাজার মঙ্গলকু কাঞ্চীকর্ণাটকু গলে ॥
ভাবকু নিকট সে যে অভাবকু দূর ।
ভাব-কলা কবির যে বহি দেলে ভার ॥
জগন্নাথঙ্কু হে জণে ন বিচার দারু ।
নানাদি অবতারটি এহাঙ্ক মনরু ॥
যে যেমন্ত ভাবুছন্তি পাউছন্তি তাহা ।
শরণ দেউ অছন্তি টেকিণ চতুর্বাহা ॥ ৮৯৫ ॥
আন্তমানঙ্কর মধ্যে সত্য ধর্ম্ম নাহিঁ ।
তেণু করি বুঝন্তি মউন ভাব রহিঁ ॥

সেহি বেনি রাউতঙ্ক পরিমুণ্ডা যাই।
ঠাকুরপণকু ত উপমা আউ নাহিঁ ॥
তেণু করি মুঁ যে সর্ব্ব আশা দূর করি।
সে দুই রাউত-পাদে নিজ চিত্ত ধরি ॥
শ্রীনীলকন্দর গড় কটক ভুবন।
চাকিরী করন্তি যহিঁ ব্রহ্মা ত্রিলোচন ॥
জগন্নাথ মহাপ্রভু শুভরাজ্যে বিজে।
বেদবাক্য পুরাণে নিশাণ যার বাজে ॥ ১০০ ॥
তান্ত কোঠভণ্ডারে চিহ্নরাচোপ দেই।
পুরুষোত্তম চাকরী থটিঅছি তহিঁ ॥

শ্রীজগন্নাথন্ত মোরে দয়া থাই যেণু।
কাহাকুই ন থাই মো ভয় মনে তেণু ॥
সে প্রভুঠারে যে যথা করিথাই আশা।
তেণিকি যে মন তার তেড়িকি ভরসা ॥
নানাদি অকর্ম যে কপট হিংসা বাদ।
ন ঘেনি মনরে মো ভরসা পদ্মপাদ ॥
যেতেবেলে শ্রীমুখকুঁ দিঅই অনাই।
এতে মাত্র টাণ মো মনরে আউ নাহিঁ ॥ ১০৫ ॥
এতে পরিবন্ধে বিজে কাঞ্চীকাবেরীকি।
শ্রবণকু অমৃত এ সকল প্রাণিঙ্কি ॥
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ভক্তি মুক্তি মূলে।
যাহার যেতে বিশ্বাস সে পাইবে ফলে ॥
সে কালিআ রাউতর দাসর মুঁ দাস।
বরুণদাস নাতি মুঁ ভাগীরথী শিষ্য ॥
জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা সুদর্শন।
এহি চারি সামন্তঙ্ক ন জাণই আন ॥
তাঙ্কর নিমক থাই তাঙ্করি চাকিরী।
সে বাহারে নাহি মোর আনরে ফিকিরি ॥

তাহাঙ্কর আজ্ঞারে মো বিরোধী ন ডরি।
বথাণুথাই পদ মুঁ যাহা তাহা করি॥ ৯১০॥
শ্রীজগন্নাথঙ্ক কাঞ্চীকাবেরী-বিজে রস।
পুরুষোত্তমদাস যে রাউতঙ্ক দাস॥ * * *॥

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কাঞ্চী-কাবেরী

(বাংলা)

প্রথম সর্গ

সূচনা

দক্ষিণ জলধি তীরে, নীলগিরি নীল নীরে,
শোভিত কলিঙ্গ নাম দেশ।
কন্দর কেদার বন, অগণন সুশোভন,
প্রবাহিত তটিনী অশেষ ॥
বিন্ধ্যপাদে সমুদ্ভূতা, অমৃত-উদক-পূতা,
রত্নরেণুময়ী মহানদী।
মেঘাসন সমাশ্রিয়া, ব্রাহ্মণী ব্রহ্মার প্রিয়া,
মাননীয়া যথা বিষ্ণুপদী ॥
স্বর্ণরেখা, চিত্রোপলা, খরস্রোতা সুবিমলা,
অতি পুণ্যতর বৈতরণী।
দেবী, দয়া, প্রাচী, সতী, কুশভদ্রা, গন্ধবতী,
ভুবনেশ গমন-শরণী ॥
প্রগাঢ় ভক্তির ফল, পঞ্চদেবতার স্থল,
ভারতে প্রসিদ্ধ পঞ্চ পুর।
নিরখি যুড়ায় নেত্র, বিরজার চারুক্ষেত্র,
যাজপুর তীর্থের ঠাকুর ॥
গয়াসুর নাভিকুণ্ডে, পিণ্ড দিয়ে পিতৃমুণ্ডে,
কৃতকৃত্য হয় জনগণ।
দ্রুপদ-নন্দিনী সঙ্গে, পঞ্চ পাণ্ডু-পুত্র রঙ্গে,
করিলেন যথাবগাহন ॥ ৫ ॥
হর-ক্ষেত্র ভুবনেশ, ধরি গোপালিনী বেশ,
গোচারণ করেন অভয়া।
একাম্রকাননে লীলা, মহামায়া প্রকাশিলা,
সঙ্গেতে বিজয়া আর জয়া ॥
গোপালের বেশে হর, তাঁর প্রেম-ভিক্ষাপর,
গোপালিনী তৃষায় কাতরা।

শূলাঘাতে স্মরহর, নামে শ্রীবিন্দুসাগর,
সরোবর রচিলেন ত্বরা ॥
ভোগবতী ফুঁড়ি জল, প্রবাহিত অনর্গল,
যথা গৌরীকুণ্ড-প্রস্রবণ ।
আর মন পুন যাই, নিরখিয়া আসি ভাই,
কীর্ত্তিকলা পাষাণে লিখন ॥
বুদ্ধ বা বিষ্ণুর স্থান, ধরা-ব্যাপী যশস্থান,
পুরীর প্রধান যেই পুরী ।
যেখানে প্রেমের স্ফূর্ত্তি, চৈতন্য কনকমূর্ত্তি
প্রকাশিলা ভক্তির মাধুরী ॥
ত্যজি জাতি-অভিমান, যেখানেতে অন্ন পান,
একচ্ছত্রে জাতিমাত্রে খায় ।
খাইয়া প্রসাদ-ভাত, মাথায় মুছয়ে হাত,
শৌচাশৌচ কিছুই না চায় ॥ ১০ ॥
সৌরতীর্থ কোণারক, মহারোগ-সংহারক,
আছে মাত্র ভগ্ন-অবশেষ ।
দেখিয়া ভাস্কর-কার্য্য, মনে মনে হয় ধার্য্য,
দেবকারু-শিল্পের উন্মেষ ॥
জিনি উগ্রশ্রবা হয়, তুরঙ্গ পাষাণময়,
দিগ্‌গজ জিনিয়া মাতঙ্গ ।
পাষাণে রচিত নারী, কিবা ভঙ্গী মনোহারী,
অনঙ্গেরে দান করে অঙ্গ ॥
সরোবরে নিরখিয়া, নগ্না যত পিতৃপ্রিয়া,
ব্যাধিগ্রস্ত সন্তাপিত মনে ।
হেথা শাম্ব কৃষ্ণসুত, মহা মাতৃ-ভক্তিযুত,
রোগমুক্ত ভানু-আরাধনে ॥
আয় পুন যাই মন, করিবারে দরশন,
দর্পণ-অচলে গজাননে ।
যেখানে মুক্তাকারা, ঝরিতেছে জলধারা,
মহাবিনায়ক-প্রস্রবণে ॥

পূর্ব্বে এই চারু দেশ, অরণ্যেতে সমাবেশ,
বহুকাল আবৃত তমসে।
নদী প্রবাহিত পলী, পঙ্কে পূর্ণ সর্ব্বস্থলী,
নরের অসাধ্য তথা পশে ॥ ১৫ ॥
ঘোর হিংস্র পশুগণ, বিরাজিত অগণন,
আশীবিষ কত অজগর।
নির্ভয়ে কুরঙ্গপাল, ভ্রমিত পুলিন পাল,
বিনোদ বিচিত্র কলেবর ॥
যূথে যূথে বন-হস্তী, মস্তকে সজ্জিত মস্তি,
মহানন্দে ফিরিত কাননে।
বন-বরাহের দলে, খেলিত কর্দ্দম-জলে,
করাল দশনযুক্তাননে ॥
শিরে খড়্গ সুশোভন, ভ্রমিত গণ্ডারগণ,
দৃঢ়দেহ পাষাণ সমান।
ঘোড়াশিঙ্গা বন্য-হয়, গয়াল-গবয়চয়,
শিরে শোভে ভয়াল বিষাণ ॥
কিবা কালান্তের কাল, ভ্রমিত ব্যাঘ্রের পাল,
দীর্ঘদেহ বৃষভ সোসর।
বিকট প্রকটতর, দন্তচয় ভয়ঙ্কর,
আখি দুটি দেউটি প্রখর ॥
কি ভয়াল অরণ্যানী, ভাবিলে শিহরে প্রাণী,
হয়-ধ্বনি আকাশ ভেদিনী।
তর্জ্জন গর্জ্জন রব, করে হিংস্র পশু সব,
লম্ফে ঝম্পে কম্পিত মেদিনী ॥ ২০ ॥
ভগ্ন-হনু উচ্চ-হনু, শীর্ণতনু স্থূলতনু,
কত জাতি বানর বিহরে।
কুম্ভীর-হাঙ্গরচয়, সুখে চরে জলাশয়,
নদী কিবা হ্রদ-পরিসরে ॥
বিশাল বিশাল শাল, সরল অর্জ্জুন তাল,
বোধিদ্রুম বটতরুবর।

হরীতকী বিভীতকী, পিণ্ডীতকী আমলকী,
গিরিমল্লী জয়ন্তী কেশর ॥
সপ্তপর্ণ উড়ুম্বর, কোবিদার নাগেশ্বর,
মধুদ্রুম পীলু কন্দরাল।
নীপ লোধ্র অরুম্বর, পিয়াল পিপাসাহর,
পারিভদ্র প্লক্ষ কৃতমাল ॥
পলাশ পুন্নাগ চারু, ব্রহ্মদারু দেবদারু,
তিনিশ শিরীষ সুকুমার।
শমী শ্যামা কুরুবক, অশোক চম্পক বক,
সিন্দুক তিন্দুক বহুবার ॥
বিবিধ বিহঙ্গচয়, গান করে মধুময়,
নানা রঙ্গে সুরঞ্জিত কায়।
স্বেচ্ছামতে খায় ফল, পিয়ে নির্ঝরের জল,
বিলসিত তরুলতিকায় ॥ ২৫ ॥
শূন্যে উড়ে ভরদ্বাজ, নানা স্বরে ভীমরাজ,
থেকে থেকে জাগাইত বনে।
ডাকে বন-পারাবত, স্বরে গম্ভীরতা কত,
চাতক ডাকিত ঘন ঘনে ॥
বনপ্রিয় সেই বনে, পরম আনন্দ মনে,
করিত স্বগণে সুখে বাস।
কন্দরেতে সারি সারি, আলাপ করিত শারী,
আহা মরি কি মধুর ভাষ ॥
না ছিল বন্ধন ত্রাস, সুখে বিহরিত চাষ,
দিবানিশি ডাকিত দাত্যূহ।
লইয়া স্বদল সঙ্গে, ময়ূর নাচিত রঙ্গে,
প্রসারিয়া কলাপসমূহ ॥
কুক্কুভ চকোর লাব, খঞ্জনের কিবা ভাব,
রমণীর নেত্র অনুকারী।
তাম্রচূড় স্বর্ণচূড়, জিবঞ্জীব গুড়গুড়,
বিষ্ণু-ভক্ত শুক বনচারী ॥

কিবা নদীগর্ভময়, চরিত কাদম্বচয়,
চক্রবাক সারস শরাল।
মৃণাল লইয়া মুখে, সন্তরিত মহাসুখে,
দলবল বাঁধিয়ে মরাল ॥ ৩০ ॥
রজনীতে ঝিল্লীরবে, নিদ্রায় নিস্তব্ধ সবে,
কেবল জাগিত ব্যাঘ্রগণ।
নয়নে মশাল জ্বলে, আহার অন্বেষি চলে,
মাঝে মাঝে ভীষণ গর্জ্জন ॥
কোটী কোটী হীরাচুর, তিমির করিত দূর,
বনে জ্যোতিরিঙ্গন-নিকর।
যার গুণে চলদল, অপুষ্পেও অবিরল,
অগ্নিময় পুষ্পের আকর ॥
এইরূপে কত কাল, ছিল বন্য পশু-শাল,
মহারণ্যময় এই দেশ।
প্রকৃতির আদিমূর্ত্তি, কাননে পাইত স্ফূর্ত্তি,
মনুষ্য না করিত প্রবেশ ॥
পরাক্রান্ত আর্য্যজাতি, করে লয়ে বেদবাতী,
এল পঞ্চনদ পার হয়ে।
ব্যাপ্ত আর্য্যাবর্ত্তময়, অনার্য্য অসভ্যচয়,
কাননে পলায় প্রাণ লয়ে ॥
উত্তরেতে হিমালয়, দক্ষিণেতে শিলোচ্চয়,
বিন্ধ্য নামে সীমার নির্দ্দেশ।
পশ্চিমেতে বিনশন, পূর্ব্বসীমা নিরূপণ,
পুণ্যময় প্রয়াগ প্রদেশ ॥ ৩৫ ॥
এ সীমা লঙ্ঘন করি, পুণ্যভূমি পরিহরি,
যে যাইত তার জাতি নাশ।
দক্ষিণাপথ বা অঙ্গে, কিবা ত্রিকলিঙ্গ বঙ্গে,
ছিল মাত্র ম্লেচ্ছের নিবাস ॥
কিন্তু মধুমক্ষিকার, যত বাড়ে পরিবার,
ততই চক্রের সীমা বাড়ে।

সেইরূপ আর্য্যবংশ, অনার্য্যে করিয়া ধ্বংস,
ব্যাপ্ত ভারতের চক্রবাড়ে ॥
এই সে অরণ্য-দেশে, প্রথমেতে ছিল এসে,
আর্য্য-ভয়ে ওড্র ভিল্ল কুলী।
দ্বাপরের শেষ-ভাগে, রণজয় অনুরাগে,
সমাগত আর্য্য কতগুলি ॥
ক্রমে যত অনাচার, ম্লেচ্ছ করে পরিহার,
আর্য্য-ভূমি হ'ল ম্লেচ্ছ-দেশ।
কত তীর্থ প্রকটন, করিলেন মুনিগণ,
দেবদেবীগণের প্রবেশ ॥
ক্রমে যত খর রবি, ধরা ধরে অন্ত ছবি,
সেই রূপ সমাজের গতি।
যাগে হিংসা অপকর্ম্ম, অহিংসা পরম ধর্ম্ম,
প্রকাশিলা গোতম সুমতি ॥ ৪০ ॥
হ'ল কত কাল গত, এই দেশে সমাগত,
তথাগত-মত নিরমল।
হিংসাধর্ম্মে ঘোর বৈর, হেথায় ভূপতি ঐর,
রাজ্য করে বল দশবল ॥
হেথা সেই ধর্ম্মাশোক, নিস্তার করিল লোক,
ধর্ম্ম-উপদেশ করি দান।
অদ্যাপি ধবলাচলে, স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপলে,
পরিচয় দিতেছে পাষাণ ॥
পিতা মাতা প্রতি ভক্তি, বনিতায় প্রেমাসক্তি,
সুতে স্নেহ, কুটুম্বে আদর।
ভ্রাতৃভাব সর্ব্ব নরে, সমভাব ঘরে পরে,
বর্ষীয়ানে শ্রদ্ধা নিরন্তর ॥
দয়া সর্ব্ব জীব প্রতি, শান্তিরসে মুগ্ধ মতি,
অবিরত জ্ঞানের সন্ধান।
শাক শস্য অন্ন সুধা, নিবারণ করে ক্ষুধা,
বিমল সলিল মাত্র পান ॥

বিহিত প্রশান্ত মনে, বসিয়া বিজন বনে,
ঈশ্বরের ধ্যানে স্নিগ্ধ প্রাণ।
ভাবভরে নিমীলিত, নেত্র-অশ্রু বিগলিত,
সুখের নাহিক পরিমাণ ॥ ৪৫ ॥
কিন্তু এই সার মত, যুগান্তে হইল গত,
মানুষের মন স্থির নয়।
যথা নব নব ফুলে, ভ্রমরা ভ্রমেতে ভুলে,
ভ্রমণেতে সংবরে সময় ॥
পুনর্ব্বার ফুলদলে, চন্দন তণ্ডুল ফুলে,
পরমেশে পূজার বিধান।
পুরোহিতে দিয়ে বস্থ, পাপে পরিত্রাণ অস্থ,
পশু ছেদি পুন বলিদান ॥
মৃত্তিকা পাষাণ দারু, বিরচিত বিশ্বকারু,
পুন প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে।
বাজাইয়া ঢাক ঢোল, করি মহা গণ্ডগোল,
ছেলে-খেলা দেবদেবী লয়ে ॥
বর্ষ পঞ্চদশ শত, অধুনা হইল গত,
মগধ-ঈশ্বর ভবগুপ্ত।
বার বার আক্রমণে, তাড়াইল বৌদ্ধগণে,
বিশ্বজিত-মত তাহে লুপ্ত ॥
যযাতি-কেশরী নাম, সেনাপতি গুণধাম,
সন্ধি-বিগ্রহের অধিকারী।
বৌদ্ধের গৌরবহর্ত্তা, প্রথম শাসনকর্ত্তা,
কটকের সূত্রপাতকারী ॥ ৫০ ॥
অন্বেষিয়া জগন্নাথে, বলভদ্র ভদ্রা সাথে,
দেউলেতে বসাইলা পুন।
বলি যাগ যজ্ঞ হোম, পঞ্চ-দেব পূজাস্তোম,
কলিঙ্গেতে বৃদ্ধি বহুগুণ ॥
অব্রাহ্মণ এই দেশ, নিরখি অন্তরে ক্লেশ,
কনৌজীয় অযুত ব্রাহ্মণ।

নিমন্ত্রিয়া আনি রায়, ভূমি দিয়া কোশলায়,
বসাইলা ব্রাহ্মণ-শাসন ॥
তাম্রপটে এসকল, কীর্ত্তিকলা অবিকল,
পরিচয় দেয় অদ্যাবধি ।
দ্বিতীয় যযাতি সম, অনুপম পরাক্রম,
সীমাহীন যশের জলধি ॥
এই সে কেশরী-বংশ, কত নৃপ-অবতংস,
উৎকলের মহিমা আকর ।
দেখহ ভুবনেশ্বরে, কি কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে,
ললাটেন্দুকেশরী প্রবর ॥
শ্রীমন্দির শৈলসম, কারুকর্ম্ম অনুপম,
বারো শত বৎসর অতীত ।
তথাপিও বোধ হয়, যেন দেবালয়চয়,
এই মাত্র হয়েছে নির্ম্মিত ॥ ৫৫ ॥
নৃপতিকেশরী নাম, স্থাপিলা কটক ধাম,
দুই ধারা মহানদী-মুখে ।
পাঠান করিল ক্ষয়, তাঁর কীর্ত্তি-কলাচয়,
স্মরণে হৃদয় দহে দুঃখে ॥
খর স্রোতে ভাঙ্গে তীর, মকরকেশরী বীর,
পাষাণের বন্ধে বন্ধ করে ।
অদ্যাপি দেখহ আসি, কি অক্ষয় কীর্ত্তিরাশি,
আছে এই কটক-নগরে ॥
কালে সব হয় ধ্বংস, কালে এ কেশরী-বংশ,
উড়িষ্যায় পাইল বিরাম ।
তেজি গোদাবরী-তীর, এ'ল এক মহাবীর,
গঙ্গাবংশী চোরগঙ্গ নাম ॥
তার পুত্র গঙ্গেশ্বর, মহা কীর্ত্তি-কলাধর,
পঞ্চ কটকের অধীশ্বর ।
উত্তরেতে বিষ্ণুপদী, দক্ষিণেতে কৃষ্ণানদী,
শাসনের সীমা সুবিস্তর ॥

সে বংশে মহিমাসীম, ভূপাল অনঙ্গভীম,
বড় দেউলের প্রতিষ্ঠাতা।
কটকেতে পরিপাটী, কিবা দুর্গ বারোবাটী,
এবে শুধু মনস্তাপদাতা॥ ৬০ ॥
হায় রে ইংরাজ রাজ, করিলি গর্হিত কাজ,
তোরা নাকি কীর্ত্তির প্রহরী ?
তবে কেন করি চুর, সেই বারোবাটী পুর,
হিন্দুর গরিমা নিলে হরি ?
তাঁর পৌত্র গুণাকর, নরসিংহ নরবর,
কোণার্ক তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা।
শিবাই সান্ত্রার কাজ, বিশ্বকর্ম্মে দেয় লাজ,
এবে সব নষ্ট, হা বিধাতা॥
নেত্র-বাসুদেব নাম, ছিল রাজা গুণগ্রাম,
চারি শ পঁচিশ বর্ষগত।
অপুত্রক নরপতি, সতত বিষণ্ণমতি,
রাজকার্য্যে উৎসাহ-বিহত॥
একদিন শ্রীমন্দিরে, দেব-দর্শনান্তে, ফিরে,
যাইবার সময় রাজন।
দেখিলেন মতিমান, অতিশয় রূপবান,
যুবা এক করিছে ভ্রমণ॥
সূর্য্যবংশী রাজপুত, সর্ব্ব সুলক্ষণযুত,
বিভূষিত বহু গুণ-জ্ঞানে।
মিষ্টালাপে তুষ্ট হয়ে, রাজা তারে সঙ্গে লয়ে,
রাখিলেন নিজ সন্নিধানে॥ ৬৫ ॥
স্বপনেতে প্রত্যাদেশ, পাইলেন উৎকলেশ,
পুত্ররূপে করিতে গ্রহণ।
কপিলেন্দ্রদেব নাম, অসীম যশের ধাম,
যৌবরাজ্যে পাইলা বরণ॥

ইতি গ্রন্থ-সূচনা নামক প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ

কথারম্ভ

নেত্র-বাসুদেব অন্তে কপিলেন্দ্র রাজ।
উৎকলের সিংহাসনে করিলা বিরাজ ॥
সহস্র সমর-জয়ী বিক্রমে কেশরী।
বিস্তারিল নিজ রাজ্য বহু রাজ্য হরি ॥
শাসনের সীমা সেতুবন্ধ রামেশ্বর।
রাজধানী ছিল রাজমাহেন্দ্রী নগর ॥
বিশ পুত্র নৃপতির বড় বলীয়ান্।
হামীর বলিয়া তারা পাইল আখ্যান ॥
অগ্রজ বলহামীর বলরাম প্রায়।
গদাযুদ্ধে কালপাত করে মহাকায় ॥ ৫ ॥
দ্বিতীয় কালহামীর দুই স্কন্ধে তূণ।
সব্যসাচী প্রায় শর-সন্ধানে নিপুণ ॥
যযাতি-হামীর নামে তৃতীয় কুমার।
অসি-চালনায় তার তুল্য নাহি আর ॥
এইরূপে অস্ত্রে শস্ত্রে পটু বিশ সুত।
কিন্তু কেহ নহে বিদ্যা-বিজ্ঞান-বিযুত ॥
ব্যসনে সময় হরে, নিরখি রাজন।
বিজনে বসিয়া সদা ব্যাকুলিত মন ॥
পরস্পর ঈর্ষাভাব, বিবাদ প্রবল।
হায় রে দৈহিক বল! অনর্থ কেবল ॥ ১০ ॥
রাজা ভাবে মম অন্তে এই পুত্রগণ।
লাঠালাঠি করিবেক রাজ্যের কারণ ॥
অহুদিন এই চিন্তা কি হইবে শেষ।
নির্ভর ইহাতে মাত্র প্রভুর আদেশ ॥
এক দিন স্বপ্নে দেব দেন প্রত্যাদেশ।
"মম অভিলাষ যাহা শুনহ নরেশ ॥
"কালি সন্ধ্যা আরতির সময় যখন।
"দর্শনার্থে মন্দিরে করিবে আগমন ॥

"বাইশ সোপান আরোহণের সময়।
"পশ্চাতে থাকিয়া যেই তোমার তনয় ॥ ১৫ ॥
"অংশুকের অধোভাগ করিয়া ধারণ।
"ধীরে করিবেক তব পদানুসরণ ॥
"তাহারেই যৌবরাজ্য করিবে বরণ।
"তব অন্তে উড়িষ্যার রাজা সেই জন ॥"
প্রত্যাদেশ পেয়ে নৃপ হরষিত মন।
পর দিন প্রদোষেতে সহিত স্বগণ ॥
দেব-দরশনে যান সহ সব সুত।
দেখ দেখি! ঈশ্বরের খেলা কি অদ্ভুত ॥
ভাবি প্রত্যাদেশ কথা অস্থির নরেশ।
বাইশ সোপানোপরে করিলা প্রবেশ ॥ ২০ ॥
সপ্ত পীঠ উপরেতে উঠিবার কালে।
অংশুকের সীমা লগ্ন চরণান্তরালে ॥
পশ্চাতে থাকিয়া এক যুবক সুন্দর।
সীমা উঠাইয়া ধরে যেরূপ কিঙ্কর ॥
মুখ ফিরাইয়া রাজা করেন দর্শন।
নিজ উপজায়া-জাত পুত্র সেইজন ॥
নামেতে পুরুষোত্তম রূপের নিধান।
ভূপতির প্রতিকৃতি, পরম ধীমান্ ॥
কিবা জন্ম-ত্রুটি তার খণ্ড তপোফলে।
কলঙ্কী শশাঙ্ক প্রায় উদিত ভূতলে ॥ ২৫ ॥
পুনরায় হেরে রায় সে বিশ নন্দন।
সোপানে নিশ্চিন্ত মনে করিছে গমন ॥
তাঁহার উদ্বেগে মাত্র উৎকণ্ঠিত নয়।
পাষণ্ড কি ষণ্ড তারা তনয় ত নয় ॥
পুরুষোত্তমের প্রতি রাজা সেইক্ষণ।
অতিশয় স্নেহভরে করেন ঈক্ষণ ॥
মনে মনে চিন্তা এই, "একি কুঘটন?
সন্তাপের হেতু সাত সুজাত নন্দন!

বিজাতেরে রাজ্য দিতে প্রভুর আদেশ।
হায় হায়! মম ভাগ্যে এই ছিল শেষ॥" ৩০ ॥
সম্বোধি সে স্নভগেরে কহেন রাজন।
"রাজপুরে থাক তুমি, আমার সদন॥"
রাজার দেখিয়া ভাব, শুনি সেই কথা।
অমাত্যসমূহ করে ঠারাঠারী তথা॥
সেই দিনাবধি রাজকুমার সোসর।
রাজপুরে বাড়িল তাহার সমাদর॥
যত পরিচার আর পারিষদ-গণ।
যুবরাজ বলি তারে করে সম্বোধন॥
কুণ্ঠিত হামীরগণ, অনুতপ্ত মন।
দেখা মাত্র দহে গাত্র ঈর্ষা-হুতাশন॥ ৩৫ ॥
সংগোপনে বসি সদা করয়ে মন্ত্রণা।
কেমনে বিগত হবে প্রাণের যন্ত্রণা॥
সবে বলে মার দুষ্টে বিহিত সন্ধানে।
নির্জ্জনে যখন পাবে সংহারিবে প্রাণে॥
একদা বলহামীর অগ্রজ কুমার।
চরণ চারণ করে যথা সিংহদ্বার॥
প্রদোষ সময়, সঙ্গে নাহি আর কেহ।
ঈর্ষায় আরক্ত নেত্র, প্রকম্পিত দেহ॥
করেতে তোমর এক ভয়াল বিশাল।
ভ্রমিছে তথায় যেন কালান্তের কাল॥ ৪০ ॥
সন্ধ্যাধূপ অন্তরে পুরুষোত্তম রায়।
সিংহদ্বারে হামীরেরে দেখিবারে পায়॥
কুমারের ভাব দেখি দুরুদুরু হিয়া।
হামীর কহিছে "শুন, শুনরে পুরিয়া॥
"সিংহের বিবরে রাজা বঞ্চক শৃগাল।
"তুই নাকি উড়িষ্যার হইবি ভূপাল?
"কলিকাল হ'ল ঘোর, কিবা আর বাকী?
"যৌবরাজ্যে টীকা তুই পেয়েছিস্ নাকি?

"ভাল, ভাল, তাই ভাল! নাহি কিছু ক্ষতি।
"কিন্তু আমি অস্ত্র এক ছাড়ি তোর প্রতি ॥ ৪৫ ॥
"রে বর্ব্বর যদি সামালিতে পার তায়।
"নিশ্চয় জানিব তোরে ঠাকুর সহায় ॥"
এত বলি গরজিয়া ছাড়িল তোমর।
অব্যর্থ সন্ধান তার জানে সর্ব্ব নর ॥
দেখহ দৈবের কর্ম্ম, বিষম দুর্গম।
অবহেলে সামালিল শ্রীপুরুষোত্তম ॥
লক্ষ্য হ'ল ব্যর্থ, ব্যর্থ তোমর বিশাল।
কর প্রসারিয়া ধরে যেমন মৃণাল ॥
লজ্জাভরে অধোমুখ হইল হামীর।
চকিত হইল স্থির, হৃদয় অস্থির ॥ ৫০ ॥
ভাবী ভাবি আরো মনে বাড়ে মহাক্লেশ।
পলায় দক্ষিণাপথে পরিহরি দেশ ॥
অনন্তর বিভু-পদে ভক্তি-নম্র কায়।
শ্রীপুরুষোত্তম রায় প্রণত তথায় ॥
ইষ্টদেবে স্মরি মনোদুঃখ গেল দূরে।
ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল রাজপুরে ॥
কত দিনান্তরে ঋতু নিদাঘ প্রবেশ।
খরতর কর-শর বরিষে দিনেশ ॥
প্রতপ্ত পৃথিবী, পয়ঃ, প্রতপ্ত পবন।
উপবনে যায় লোক, ত্যজিয়া ভবন ॥ ৫৫ ॥
কিবা বনে, উপবনে, কিবা গিরিবনে।
ম্লানবর্ণ, শীর্ণপর্ণ, দ্রুমলতাগণে ॥
তাপে তপ্ত মৌনব্রত বিহঙ্গমগণ।
পল্লবের আড়ে করে দেহ সংগোপন ॥
আরক্তিম তালু কণ্ঠ বিশুষ্ক রসনা।
মুক্তমুখে করে পবনের উপাসনা ॥
কোথায় রয়েছে বায়ু, না হয় সন্ধান।
সুষুপ্ত জগৎ, কিবা শ্বাসগত প্রাণ ॥

শ্বাসের সঞ্চার নাই স্তম্ভিত সকল।
চিত্র-লিখিতের প্রায় অচল সচল ॥ ৬০ ॥
না নড়ে তরুর পাতা, মৃত-প্রায় লতা।
বায়ুভোগ-বিরহে বিহত মহীলতা ॥
জগৎজীবন যেই, অভাবে তাহার।
জগতে কি থাকে আর, শোভার সঞ্চার ?
একে অন্তর্হিত বায়ু, তাহাতে তপন।
বরিষে কিরণ যেন হোম-হুতাশন ॥
যেন জ্বরে দগ্ধ-তনু বসুমতী মাতা।
অকালে কি সৃষ্টিনাশ করিছেন ধাতা ?
ফেন-লালাবৃত মুখে রসনা চলিত।
হের ! হিংস্র বনচর কিবা বিকলিত ॥ ৬৫ ॥
বিক্রম-বিহত ব্যাঘ্র, লুকায় গহ্বরে।
বারি অন্বেষিয়ে ফিরে মহিষনিকরে ॥
বনবরাহের দল পশিল পুষ্করে।
গড়াগড়ি যায়, তাপ নিবারণ তরে ॥
ভয়ঙ্কর ভাব একি নিরখি কাননে।
অবতীর্ণ হুতাশন সহস্র আননে ॥
বিকচ কুসুম্ভ কিবা সিন্দূর বরণ।
অমনি প্রবল বেগে উঠিল পবন ॥
পবনে পাবকে মিলে ঘন আলিঙ্গনে।
ভস্ম-সার করিতেছে তরুলতাগণে ॥ ৭০ ॥
পলায় বিহগকুল তেজিয়া বিটপী।
তরু পরিহরি ধায় দলে দলে কপি ॥
তরু দহি নিরাশ্রয় প্রচণ্ড অনল।
বনভূমে তৃণদলে পড়ে অনর্গল ॥
বেণুবনে অতি বেগে দীপ্ত ক্ষণে ক্ষণে।
চটপট ঘোর শব্দ গহনে কাননে ॥
কিবা চারু কষিতকাঞ্চন-কলেবরে।
শিমুলের বনে জ্বলে কোটরে কোটরে ॥

পলায় কুরঙ্গদল হইয়া বিকল।
ভয়ঙ্কর ভাব একি ধরে দাবানল ॥ ৭৫ ॥
কি শোভা রজনীকালে শেখরে শেখরে!
প্রকটিত দাবানল দ্বিতীয় প্রহরে ॥
নীলবর্ণ নগশ্রেণী দীর্ঘ কলেবর।
থাকে থাকে দাঁড়াইয়া যেন নিশাচর ॥
অনলের শিখারাজী শোভে শিরোপর।
ত্রব স্বর্ণময় কিবা মুকুট স্থন্দর ॥
কভু লুপ্ত, কভু দীপ্ত, হয় প্রতিক্ষণে।
অভিনব আশা যথা প্রেমিকের মনে ॥
শেখরে নিভিলে অগ্নি প্রভাত-সময়।
ধূমময় দেখা যায় যারু চূড়াচয় ॥ ৮০ ॥
প্রভাত-ভানুর ছটা লাগিয়াছে তায়।
ধীর সমীরণে চলে অচলের কায় ॥
কভু আসি পড়িতেছে চরণে তাহার।
শ্যামার চরণে কিবা জবাপুষ্প-হার!
সাগরের গর্ভ তেজি সংযত স্বগণে।
ভানুকরে বাষ্পরাশি উঠিয়া গগনে ॥
নানারূপ মেঘাকারে হয়ে পরিণত।
আকাশেতে চলিতেছে গজযূথ মত ॥
প্রভাতে প্রত্যহ আসি হয় দৃশ্যমান।
কিন্তু কভু বিন্দু বারি নাহি করে দান ॥ ৮৫ ॥
কখন কখন তর্জে গর্জে ঘোরতর।
চমকে চপলা বালা হাসায়ে অম্বর ॥
বোধ হয় এইক্ষণে হইবে বরষা।
স্বপ্নের সমান সেই বিফল ভরসা ॥
দিন দিন ক্ষীণ-বারি যত জলাশয়।
বিষম বিপদাপন্ন জলচরচয় ॥
শুখাইছে সরোবরে সরোজের বন।
কোনমতে স্বল্প জলে বাঁচায় জীবন ॥

হায় যেই ভানুকরে ফুটে শতদল।
সেই ভানু করে তার জীবন বিকল! ৯০ ॥
সরোবরে স্নান আর নাহি হয় সুখে।
পঙ্কময় পয়ঃ তপ্ত মধ্যাহ্ন-ময়ূখে॥
মন্ত্রণা করিল যত রাজার কুমার।
চল সবে সিন্ধুজলে করিব বিহার॥
পুরিয়ারে সঙ্গে লয়ে স্বকার্য্য সারিব।
সন্তরণ দিতে দিতে বুড়ায়ে মারিব॥
চলিল কুমারগণ জলধির তীরে।
নানা জল-কেলি আরম্ভিল নীল নীরে॥
তরল তরঙ্গমালা, ধায় উভরড়ে।
বেলাকূলে আসি তূর্ণ, চূর্ণ হয়ে পড়ে॥ ৯৫ ॥
নিরমল ফেনরাশি নাচে শূন্যোপরে।
নানা রঙ্গ ফলে তাহে দিনকর করে॥
হরিত, লোহিত, পীত, পাটল আকার।
কত লক্ষ স্ফটিকের জ্বলে দীপাধার॥
টল টল, ঢল ঢল, পবন হিল্লোলে।
যেন মদে মত্ত হয়ে পড়িতেছে ঢ'লে॥
গরজ, গরজ, সিন্ধু! গরজ গভীর।
কোনকালে স্থির নহে তোমার শরীর॥
চিরকাল একভাব, আর একতান।
তুমি মাত্র অনন্ত শক্তির অভিজ্ঞান॥ ১০০ ॥
তুমি মাত্র অনন্তকালের অবছায়া।
সর্ব্বদেশে বিস্তারিত আছে তব কায়া॥
সর্ব্বজাতি প্রতি তুমি সাধারণ ধন।
পক্ষপাত নাহি তব সকলে স্বজন॥
ধরাতলে আছে যত তরঙ্গিণীগণ।
তব দেহে সকলের বেগ প্রশমন॥
কলিঙ্গ কি বঙ্গ দেশে খেলে যেই নীর।
সেই নীরে ধৌত পুন ইংলণ্ডের তীর॥

তোমার উদারভাব হেরি পুন পুন।
হায় কেন নরজাতি না শিখে সে গুণ? ১০৫ ॥
তোমার সহিত তারা দেয় হে তুলনা।
অর্থহীন কল্পনা সে, বিফল কল্পনা ॥
গুণের সাগর এই, রূপ-রত্নাকর।
যশের জলধি এই, রসের সাগর ॥
ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ যারা তব বিম্বাকার।
হায়! তারা কেন করে এত অহঙ্কার?
এই দেখ, এই ছার রাজপুত্রগণ।
ঈর্ষানলে অনুক্ষণ সন্তাপিত মন ॥
কিন্তু যথা প্রদীপে পতঙ্গ ভস্ম হয়।
অচিরাৎ সে অনলে পাইবে অত্যয় ॥ ১১০ ॥
মুখেতে অমৃত ক্ষরে, গরল হৃদয়ে।
মারিতে প্রাণের বৈরী, আভীরী তনয়ে ॥
ভাইগণে সম্বোধিয়ে কহে একজন।
"ডুবিয়া থাকিতে কেবা পার কতক্ষণ ॥
দুইজনে, দুইজনে, পরীক্ষা হইবে।
যে হারিবে, জয়ীজনে স্কন্ধেতে লইবে" ॥
এইমত খেলা হইতেছে কতক্ষণ।
দেখহ দৈবের খেলা কূটনির্ব্বন্ধন ॥
শ্যামল-হামীর নামে কনিষ্ঠ নন্দন।
পুরিয়ার প্রতিদ্বন্দী হ'ল সেইজন ॥ ১১৫ ॥
দুইজনে নিমজ্জিত হ'ল সিন্ধু-নীরে।
বাকি সব রাজপুত্র দাঁড়াইয়া তীরে ॥
কিছুক্ষণ পরে তারা, পড়ে ঝাঁপ দিয়ে।
পুরিয়ারে অন্বেষিছে জল-মধ্যে গিয়ে ॥
তার পরিবর্ত্তে তারা শ্যামলে ধরিয়া।
কণ্ঠ-আকর্ষণে ক্ষণে ফেলিল মারিয়া ॥
তরঙ্গে ভাসিয়া গেল তার কলেবর।
তীরে উঠে ভাইগণ আনন্দ অন্তর ॥

উঠিয়া নিরথে তারা চক্রতীর্থ মূলে।
দাঁড়ায়ে পুরুষোত্তম আছে বেলাকূলে ॥ ১২০ ॥
দেখা-মাত্র সকলের শুখাইল মুখ।
স্তম্ভিতের মত চায়, শোকে দহে বুক ॥
ইতিকর্ত্তব্যতা-হত ধৃত চৌর প্রায়।
মনে ভয় কেহ যদি জানায় রাজায় ॥
নিস্তার কোথায় তার দোষী যেই জন ?
অনুতাপ-হুতাশনে দগ্ধ হয় মন ॥
হৃদয়স্থ আত্মদেব দেন শাস্তি ঘোর।
কিবা দিবা বিভাবরী ভীত যেন চোর ॥
অনুক্ষণ ভাবে হায় কি করিনু আমি।
ভুলেছিনু হৃদয়ে রাজিত অন্তর্যামী ॥ ১২৫ ॥
অগণিত বৃথা ভয়ে তনু হয় ক্ষীণ।
পাণ্ডুর বদনভাগ—যেন প্রাণহীন ॥
লোকনে অক্ষম সেই প্রভাতের শোভা।
পূর্ব্বভাগে স্মিত যবে ঊষা মনোলোভা ॥
প্রকৃতি বিকৃতরূপ তাহার নিকটে।
তার তরে বৃথা ভানু দিবস প্রকটে ॥
সরোবরে বৃথা ফুটে কমল কহ্লার।
উপবনে বৃথা ছুটে সুরভি-সম্ভার ॥
তার তরে বিফলে বিহঙ্গ গান করে।
বিফলে শারদ-শশী অমৃত বিতরে ॥ ১৩০ ॥
সদা যেন তিমিরে আচ্ছন্ন দিগ্‌দশ।
হলাহল সম বোধ হয় সুধারস ॥
লোকালাপে ভুলিবারে প্রাণের বেদন।
দিনে জনপূর্ণ স্থানে ধায় সেই জন ॥
বিফল সে সব চেষ্টা, বিতর্ক অন্তরে।
নয়ন-ভঙ্গীতে লোক ইঙ্গিত কি করে ?
দিবসে এরূপ আত্মদেবের ঘাতন।
রজনীতে আরো বাড়ে মনের যাতন ॥

এইরূপ অন্ততপ্ত রাজপুত্রগণ।
কি হইবে কোথা যাবে চিন্তা অনুক্ষণ ॥ ১৩৫ ॥
নির্জ্জনেতে যুক্তি স্থির করি পরিশেষে।
সংগোপনে পলাইল পশ্চিম-প্রদেশে ॥
কপিলেন্দ্রদেব শুনি এই সমাচার।
মোহ মুগ্ধ হয়ে পড়ে করি হাহাকার ॥
দশরথ-প্রায় রাজা পেয়ে পুত্র-শোক।
কিছুদিন অন্তরেতে প্রাপ্ত পরলোক ॥
শ্রীপুরুষোত্তম-দেবে তবে মন্ত্রিগণে।
অভিষিক্ত করে গজপতি-সিংহাসনে ॥
রামরাজা-প্রায় রায় স্বরাজ্য-শাসনে।
দুষ্টের দলনে আর শিষ্টের পালনে ॥ ১৪০ ॥
প্রখরপ্রতাপ অতি ধীমান্ শ্রীমান্।
কর্ণের সমান দানে, যশের নিধান ॥
শূরবীরপণ্ডিত-মণ্ডিত মহারাজ।
বিক্রম-আদিত্য সম শোভিত সমাজ ॥
জঙ্গলীয় রাজগণ কিঙ্কর সমান।
কেহ ধরে পানদান, কেহ পিকদান ॥
কেহ শিরে ধরে ছত্র, কেহ মৌরছল।
কেহ মুখঅগ্রে ধরে দর্পণ বিমল ॥
তার প্রতি যেই দেশ করিলা অর্পণ।
অদ্যাপি বিখ্যাত নাম আছয়ে দর্পণ ॥ ১৪৫ ॥
অদ্যাপি পুরুষোত্তমপুর বর্ত্তমান।
কিন্তু সিংহকুল পরে হ'লে মুসল্মান ॥
সেইরূপ গড়পদা ভূঞার কুমার।
অর্থ-লোভে করে ব্রহ্মধর্ম্ম-পরিহার ॥
হেনমতে কত শত কীর্ত্তির আধান।
কেবল কুলেতে কালী কলঙ্কী সমান ॥
কিন্তু রাজ-লক্ষ্মী যারে করেন বরণ।
কি ছার পদার্থ তার কুলের গঞ্জন ?

রাজ-রাজ-চক্রবর্ত্তী কুণ্ড গোলকাদি।
পাণ্ডু আর যুধিষ্ঠিরে কেবা প্রতিবাদী ? ১৫০ ॥
ভোজরাজ, মদ্ররাজ, দ্রুপদ নৃপতি।
পাণ্ডবে কুটুম্ব করি চরিতার্থ অতি ॥
সেইরূপ উৎকলের অধিপতি প্রতি।
কন্যাদানে অগ্রসর কত মহীপতি ॥

ইতি কথারম্ভ নাম দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

পদ্মাবতী

কিবা অপরূপ, পদ্মাবতী-রূপ,
অল্পবয়সী বালা।
কেতকী কুসুম, কেশর কুঙ্কুম
লাবণ্য ফুলের ডালা॥
নয়ন সুন্দর, নীল-নিভাধর,
কাজলে উজল ভাতি।
যেন ইন্দীবরে, অলি শোভা করে,
রবহীন মদে মাতি॥
পলকে পলকে, দামিনী দলকে,
চমকে যুবক-প্রাণ।
আকর্ণ সন্ধান, কামের কামান,
যুগল ভুরুর টান॥
অধরোষ্ঠ কিবা, প্রবালের ডিবা,
দশন মুকুতাধার।
মৃদু মৃদু হাসে, দর পরকাশে,
কি শোভা করে সঞ্চার॥
নাসিকার কোলে, গজমোতী দোলে,
তিলফুলে হিমকণা।
প্রলম্বিত বেণী, নাগিনীর শ্রেণী,
উভে কি বিস্তার ফণা॥ ৫॥
প্রতিভার খনি, চন্দ্রসূর্য্য মণি,
সীমন্ত শ্রীমন্ত করে।
রত্ন-কর্ণফুল, শোভে কর্ণমূল,
দোলে কি আনন্দ ভরে?
পাটলী কি রসে, কপোলে বিকসে,
কপাল কি আধ-ইন্দু?

মৃগাঙ্কের প্রায়, শোভিছে কি তায়,
মৃগমদ লেখা বিন্দু ?
রাঙা কোকনদ, শ্রীকর শ্রীপদ,
অঙ্গুলী চাঁপার কলী।
রসপ্রস্রবণ, প্রথম যৌবন
কিবা ভাব টলটলী॥
নানা গুণবতী, সুশীলা সুমতী,
ঈশ্বরে অচলা রতি।
মধুর গভীর, সুধা সম গির,
মোহিত করয়ে মতি॥
কিবা নতশিরে, গতি অতি ধীরে,
সলজ্জ মধুর ভাব।
সুলক্ষণযুতা, কিবা সিন্ধুসুতা,
কাঞ্চীপুরে আবির্ভাব॥ ১০॥
বীণা বেণু আদি, সুস্বর সম্বাদী,
যন্ত্রতন্ত্রে মূর্ত্তিমতী।
সারদা সমানা, নৃত্যগীত নানা,
শিখিয়াছে চারুমতি॥
নাটক নাটিকা, শব্দশাস্ত্র টীকা,
কাব্য আর অলঙ্কার।
ছন্দো ব্যাকরণ, দর্শনে দর্শন,
শ্রুতি শ্রুতি-অলঙ্কার॥
সর্ব্ব কলাবতী, যথা ভানুমতী,
চিত্রে চিত্রলেখা বালা!
অপূর্ব্ব রমণী, নারী-শিরোমণি,
কিবা বৈজয়ন্তী-মালা॥
দিন দিন তার, পদ্মবনাকার,
প্রকটিত হেরি রূপ।
সমযোগ্য বর, না হয় গোচর,
চিন্তিত হইলা ভূপ॥

সচিবের সহ, বসি অহরহ,
কতরূপ যুক্তি করে।
বিভবে বিপুল, রূপেতে অতুল,
কে-আছে ভব-ভিতরে ? ১৫ ॥
স্থির অবশেষ, উড়িষ্যা-নরেশ,
শ্রীপুরুষোত্তম রায়।
কন্দর্প সমান, রূপের নিধান,
বিক্রমে বিক্রম প্রায় ॥
শুনি সমাচার, উড়িষ্যা-রাজার,
হৃদয়ে উদয় প্রীতি।
কাঞ্চীশ সদন, চারণ প্রেরণ,
করিলেন যথা নীতি ॥
কহে মন্ত্রিবর, যুড়ি দুই কর,
"অবধান মহীপতি।
রূপে অতুলনা, কমলা-কলনা
ললনার সার সতী ॥
ভুবন-ভিতর, তাঁর যোগ্য বর,
করিবারে নিরূপণ।
এই যোগ্য হয়, উচিত প্রত্যয়,
স্বচক্ষে করি ঈক্ষণ ॥"
শুনি কাঞ্চীরায়, দিল তাহে সায়,
সাজহ ত্বরায় যাব।
কিরূপ আকার, আচার ব্যভার,
প্রত্যক্ষে দেখিতে পাব ॥ ২০ ॥
কন্যা পদ্মাবতী, যাইবে সংহতি,
নিরখিবে ভাবী পতি।
সাগরের প্রতি, ধায় স্রোতস্বতী,
কুপথে না করে গতি ॥"
বিচারি ভূপতি, দেন অনুমতি,
সাজিল কিঙ্করগণ।

সচিব সহিত, গুরু পুরোহিত,
সৈরিন্ধ্রী পুরন্ধ্রী জন ॥
শিবিকারোহণে, সহিত স্বগণে,
চলিলা নৃপনন্দিনী ।
রণ-বেশ ধরি, চলে অশ্বোপরি,
বেড়িয়া শত বন্দিনী ॥
সঙ্গে লয়ে ঠাট, আগে যায় ভাট,
উত্তরিল ক্ষেত্ররাজে ।
যথা কুলাচার, পড়ি রায়বার,
কহিছে নৃপ সমাজে ॥
"কাঞ্চী-নরবর, কলেবরেশ্বর,
সমাগত মতিমান ।
শুনি গজপতি, হরষিত মতি,
ভেটিতে সত্বরে যান ॥ ২৫ ॥
যথা সমাদরে, কর্ণাট-ঈশ্বরে,
আনিলা পুরুষোত্তমে ।
যোগ্য ব্যবহার, আতিথ্যসংকার,
সদাচার যথাক্রমে ॥
কিছু দিনান্তরে, মহা আড়ম্বরে,
শ্রীগুণ্ডিচা-যাত্রা হয় ।
দেখিবারে রথ, হাঁটি দূর পথ,
লক্ষ লক্ষ যাত্রিচয় ॥
সাধে মনোরথ, দেখি তিন রথ,
মণ্ডলিত, সিংহদ্বারে ।
বাজে ঢাক ঢোল, করতাল খোল,
শ্রুতিরোধ একেবারে ॥
তালধ্বজোপর, কিবা মনোহর,
রেবতী-রমণ শোভা ।
নন্দীঘোষ নাম, রথে ঘনশ্যাম,
ভক্তজন-মনোলোভা ॥

বেদি রথোপরি, বিরাজে সুন্দরী,
ভদ্রা সহ সুদর্শন।
এক দৃষ্টে রয়, যত যাত্রিচয়,
চরিতার্থ মনে মন ॥ ৩০ ॥
প্রলয়-সময়, সিন্ধু উথলয়,
হেন কোলাহল-রোল।
জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ,
হরিবোল হরিবোল ॥"
হইল লগন, যথা শুভক্ষণ,
উদয় উৎকলরায়।
করে পরিপাটী, সুবর্ণের বাটী,
অগুরু চন্দন তায় ॥
সুবর্ণ মার্জনী, ধরি নৃপমণি,
আপন দক্ষিণ করে।
ঠাকুর সম্মুখে, ছড়া দিয়ে সুখে,
ঝাটী দিয়ে পাটী করে ॥
দেখিয়া রাজার, রীতি এপ্রকার,
হাসিল কাঞ্চীর পতি।
ঘৃণা-সহকার, দিয়ে টিট্‌কার,
কহিছে মন্ত্রীর প্রতি ॥
"একি হে দুর্গতি, হয়ে নরপতি,
চণ্ডালের আচরণ।
"এরে দুহিতায়, দিব আমি হায়?
ধিক্ ধিক্ অভাজন! ৩৫ ॥
"সমুদ্রের জলে, শিলা বাঁধি গলে,
বিসর্জিব পদ্মিনীরে।
"বৃথা পরিশ্রম, দূরে গেল ভ্রম,
চল যাই দেশে ফিরে ॥
"কি আছে স্থিরতা, কেবা এ দেবতা,
জগন্নাথ যার নাম।

"নাহি বেদমন্ত্রে, কি পুরাণ-তন্ত্রে,
আকৃতি বিকৃতিধাম ॥
"পুন দেশ শুদ্ধ, বলে তারে বুদ্ধ,
বুদ্ধমূর্ত্তি দৃশ্য নয়।
"যত মতিচ্ছন্ন, প্রসাদের অন্ন,
খাইয়ে কৃতার্থ হয় ॥
"গেল জাতিভেদ, লুপ্ত হ'ল বেদ,
সকলি ম্লেচ্ছের ভাণ।
"পদ্মিনী আমার, শুচি অবতার,
চণ্ডালে করিব দান ?
"শুনেছ কি আর, এই দুরাচার,
নহে ক্ষত্রীকুলোদ্ভূত।
"ক্ষেত্রে গোপিনীর, জাত মহাবীর,
তাই অনাচারযুত ॥ ৪০ ॥
"হেতা কাজ নাই, চল ফিরে যাই,
জারজ জামাই হবে ?
"ক্ষত্রিয়সমাজ, দিবে মোরে লাজ,
প্রাণে তাহা নাহি সবে ॥"
যেমন বলিল, অমনি চলিল,
ক্ষেত্র ছাড়ি কাঞ্চীপতি।
উৎকল-ঈশ্বরে, নিবেদিল চরে।
যথাযথ সে ভারতী ॥
শুনি সে সকল, মহা ক্রোধানল,
রাজার হৃদয়ে জ্বলে।
তখনি ডাকিয়া, কহিছে হাঁকিয়া,
আপনি সচিবদলে ॥
"আরে দুরাচার, এত অহঙ্কার,
আমারে জারজ বলে।
"মহানন্দ শেষ, ক্ষত্রিয় নরেশ,
ক্ষত্রী কোথা ধরাতলে ?

"ক্ষত্রী হ'ল লুপ্ত, যবে চন্দ্রগুপ্ত,
মগধের মহীপাল।
"ক্ষত্রী বলি আজ, এ ক্ষত্রসমাজ,
করে দুষ্ট ঠাকুরাল॥ ৪৫ ॥
"মোরে কুবচন, বলিল দুর্জন,
তাহে কিছু নাহি ক্ষতি।
"এত অহঙ্কার, ঠাকুরে আমার,
গালি দেয় নষ্টমতি?
"যিনি নিরাকার, কি আকার তাঁর?
সাকার কল্পনা-সার।
"সাধকের হিত, তাহে সমাহিত,
কহে বেদ বার বার॥
"পুন কহে বেদ, ভেদ জ্ঞান-ছেদ,
সেই জ্ঞান সার মাত্র।
"বিভু সন্নিধান, সকলে সমান,
ভ্রম ভাণ পাত্রাপাত্র॥
"কিবা হরি হর, ব্রহ্ম পুরন্দর,
সকলি আমার প্রভু।
"পাত্র-ভেদ পায়, নানা বর্ণ হয়,
বস্তু ভিন্ন নয় কভু॥
"নহে বস্তু অন্য, একই হিরণ্য,
সকল ভূষার মূল।
"কিঙ্কিণী কঙ্কণ, কিরীট শোভন,
ললাটিকা কর্ণফুল॥ ৫০ ॥
"যেবা যেই ভাবে, মনে তাঁরে ভাবে,
সেই ভাবে পাবে সেই।
"নিন্দক দুর্মতি, পাইবে দুর্গতি,
সারোদ্ধার মাত্র এই॥
"কে আছে সংসারে? পারে চিনিবারে,
অনন্তের চারু পদ।

"সে পদে আমার, রাজত্ব কি ছার,
চণ্ডালত্ব ব্রহ্মপদ ॥
"কাল বিষধর, গরল প্রখর,
কাঞ্চীরাজ নিন্দাবাদ।
"সহিত অন্তর, তনু জর জর,
হায় হায় কি প্রমাদ!
"অর্পিতে আমায়, নিজ দুহিতায়,
এনেছিল সঙ্গে লয়ে।
"আমারে না দিল, চণ্ডাল বলিল,
মানমদে মত্ত হয়ে ॥
"আমার এ পণ, শুন সভাজন,
সত্য যদি জগৎপতি।
"সত্য যদি তাঁর, চরণে আমার,
থাকে ভক্তি রতি মতি ॥ ৫৫ ॥
"সত্য যদি তাঁর কৃপায় আমার,
উড়িষ্যায় এই পদ।
"তবে এই মোর, প্রতিজ্ঞা কঠোর,
দধীচি-অস্থি-আস্পদ ॥
সংবৎসর তিন, ত্রিমাস ত্রিদিন,
ভিতরে সে দুরাচারে।
"সমরে জিনিয়া, চণ্ডালে আনিয়া,
দিব তার তনয়ারে ॥"
বলি এ ভারতী, ক্ষান্ত নরপতি,
প্রশান্ত হইল চিত।
কার্য্যে নানামত, কতদিন গত,
জ্যৈষ্ঠ মাস সমুদিত ॥
দেবস্নান-পর্ব্বে, মাতিলেক সর্ব্বে,
মণ্ডপেতে জগন্নাথ।
ধরি করি-রূপ শোভা অপরূপ,
বলভদ্র ভদ্রা সাথ ॥

নীল করিবর, নীলগিরীশ্বর,
ধবল মাতঙ্গ বল।
কনক করিণী, সুভদ্রা ভগিনী,
শোভিছেন মধ্যস্থলে ॥ ৬০ ॥
ভোগের সময়, হইল ব্যত্যয়,
শুনি রাজা কোপভরে।
দাস্থ সুপকারে, ঘোর কারাগারে,
বাঁধি লয়ে বন্ধ করে ॥
দিন দুই পরে, নিশীথ প্রহরে,
স্বপন দেখেন রায়।
কহিছে কে যেন, "এত দর্প কেন?
ভুলিয়াছ আপনায় ॥
"পুরী নামধেয়, কালি ছিল হেয়,
আ'জ তুমি জগপতি।
"যাহার কৃপায়, রাজা উড়িষ্যায়,
তাঁরে হেলা ছন্নমতি!
"এত অহঙ্কার, মম সুপকার,
দাস্থরে দিয়াছ কারা।
"সে ভক্ত আমার, কি দোষ তাহার?
চক্ষে তার শতধারা ॥
"আমিও অভুক্ত, যদবধি মুক্ত,
দাশরথি না হইবে।
"সত্বরে যাইয়া, দেহ ছাড়াইয়া,
তবে সে ক্ষমা পাইবে ॥ ৬৫ ॥
"সদা মত্ত মন, ভুলিয়াছ পণ,
কাঞ্চী-কাবেরীর জয়।
"রাজ-যোগ্য রীতি, নহে এই নীতি,
প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া রয় ॥
"কহ সুপকারে, দিউক আমারে,
পর্য্যুষিত অন্নভোগ।

"লয়ে তার মাত্রা, কর যুদ্ধ যাত্রা,
নিশাশেষে শুভ-যোগ ॥"
স্বপন ভাঙিল, নৃপতি জাগিল
চলে দ্রুত কারাগারে।
সুপকার-পায় দণ্ডবৎ-কায়,
নিপতিত বারে বারে ॥
করি নমস্কার, মাগে পরিহার,
"ক্ষম মোরে অভিরোষ।
তুমি পুণ্যবান, ভকত প্রধান,
না জানি করেছি দোষ ॥
পর্য্যুষিত অন্ন, ভোগেতে প্রসন্ন,
করহ ঠাকুরে মোর।
সেবা প্রয়োজন, যেবা আয়োজন,
করহ থাকিতে ঘোর ॥" ৭০ ॥
যথা সংগোপন, ভোগ সমর্পণ,
শিরেতে লইয়ে যায়।
যাত্রা করে বীর, দক্ষিণ প্রাচীর,
পরিক্রম করি যায় ॥
যুড়ি দুই হাত, শত প্রণিপাত,
শিহরিত কলেবরে।
যথা ভক্তিভরে, মৃদু মন্দ স্বরে,
শ্রীনাথের স্তব করে ॥
"প্রসীদ দেব মাধব !
"যমর্চ্চয়ন্তি সাধবঃ !
"গজেন্দ্র-মোক্ষ-কারকং !
"খগেন্দ্র-দর্প-হারকং !
"অনন্ত-শক্তি-ধারকং !
"কৃতান্ত-ভীতি-বারকং ! ৭৫ ॥
"নিতান্ত-শান্তি-দায়কং !
"নিশান্ত-কারি-নায়কং !

"ত্রিবেদ-গীত-গৌরবং !
"নমামি ধৃত-রৌরবং !
"বপুং সুরারি-ভৈরবং !
"প্রশান্ত-ভৃঙ্গ-কৈরবং !
"নমঃ কৃতান্ত-বারিণে !
"ভবাব্ধি-কর্ণধারিণে !
"সুরারি-গর্ব্বগঞ্জনং !
"পুরারি-নেত্ররঞ্জনং ! ৮০ ॥
"নদী-পদাব্জ-নির্গতা !
"সুরাপগা পদংগতা !
"নমামি দেবমীশ্বরং !
"অসংখ্য-ভানু-ভাস্বরং !
"অশেষ-পাপ-নাশনং ।
"সুধারসাবতারণং ।
"স্মরামি নাম তারণং ।
"অয়ে নিদান-কর্ম্মণাম্ ।
"কৃপানিধান পাহি মাম্ ॥ ৮৫ ॥
"অসংখ্য-রেণুরাজিতঃ ॥
"অসংখ্য-জীবপূরিতঃ ॥
"অসংখ্য-লোক-গুম্ফিতঃ ।
"ভবো ভবন্তমাশ্রিতঃ ।
"নমামি বিশ্বকারবে ।
"তরিস্তমোভবার্ণবে ।
"প্রবোধ-সৌধ-সিন্ধবে ।
"সুদীনহীন-বন্ধবে !
"নমামি নীল-দেহিনে !
"সুনীল-শৈল-গেহিনে । ৯০ ॥
"ত্রিলোকচিত্তমোহিনে !
"দুরন্তসংঘ-দ্রোহিণে ।

"দয়াময়াভয়াকরঃ !
"অঘোঘমাশু সংহর !"

"রেখো রেখো শ্রীচরণে, জীবনে মরণে রণে,
চরণ স্মরণে মন রয় ।
"তা যদি আয়ত্ত মোর, কি আছে সুখের ওর,
তুচ্ছ বোধ করি জয়াজয় ॥
"যখন চিন্তই মনে, তব দয়া অকিঞ্চনে,
তখনি স্তম্ভিত হয় প্রাণ ।
"পূর্ব্বে আমি কি ছিলাম, এবে বা কি হইলাম,
ভাবি কিছু না পাই সন্ধান ॥
"তোমাতেই অনুক্ষণ, গ্রথিত পদার্থগণ,
সূত্রে যথা গাঁথা মণিচয় ।
"বিশ্বগুরু বিশ্বাধার, বিশ্বযোনি বিশ্বসার,
বিশ্বেশ্বর ব্যাপ্ত বিশ্বময় ॥ ৯৫ ॥
"শুনিয়াছি তব জায়া, মহাবিদ্যা মহামায়া,
কাজ তাঁর নাটুয়ার মত ।
"অন্তহীন এ সংসারে, ভাঙ্গেন গড়েন কারে,
কত কল্প এ খেলায় গত ?
"মায়া পাশে হয়ে বন্দি, কে পাবে তাহার সন্ধি,
চিন্তনীয় নহে সেই খেলা ।
"এইমাত্র নিরূপণ, শ্রীপদে যাহার মন,
ভবাব্ধিতে সেই লভে ভেলা ॥"

ইতি পদ্মাবতী নাম তৃতীয় সর্গ ।

চতুর্থ সর্গ

মাণিক-গোপালিনী

পুরীর দক্ষিণ দ্বারে জলধির তীর।
হিল্লোল কল্লোলে হয় শ্রবণ বধির॥
রেণুময় পথে কষ্টে পথিকের গতি।
স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনুষ্য-বসতি॥
পঞ্চক্রোশ অন্তরেতে আছে এক গ্রাম।
নামেতে আনন্দপুর গোয়ালার ধাম॥
পাঁচ সাত ঘর গোপ করে তথা বাস।
নাহি জানে কোন শিল্প, নাহি করে চাষ॥
বিভবের মধ্যে আছে গো মেষ মহিষ।
তাই লয়ে সময় সম্বরে অহর্নিশ॥ ৫॥
চরে চরে পশুপাল, খায় ঘাস জল।
সুধারূপ দুগ্ধদান করে অনর্গল॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীত ছানা সর।
সেই তত্ত্বে গোপীগণ ব্যস্ত নিরন্তর॥
অদূরেতে দক্ষিণের গমনীয় পথ।
সিদ্ধ করে তাহাদের ধন-মনোরথ॥
নানা গব্যে গোপীগণ সাজায়ে পসরা।
পথপাশে বসিয়াছে, বচনে প্রখরা॥
দুই চারি, পাঁচ সাত, গোয়ালিনী মেলি।
গান করে শ্রীবৃন্দাবনের রস-কেলি॥ ১০॥
তার মধ্যে মাণিকা নামেতে এক বালা।
রূপের ছটায় পথ করয়ে উজ্জ্বালা॥
অঙ্গের প্রতিভা যেন কষিত কনক।
বৃষভ বেহারা নামে তাহার জনক॥
কি সুন্দর সুকুমার সুলক্ষণবতী।
শ্রীচন্দ্র বেহারা নামে হয় তার পতি॥

প্রতি দিন প্রভাতে সে সাজায়ে পসরা।
বড় দেউলের ধ্বজা দেখি মনোহরা ॥
যথাভক্তি নত হয় যুড়ি পদ্মপাণি।
রাজপথ-পাশে পরে পণ্য রাখে আনি ॥ ১৫ ॥
যে কিছু পদার্থ আনে বিক্রয় কারণে।
জগন্নাথে নিবেদন করে মনে মনে ॥
তার পরে পথিকেরে করে বিনিময়।
অনুদিন জগন্নাথ হৃদয়ে উদয়।
অন্তর্যামী ভগবান জানেন সকল।
একদা হইল তার জনম সফল ॥
সেই দিন পাঁচ ঘড়ি বেলার সময়।
পসরা লইয়া শিরে হইল উদয় ॥
যেমন করিল যাত্রা ভাবিনী রমণী।
বাম নেত্র বাম জানু স্ফুরিল অমনি ॥ ২০ ॥
মীনমুখে শংখচিল আগে উড়ি যায়।
ধবল নকুল এক আগে আগে ধায় ॥
ডাহিনে বামেতে শিবা করয়ে প্রস্থান।
চারি দিগে সুলক্ষণ হয় দৃশ্যমান ॥
ক্ষণে ক্ষণে উল্লসিত গোয়ালার মেয়ে।
সে দিন বাড়িল রূপ আর দিন চেয়ে ॥
একেত রূপের খনি, বয়সে তরুণী।
অরুন্ধতী আইল কি তেজি সপ্তমুনি ?
শীতল অনল গায় লাবণ্যের ছটা।
ধূম্রাকারে শোভে নীল চিকুরের ঘটা ॥ ২৫ ॥
খঞ্জনগঞ্জন নেত্রে অঞ্জন রঞ্জন।
ইন্দীবর নীলিমার গৌরব-ভঞ্জন ॥
দর-হাসি মুখে যেন প্রফুল্ল বাঁধুলী।
কপোলের আভা কিবা লোহিত গোধূলি ॥
নাসিকায় ফুলগুণা কর্ণে মল্লি-কলি।
ভালে চিতা যেন ফুল্লকমলেতে অলি ॥

করেতে কনক চুড়ী, কণ্ঠে কণ্ঠমালা।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী আর, পদে গোড়বালা ॥
কালমেঘী সাড়ী পরা, পবনে চঞ্চল।
বামকাঁধে প্রলম্বিত বিচিত্র অঞ্চল ॥ ৩০ ॥
রঙ্গ পটফুলে কিবা বেণী বিজড়িত।
তাহে এক চাঁপা যেন জলদে তড়িত ॥
আল্‌তায় রাঙ্গা পদে অধিক জমক্।
মত্ত মাতঙ্গের মত গতির থমক্ ॥
দাড়িম্বের বীজ দন্ত, মন্দ মন্দ হাস।
আরক্ত অধরে পর্ণরসের উচ্ছ্বাস ॥
কি মধুর বাণী যেন কোকিল-কুহরে।
অমৃতের বৃষ্টি হয় শ্রবণ-কুহরে ॥
পসরা লইয়া পথে করিয়া প্রবেশ।
দেখে দুই অশ্বারোহী রাজপুত বেশ ॥ ৩৫ ॥
নীরদ শ্যামল এক, দ্বিতীয় ধবল।
কৃষ্ণবর্ণ শ্বেতবর্ণ তুরঙ্গ যুগল ॥
দিব্য দুই মূর্ত্তি হেরি ভাবে মনে মনে।
লক্ষ্মীমন্ত পথিক মিলিল শুভক্ষণে ॥
মুখেন্দু রঞ্জিত মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
পসরা লইয়া গোপী চলিলেক পাশে ॥
ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল যুবতী।
বঙ্কিম অপাঙ্গ-ভঙ্গী অধোদিকে গতি ॥
মস্তক হইতে ত্বরা নামায়ে পসরা।
ললাটে অঞ্চল টানি দিল মনোহরা ॥ ৪০ ॥
মাণিকার রূপ হেরি রাজপুতদ্বয়।
মনে করে দ্বাপরের ভাব রসময় ॥
এই কি সে বৃষভানু-নন্দিনী রাধিকা?
প্রেমগুরু মাধবের প্রণয়-সাধিকা ॥
কৃষ্ণ রাজপুতে দেখি, মাণিকা মোহিত।
অপরূপ রূপে হ'ল চকিত রহিত ॥

নবীন কিশোর কৃষ্ণ কন্দর্পমূরতি।
গোলোক-পুলক দাতা কমলার পতি॥
মনে ভাবে "এ পুরুষ অতি সুকুমার।
নাজানি হইবে কোন্ রাজার কুমার॥ ৪৫॥
এ নব বয়সে কেন প্রবাসেতে ফেরে?
কেমনে ইহার মাতা ছেড়ে দিল এরে?
দেখিয়াছি আশোবার অনেক অনেক।
হেন অশ্বারোহী কভু দেখিনি জনেক॥
কালা ধলা ঘোড়া, কালা ধলা আশোবার।
মর্ত্ত্যে কি আইলা তুই অশ্বিনীকুমার?
গৌর-গৌরবের চোর এ কৃষ্ণবরণ।
পুরুষ জাতির এই শ্রেষ্ঠ আভরণ॥
আকারেতে বোধ হয় বড় ধনবান।
সমরে সমর্থ অতি, বীর বলীয়ান॥ ৫০॥
যুদ্ধ করিবারে যেন এই বীরবেশে।
দুইজনে ত্বরাত্বরি যান কোন দেশে॥
নিরখিবা মাত্র কেন এত উচাটন।
করিল কি মম মন কটাক্ষে হরণ?
দুরন্ত সিপাহিগণ, কভু শান্ত নয়।
সত্য কি ইহারা দধি করিবেক ক্রয়?
কড়ী নাহি দেয় পাছে ভোজন করিয়ে।
যে হোক্ হেরিব রূপ নয়ন ভরিয়ে॥"
বীরযুগ-মুখ চাহি যুড়ি দুইপাণি।
দয়-হাসে বিনাইয়ে কহিতেছে বাণী॥ ৫৫॥
"হয়েছে অনেক বেলা, খরতর খরা।
"তরুতলে গাভী বৎস যাইতেছে ত্বরা॥
"হেথা আছে ছায়া জল গোরস প্রচুর।
"ঘোড়া রাখি দুজনে করুন শ্রান্তিদূর॥"
বসন্ত-কোকিল প্রায় সুস্বর গভীর।
শুনি চমকিত চিত, হ'ল দুইবীর॥

চতুর নাগরবর কৃষ্ণ রাজপুত।
বঙ্কিম নয়নে খরতর শরযুত ॥
নবীন নীরদ যথা নিনাদিত ধীরে।
কিবা প্রতিধ্বনি যথা মহেশ-মন্দিরে ॥ ৬০ ॥
সেইরূপ শ্রীমুখেতে বচন প্রকাশ।
বিম্বাধরে সুরঞ্জিত মৃদু মন্দ হাস ॥
"তোমার গো-রস খাঁটী, কিম্বা নীর-ভরা।
অপরূপ নানারূপ সাজান পসরা ॥
সুলভ কি দুর্লভ মূল্যেতে বিনিময়।
না জানিলে সওদা কেমনে বল হয় ?"
বচনে চাতুরী বুঝি আভীরের বধূ।
উত্তর প্রদান করে বরষিয়া মধু ॥
কহে কিছু বদনের বসন তুলিয়া।
"আমার যে কিছু আছে লওহে মূলিয়া ॥ ৬৫ ॥
গ্রাহক যেমন, মিলে পদার্থ তেমন।
গুণের পরীক্ষা মাত্র, গুণীর সদন ॥"
রসিক পাইলা রস, কথার উত্তরে।
কহেন "বিলম্ব নাই যাইব সত্বরে ॥
কহ গো গোয়ালিনি, কিবা তব নাম ?
কোথায় জনক, আর শ্বশুরের ধাম ?
শ্বশুরের ঘরে কিবা, থাক বাপ-ঘরে ?
কতকাল বেচা কেনা, এই পথোপরে ?
তর্ক এত তক্র বেচি, বচনেতে ছন্দ।
নহে'ত ননন্দ শ্বশ্রু তাহে নিরানন্দ ? ৭০ ॥
জান ভাল স্বজাতির ব্যবসা কৌশল।
পোয়াতে করহ সের ঢেলে দিয়ে জল ॥"
হাসিয়া মাণিকা করে আরো বাক্-ছল।
"স্বজাতির বৃত্তি প্রভু! কেবা ছাড়ে বল ?
এই গ্রামে ঘর মম, অই দেখা যায়।
মাণিক বলিয়া মোরে ডাকে বাপ মায় ॥

গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে যাইনাকো কভু।
পতি আর পিতৃগৃহ একগ্রামে প্রভু॥
পিতা মোর বৃষভানু, মাতা কলাবতী।
নাম নাহি লব, পতি কুমুদিনী-পতি॥ ৭৫॥
মোর প্রতি আছে শ্বশ্রূ ননদীর প্রীতি।
এই পথে দধিদুগ্ধ বেচি নিতি নিতি॥
ছন্দ না শিখিলে প্রভু! নাহি হয় কড়ী।
আচাভুয়া লোক পথে যায় গড়াগড়ী॥
অধীনীর কত মত জিজ্ঞাসিছ বাণী।
আপনার নাম গোত্র কিছুই না জানি॥
জন্ম তব কোন বংশে, কিবা গ্রাম নাম?
কেবা পিতা মাতা তব? কহ গুণগ্রাম॥
এক মার পুত্র বুঝি নহ দুইজন।
তুমি হে শ্যামল, ইনি ধবল বরণ॥ ৮০॥
তুমি ছোট, ইনি বড়, এই মনে হয়।
বহুকথা জিজ্ঞাসিতে মনে লাগে ভয়॥
ছোট মুখে বড় কথা, পাছে কোপ কর।"
এত বলি মাণিকা হইল নিরুত্তর॥
অসিত পুরুষ কন সুস্মিত আননে।
"আমাদের পরিচয় শুন বরাননে॥
শূরসেন দেশে ঘর, জন্ম যদুকুলে।
কিশোর বয়স গেল যমুনার কূলে॥
আমরা জনমাবধি মাতুলের ডরে।
লুকায়েছিলাম গিয়ে তব জাতি-ঘরে॥ ৮৫॥
অনেক উৎপাতে তথা পাইনু উদ্ধার।
গোচারণে বনে বনে করিনু বিহার॥
সরল তোমার জাতি, সরল হৃদয়।
বিশেষ সরলা ব্রজ-গোপবালাচয়॥
বেঁধেছিল প্রেমডোরে তনু আর মন।
আর কি তেমন প্রেম হইবে ঘটন?

মাতুল মরিল রণে, ঘুচিল জঞ্জাল।
তারপরে সিন্ধুতটে গত, কত কাল ॥
জগন্নাথ সিংহ রায় হয় মম নাম।
ইনি মোর বড় ভাই, রূপগুণধাম ॥ ৯০ ॥
অন্যায় না সন ইনি দয়ার নিধান।
গদাযুদ্ধে কেহ নাই—ইঁহার সমান ॥
তোমার নিকটে গোপি! কি আর বড়াই।
ঠেকিয়া শিখেছি কত দেখেছি লড়াই ॥
এবে আমি ক্ষেত্রবাসী, প্রসাদে নির্ভর।
আত্মীয় আমার সব, কেহ নহে পর ॥
ভারত ভরিয়া আছে সেবক আমার।
এক স্থানে নাহি থাকি ভ্রমি এ সংসার ॥
আমার হইয়া সবে, আমারে না চিনে।
ক্ষণেক থাকিতে নারে কিন্তু আমা বিনে ॥ ৯৫ ॥
চতুর্দ্দশ গড় মম, দুর্গম বিশেষ।
আজ্ঞা বিনা কার সাধ্য করিবে প্রবেশ?
সম্প্রতি যেতেছি কাঞ্চী-অধিপতি-জয়ে।
বড় তার গর্ব্ব, খর্ব্ব করণ-আশয়ে ॥
পশ্চাতে আসিছে বহুতর সৈন্যদল।
হাতী ঘোড়া রথ পদাতিক মহাবল ॥
যাইতেছি দুই ভাই সকলের আগে।
এখানে বিলম্ব তব নব অনুরাগে ॥"
তাহা শুনি গোপী কহে, কৃতকৃত্য হয়ে।
"নাহিক ভাজন হেথা, কিসে দিব লয়ে? ১০০ ॥
কাহাকে বা আগে দিব, বল হে গোঁসাই।
অধীনীর ঘরে চল, হেথা স্থান নাই ॥"
অগ্রজ বলেন, "চিন্তা কিসের কারণ?
যাতে দিবে, তাহাতেই করিব গ্রহণ ॥
আমাদের অনাচার সদাচার নাই।
যেখানেতে যাহা পাই, তাহা খেয়ে যাই ॥

আন, আন, দধি দুগ্ধ আর উপহার।
ভাণ্ড থেকে দুই ভেয়ে করিব আহার॥
পশ্চাতে খাইব আমি অন্যথা না কর।
ছোট ভেয়ে দেহ নবনীত ক্ষীর সর।" ১০৫॥
কৃষ্ণ রাজপুত কন, ইহা যে অনিষ্ট।
জ্যেষ্ঠে রাখি কেমনেতে খাইবে কনিষ্ঠ?
আপনি খাউন আগে, আমি খাব পরে।"
কতক্ষণ কথার কলনা পরস্পরে॥
মধ্যভাগে দাঁড়াইয়া গোপের কামিনী।
সিতাসিত মেঘ-মাঝে যেন সৌদামিনী॥
কালিয় পুরুষ প্রতি মন মজেছিল।
"তুমি আগে খাও," বলি বাড়াইয়া দিল॥
অগ্রজের বাক্য পুন না করি লঙ্ঘন।
অগ্রে কৃষ্ণ অশ্বারোহী করেন ভোজন॥ ১১০॥
পরশিছে গোপবালা আনন্দে বিভোলা।
কর-উত্তোলনে উভ স্তনের চোলা॥
শ্রীমুখের প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে রয়।
ধ্যান, জ্ঞান, মন, প্রাণ করিল বিক্রয়॥
সামালিতে না পারিল, লজ্জা গেল দূরে।
পুলকিল তনুরুহ প্রণয়-অঙ্কুরে॥
করে কর পরশে, হরষে মুগ্ধ মন।
মহীতলে পড়ে ক্ষীর তেজিয়া ভাজন॥
নিরখিয়ে স্মিতানন কালিয় তুরঙ্গী।
ভাবগ্রাহী ভাবে বশ, হেরি ভাব ভঙ্গী॥ ১১৫॥
কহিছেন, "ক্ষুধা তৃষ্ণা হইয়াছে দূর।
অগ্রজেরে দধি দুগ্ধ দেহ গো প্রচুর॥"
তাহা শুনি আভীরিণী সানন্দ অন্তরে।
শ্বেত রাউতের করে গব্য দান করে॥
উদ্ধব, অক্রূর, নাম সহীস দুজন।
জল দিল মুখ হস্ত শোধন কারণ॥

অনন্তর দুই ভাই প্রফুল্ল-অন্তর।
অশ্ব-চালনায় হইলেন অগ্রসর॥
গোপালিনী ভুলে গেল স্বজনে ভবনে।
ইহাদের সঙ্গে যাব, ভাবে মনে মনে॥ ১২০॥
কহে, "ঘরে বরে আর কিবা প্রয়োজন?
নবীন কিশোর কৃষ্ণে অর্পিয়াছি মন॥"
ছল করি দুই ভেয়ে কহে রসময়ী।
"দই খেয়ে চলে যাও, কড়ী দিলে কই॥"
কৃষ্ণ কন, "আমাদের সঙ্গে কড়ী নাই।
ধন জন পিছে রেখে, এসেছি দুভাই॥
গোপী কহে, "তবে আমি সঙ্গে সঙ্গে যাব।
সংযোগ হইলে পরে কড়ী বুঝে পাব॥"
উত্তরে কহেন কৃষ্ণ, "কত দূরে যাবে?
দৌড়িয়া ঘোড়ার সঙ্গে মহা কষ্ট পাবে॥" ১২৫॥
মাণিকা কহিছে "দেব! এত বড় রঙ্গ।
কড়ীও দিবে না, আর, নাহি লবে সঙ্গ॥
কি করিব বল প্রভু! ঘরে ফিরে গিয়ে
বিনি মূলে যাও দোঁহে দুধ দই পিয়ে॥"
কালিয় কহেন, "শুন, শুন গো মাণিকি?
খেলে কড়ী দিতে হয়, এ কথা জানি কি!
কি করিব এখন, লাগিল বড় ধাঁধা।
যাহা কহ তোর কাছে রেখে যাব বাঁধা॥"
সেকথা শুনিয়া ভুঁই ছুঁয়ে গোপাঙ্গনা।
ছি! ছি! কহে বারবার কাটিয়ে রসনা॥ ১৩০॥
কহে "প্রভু! মোর চেয়ে অধম কে আছে?
দ্রব্য দিয়ে বাঁধা লব তোমাদের কাছে?
যায় যাক্ ঘর দ্বার যায় যাক্ ধন।
সঙ্গে লহ চিরকাল সেবিব চরণ॥"
পুনরায় কহিতেছে, হাসিয়ে হাসিয়ে।
"কেমন তোমার যাওয়া, কড়ী নাহি দিয়ে?

সাধু হয়ে কেমনেতে ঘরে ফিরে যাব।
কে দিবে আমার কড়ী, কেমনেতে পাব?"
কহিছেন বড় ভাই, "কেন কর ক্রোধ।
বাঁধা দিয়ে ঋণ তব করি পরিশোধ ॥ ১৩৫ ॥
বন্ধক রাখহ এই রতন অঙ্গুরী।
পশ্চাতে সামন্ত সৈন্য আসিতেছে ভূরি ॥
সেনার নায়ক-হস্তে এ অঙ্গুরী দিও।
যত ইচ্ছা হয়, দধি দুগ্ধ মূল্য নিও ॥"
সায় দিল গোপবালা সে কথা শ্রবণে।
প্রসারিল পদ্মপাণি মুদ্রিকা গ্রহণে ॥
অপূর্ব্ব-অঙ্গুরী, অষ্ট রত্নে বিজড়িত।
অনামিকা হ'তে বীর খুলিয়া ত্বরিত ॥
ব্রহ্মজাতি হীরক জ্বলিছে মধ্যভাগে।
গোপিকারে অর্পণ করেন অনুরাগে ॥ ১৪০ ॥
কথায় কথায় তথা দুই বীরবর।
মুহূর্ত্তেক হইলেন নেত্র-অগোচর ॥
অঙ্গুরী লইয়া গোপী রহে দাঁড়াইয়া।
স্বপন সমান, মনে, ভাবে, সব ক্রিয়া ॥
হেথা শুন সমাচার, তার অনন্তর।
সমর-যাত্রায় বহির্গত নৃপবর ॥
কর্ণাটের রাজধানী কাঞ্চী-পরাজয়ে।
সমবেত অগণিত নানা সৈন্যচয়ে ॥
পাটজোষী যোগ লগ্ন দেখিয়া আকুল।
দক্ষিণ-যাত্রায় গ্রহ নহে অনুকূল ॥ ১৪৫ ॥
রাজা কন "যোগ লগ্ন কিছুই না মানি।
যোগ যোগেশ্বর মম প্রভু চক্রপাণি ॥
তাঁর আজ্ঞা মানি; যিনি গ্রহগণ-স্বামী।
এখনি বিজয়-যাত্রা করিব হে আমি ॥"
নানা বল সৈন্য দল অপ্রমেয় সাজে।
অস্ত্রের ছটায় দিনমণি ম্লান লাজে ॥

বলদ, তুরঙ্গ, উট, হাতি সারি সারি।
শকটে সম্ভার কত যায় ভারী ভারী॥
অনেক অগ্ন্যস্ত্র জন্তু-নল গোলাগুলী।
পদাতিগণের অঙ্গে মাখা রঙ্গ-ধূলি॥ ১৫০॥
শিরস্ত্রাণ-বর্ম-চর্মে সজ্জিত সকলে।
রণমদে মাতোয়াল, টেড়া ভাবে চলে॥
ধনুর্ব্বাণধারী চলে হাজারে হাজার।
দোকানী পসারী চলে লইয়া বাজার॥
চলে অশ্বারোহী কিবা গতির ঠমক্।
শূলকী বল্লম করে, করে চক্‌মক্॥
চলে অগণিত ঢাল তরবাল-ধারী।
চলে মল্ল থেকে থেকে উল্লম্ফন মারি॥
চলে গদা ঘুরাইয়া কত দল বল।
চলিল বিস্তর হস্তে সর্বল কেবল॥ ১৫৫
রাজ-অগ্রভাগে, রাজ-হস্তির প্রয়াণ।
বিষ্ণুচক্রে বিচিত্রিত লইয়া নিশান॥
উটের উপরে বাজে দামামা টিকারা।
ঘোড়ার উপরে বাজে যুগল নাকারা॥
হস্তির গলায় ঘণ্টা বাজে ঠন ঠন।
পদাতির জয়ধ্বনি, সিন্ধুর গর্জন॥
জগন্নাথ দর্শনের নাহিক সময়।
দক্ষিণ প্রাচীর তেজি অগ্রসর হয়॥
মনে মনে ইষ্টদেবে নমে যুড়ি হাত।
শ্রীদুর্গা-মাধব পদে করে প্রণিপাত॥ ১৬০॥
নীলচক্র প্রতি চাহি কহে নরপতি।
"কর্ণাটের জয়ে, দীনে দেহ অনুমতি॥
প্রথমে সে যুদ্ধে যাহা হস্তগত হবে।
তোমার মণ্ডনে, চক্র! ব্যয় তাহা হবে॥"
কটকের পদভরে কাঁপিতেছে ক্ষিতি।
চলিলেন গজপতি নাহি মাত্র ভীতি॥

অতি বেগে যায় রায়, শূন্যপথে চায়।
মাংস মুখে গৃধ্র এক দেখে উড়ে যায়॥
তাহা দেখি অনেকের বিরস অন্তর।
মনে ভাবে এ শকুন অশুভ আকর॥ ১৬৫॥
রাজা কন, "প্রভুর আদেশ মাত্র সার।
এ শকুন অশকুন, মানি সব ছার॥"
শ্যামল ধবল অশ্বারোহী দুই জন।
দুই ক্রোশ অগ্রে অগ্রে করেন গমন॥
মাণিক গোপিনী হস্তে অঙ্গুরী লইয়া।
চঞ্চলা হইয়া আছে পথে দাঁড়াইয়া॥
কৃষ্ণ রাজপুতে স্মরি, অস্থির অন্তর।
যুগল নয়নে অশ্রু ঝরে নিরন্তর॥
কহে, "কোথা গেল মোর নবীন কিশোর?
আহা মোর সুখনিশি প্রদোষেতে ভোর! ১৭০॥
আর কি পাইব দেখা শ্যামল ত্রিভঙ্গে?
এই ছার পামরীকে না নিলেন সঙ্গে॥
অধম গোয়ালা-কুলে আমার জনম।
ছার বুদ্ধি, কি বুঝিব মহৎ-মরম?
দধি ভাণ্ড বিকাইয়া চাহিলাম দাম।
তাই কি করিয়া কোপ গেল গুণধাম?
শ্রীহস্ত-অঙ্গুরী খুলি দিয়ে গেল বাঁধা।
আমার যে মন সে চরণে গেছে বাঁধা॥"
এইরূপে মাণিকা করিছে কাল-পাত।
অপরূপ ভাব-ভানু প্রভাতে প্রভাত॥ ১৭৫॥
যদবধি হেরিল সে পুরুষ-রতনে।
সকলেই তুচ্ছ বোধ হয় তার মনে॥
ভানুরে খদ্যোত ভাবে, সাগরে গোষ্পদ।
মেরু-মৃৎপিণ্ড, তৃণ কুবের-সম্পদ॥
অমূল্য পদার্থ প্রেম, মূল্য কিবা তার?
যে জেনেছে এ সংসার তার কাছে ছার॥

প্রেম ধর্ম্ম, সার ধর্ম্ম, প্রেম সুখ সার।
প্রেমময় এ জগৎ সন্দেহ কি আর ?
ভাবিনী এ ভাবে আছে এমন সময়।
সসৈন্যেতে নরনাথ হইলা উদয় ॥ ১৮০ ॥
রাউত মাহুত দূত আরো সৈন্যগণ।
মাণিকারে নিরখিয়ে বিমোহিত মন ॥
যে দেখে, তাহার আর চরণ না চলে।
চিত্র পুতুলের প্রায় হইল সকলে ॥
ভীড় দেখি জিজ্ঞাসা করেন নরপতি।
স্থগিত হইল কেন কটকের গতি ॥
অনুচর কহে, "অবধান মহীপাল !
অপূর্ব্ব নারীর রূপে রাজপথ আল ॥
গোয়ালিনী হবে হেন আকার প্রকার।
মস্তক উপরে আছে গোরস-সম্ভার ॥ ১৮৫ ॥
রম্ভা তিলোত্তমা কিবা মেনকা উর্ব্বশী।
"রাউত" "রাউত" বলি ফুকরে রূপসী ॥"
শুনিয়া স্থগিত তথা হইলা ভূপতি।
"কোথায়, কোথায় ?" বলি যান শীঘ্রগতি ॥
দেখেন সুন্দরী এক, মুনি-মনোলোভা।
লাবণ্য-লহরী, কিবা অবতীর্ণ শোভা ॥
নরবরে হেরি কহে গোয়ালার মেয়ে।
"হেথা আমি আছি সুধু তব পথ চেয়ে ॥"
রাজা কন, "কি বলিবে বলত আমায়"।
মাণিকা কহিছে "তবে শুন মহাকায় ॥ ১৯০ ॥
শ্যামল ধবল বর্ণ বীর দুইজন।
শ্যামল ধবল দুই অশ্বে আরোহণ ॥
আমার পসরা হ'তে দধি দুগ্ধ খেয়ে।
কড়ী নাহি দিয়ে চলি গেল দুই ভেয়ে ॥
কড়ী পাইবার তরে করিনু আকুতি।
শেষে বাঁধা দিয়ে গেল একটী আঙ্গুটী ॥

কহিল, "সামন্ত সৈন্য আসিতেছে পিছে।
সেই সঙ্গে একজন রাউত আসিছে ॥
তাহার নিকটে অঙ্গুরীটী দেখাইও।
যে কিছু তোমার মূল্য সব বুঝে নিও ॥ ১৯৫ ॥
আর এক কথা শুন সাবধান হয়ে।
কহিবে, দুভাই গেল কর্ণাট-বিজয়ে ॥" "
এত বলি গোপাঙ্গনা বস্ত্র-গ্রন্থি খোলে।
নামিলেন রাজা তথা ত্যজি চতুর্দ্দোলে ॥
মুদ্রিকা অঞ্চল হ'তে করিতে বাহির।
জ্বলিতে লাগিল যেন দ্বিতীয় মিহির ॥
নিরখিয়ে নৃপতির চিত চমকিত।
ছটায় ছাইল আঁখি, চকিত স্থগিত ॥
অষ্টরত্নে বিজড়িত, যুক্ত সুলক্ষণে।
ভাবে হেন অঙ্গুরীয় দেখিনি নয়নে ॥ ২০০ ॥
অঙ্গুরী লইয়ে করে, কন নৃপমণি।
"তোর চেয়ে ভাগ্যবতী কে আছে রমণী ?
যাহাদের শ্রীচরণ সেবনে কমলা।
চঞ্চলা প্রকৃতি তেজি হ'লেন অচলা ॥
যাঁহাদের ইচ্ছাক্রমে দেবতার তরে।
লবণ-সাগরোদরে অমৃত সঞ্চরে ॥
যাঁহাদের অধিবাস অসীম উদধি।
সেই দুই ভাই তোর ভুঞ্জিলেন দধি ॥"
তাহা শুনি উতরোল হ'ল সৈন্যগণ।
মাণিকার চরণে প্রণত সর্ব্বজন ॥ ২০৫ ॥
নৃপ কন, "আমার পুণ্যের নাহি ওর।
বহুভাগ্যে পাইলাম দরশন তোর ॥
লক্ষ্মী, সরস্বতী কিবা হবে রাধা-রাণী ?
কলিকালে অবতীর্ণা তুমি উপেন্দ্রাণী ॥
কি ইচ্ছা তোমার দেবি ! কর অনুমতি ?
কিসে বা প্রসন্ন তুমি হবে মম প্রতি ?"

একরূপে করেন রাজা বিহিত সম্মান।
কনক বরষি শিরে করাইলা স্নান ॥
মাণিকা কহিছে, "দেব মাগিব কি আর ?
কৃষ্ণ রাউতের পদে মানস আমার ॥ ২১০ ॥
অন্য ধনে আমার বাসনা কিছু নাই।
এই কর অন্তে যেন সে চরণ পাই ॥
আর সেই কৃষ্ণ রাউতের প্রতিকাম !
এই স্থানে বসাইয়ে দেহ এক গ্রাম ॥
রাজা কন, "যে ইচ্ছা তোমার ভাগ্যবতি !
সীমা নির্দ্ধারণ তরে কর তুমি গতি ॥
যত দূর বেড়ি তুমি করিবে গমন।
ততদূর ভূমি আমি করিব অর্পণ ॥
মাণিকপত্তন বলি হবে তার নাম।
অনুদিন তব বংশে রবে এই গ্রাম ॥ ২১৫ ॥
রাজস্ব-বিরহে তুমি কর অধিকার।"
এত বলি, করিলেন বহু পুরস্কার ॥
অদ্যাপিও সেই গ্রাম আছে বিদ্যমান।
মাণিকপত্তন নাম যশের নিধান ॥

ইতি মাণিক-গোপালিনী নাম চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম-সর্গ

যুদ্ধযাত্রা

চলিলেন নৃপ সুখে, বিবরিত ভাট-মুখে
নদ নদী শিখর নগর।
চিল্‌কা হইলা পার, মাঝে মাঝে অবতার,
নীলমণি-আভাত সাগর॥
দেখা যায় কতদূর, ব্রহ্মপুর ইচ্ছাপুর,
ঋষিকুল্যা, নদী বংশীধারা।
শ্রীকঙ্কালী শ্রীনিধান, সতীর কঙ্কালী স্থান,
যথা জয়দুর্গারূপ তারা॥
"দেখ, দেখ, মহাকায়! আগে অই দেখা যায়,
কলিঙ্গ-পত্তন হে নরেশ।
পূর্ব্বে নরপতিগণ, হেথা থাকি সুশাসন,
করিতেন এ কলিঙ্গ দেশ॥
হেথা হ'তে বৈশ্যগণ, করি তরি-আরোহণ,
যবদ্বীপে করিয়া গমন।
বসতি স্থাপন করে, হিন্দু যশোরত্নকরে,
এই এক উজ্জ্বল রতন॥
অই দেখ হে ঠাকুর, বিমল-পত্তনপুর,
আর বিশাখা-পত্তন ধাম।
নানা স্থান অভিরাম, কত আর লব নাম,
দুই দিকে শত শত গ্রাম॥ ৫॥
হইলে গো অবতরী, গোদাবরী নাম ধরি,
দক্ষিণ দেশেতে সুরধনী।
মধুর সলিলযুতা, ব্রহ্মাচলে সমুদ্ভূতা,
পিতা তব শতানন্দ মুনি॥
পশ্চিম পয়োধি তীরে, জনমি পর্ব্বত-শিরে,
করিয়াছ পূর্ব্বার্ণবে গতি॥

যেখানেতে জন্ম তব, কি তার মহিমা কব,
যত্র যত দেবের বসতি॥
এত উচ্চ গিরিকূট, জলদের দন্তস্ফুট,
সেইখানে কদাচ না হয়।
বিমল তুষার-ধার, দ্রব হয়ে অনিবার,
তব চারু তনু নিরময়॥
কি কব তোমার বল, ভেদিয়া মহেন্দ্রাচল,
আলিঙ্গন দেহ রত্নাকরে!
বেণ-গঙ্গা ইন্দ্রাবতী, আদি কত স্রোতস্বতী,
সংমিলিত তব কলেবরে॥
দুই তটে সুশোভন, নিবিড় অরণ্যগণ,
শাকক্রমে অপরূপ শোভা।
পুণ্যভূমি-কটিতটে, গোত্ররূপে কি প্রকটে,
মরকতময়ী মনোলোভা॥ ১০॥
তব তটে গুণধাম, বন বিহরিলা রাম,
পঞ্চবটী প্রসিদ্ধ কাননে।
সঙ্গে সতী পতিব্রতা, জানকী কানকীলতা,
নিরুপমা এ তিন ভুবনে॥
সূর্পণখা নিশাচরী, এসেছিল মায়া ধরি,
লক্ষ্মণ করিলা অপমান।
ভগিনীর অপমানে, দশানন এইস্থানে,
সীতা হরি করিল প্রস্থান॥
তব তীরে রঘুবীর, শোকে অবনত-শির,
বিচেতন বনিতা-বিচ্ছেদে।
তোমার প্রবাহে কত, অশ্রুধারা অবিরত,
বিসর্জ্জন করিলেন খেদে॥
তবোৎপত্তি-সন্নিধান, পবিত্র সুগন্ধাস্থান,
সুবিখ্যাত নাসিক নগর।
সতীনাসা সেই ধামে, অর্চ্চিতা সুনন্দা নামে,
ভৈরব ত্র্যম্বক মহেশ্বর॥

আর বিষ্ণুচক্রাঘাতে, দাক্ষায়ণী-গণ্ড-পাতে,
তব তীরে দেবী বিশ্বমাতা।
বিশ্বেশ্বর ভৈরব তাঁর, অন্য গণ্ড অবতার,
রাকিণী দেবতা অভিজাতা ॥ ১৫ ॥
কমলার নিবসতি, কত পুরী ধনবতী,
তব দুই তটে শোভাকারী।
ধনে যশে গরীয়ান, নরসিংহপুর স্থান,
আর রাজমাহেন্দ্রী নগরী ॥
এই নরসিংহপুর, অধিপ বিজয় শূর,
সিংহ মধ্যে সিংহ যারে বলে।
রাবণ রাজার ধাম, দ্বীপরত্ন লঙ্কা নাম,
বিজয় বিজয় করে বলে ॥
কিবা বীর্য্য অনুপম, দ্বিতীয় রাঘব সম,
কলিতে কলিত গুণধাম।
রাক্ষসের দর্পচূর, লঙ্কা নাম করি দূর,
সিংহল থুইলা তার নাম ॥
তব গর্ভে নাকি ধাতা, চোরগঙ্গ জন্মদাতা,
গঙ্গাবংশ তাহাতে উদয় ?
তুমি রাজকুলেশ্বরি ! চরণে প্রণাম করি,
হয় যেন রাজার বিজয়।
অই দেখ শোভাধার, নিবিড় নীরদাকার,
শ্রেণীবদ্ধ মহেন্দ্র-অচল।
কুলগিরি বলি গণ্য, মহাকবি গীতে ধন্য,
নগকুলে কিবা আখণ্ডল ॥ ২০ ॥
তোমার কুটুম্বদল, সহাচল বিন্ধ্যাচল,
চন্দনের আলয় মলয়।
হৃদয়েতে অলঙ্কার, কিবা হীরকের হার,
গোদাবরী নিয়ত খেলয় ॥
সত্য কি হে গুণগ্রাম, রাজা হেমাঙ্গদ নাম,
ছিলেন তোমার অধীশ্বর ?

সত্য কি সে নৃপবর, রঘুরে দিলেন কর,
নত হয়ে যুড়ি দুই কর ?
তার নাকি সৈন্যগণ, পথ-শ্রান্তি-নিবারণ,
করণার্থে তোমারে ভূধর ?
আপান কল্পনা করি, পর্ণে পর্ণে মদ ভরি,
পান করি লসিত অন্তর ?
তোমার কন্দরময়, দেব-পুষ্প গন্ধ বয়,
তাহাতে মোহিত হয় চিত।
দ্বীপান্তরে ফুটে ফুল, সমীরণ অনুকূল,
সুরভি সুধীরে প্রবাহিত ॥
কিবা চারু চিত্রপট, তব তট সিন্ধুতট,
পরস্পর মিলিত যথায়।
কি বিচিত্র তালবন, সুশোভন ঘন ঘন,
কিবা ঘন নেমেছে তথায় ॥ ২৫ ॥
সুরঙ্গ কুরঙ্গ পুরী, যেখানে বাণিজ্য ভূরি,
তথা মীন-পত্তন নগর।
নিবসে বণিকগণ, ধনবান মহাজন,
পোতপুঞ্জ-পূর্ণিত বন্দর ॥
যত্র তন্তুবায়গণ, সুচিকণ সুবসন,
বয়নেতে বিখ্যাত বিশেষে।
নানারঙ্গে সুরঞ্জিত, ইন্দ্রধনু বিগঞ্জিত,
ছিট নামে খ্যাত সর্ব্বদেশে ॥
দলিত কজ্জল ভাতি, কিবা মরকত-পাতি,
কল্লোলিনী কৃষ্ণা গুণবতী।
গুণের কে দিবে সীমা, তোমার নন্দিনী ভীমা,
ঘাট-পর্ব্বা তুঙ্গভদ্রা সতী ॥
তব তটে নানা স্থলে, হীরকের খনি জ্বলে,
কলুর কলকুণ্ড কুণ্ডবীরে।
কত তরু পরিপাটী, রচিত কি বৃক্ষবাটী,
অপরূপ শোভা তব তীরে ॥

সঙ্গিনী বরুণ নামা, তিনিও বিচিত্র শ্যামা,
প্রেমভরে আলিঙ্গিত দোঁহে।
অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক ভাব, অহরহ আবির্ভাব,
নহে কি বিষ্ণুর মন মোহে? ৩০ ॥
জনমিয়া সহ্য-কেশে প্রবেশি বিদুর দেশে,
দ্রুতগতি ভাগীরথী প্রায়।
তরল তরঙ্গে রঙ্গে, প্রণয়-প্রফুল্ল-অঙ্গে,
প্রবেশিছ পয়োধির কায় ॥
কৃষ্ণা-অন্তে কত দেশ, কি বর্ণিব সবিশেষ,
গোণ্ডলোক অন্থুগোল আদি।
তৈলঙ্গ তামল লাটী, কেহ কহে মারহাটী,
একদেশে নানা ভাষাবাদী ॥
এই প্রবাহিতা সতী, তৈলপর্ণী স্রোতস্বতী,
পাণ্ডুদেশ করিছ পাবন।
কত চন্দনের বন, তব তটে সুশোভন,
অগুরু কালীয় কুচন্দন ॥
সৌরভের খনি এলা, উপবনে করে খেলা,
দারুচিনী তরুর সহিত।
প্রদোষে তোমার তীরে, মলয় সমীরে ধীরে,
সুরভিতে মানস মোহিত ॥
বহুমূল্য মুক্তাময়, বিলসিত শুক্তিচয়,
তরঙ্গিণি! তোমার সঙ্গমে।
বিলাস সুখের সার, তব দেহে অলঙ্কার,
বিধি কি ভূষিলা যথাক্রমে? ৩৫ ॥
চোলমণ্ডলের পাট, অই হ্রদ পুলিকাট,
নেলুর প্রভৃতি কত পুর।
কর্ণাটের অধিকার, চারিদিগে সুবিস্তার,
কাঞ্চীপুর নহে বড় দূর ॥
শ্রীনাথের পদ-সেবি, শ্রীরূপিণী তুমি দেবি!
বরনদী কর্ণাটে কাবেরী।

প্রাবৃট্ প্রারম্ভে তব, পরিণয় মহোৎসব,
যত্র তত্র বাজে তূরী ভেরী ॥
শ্রীরঙ্গপত্তন নাম, শ্রীরঙ্গনাথের ধাম,
তব কূলে শোভা নিরুপম।
দেবের দুর্লভ স্থানে, দেবীকোট সন্নিধানে,
করিয়াছে সাগর-সঙ্গম ॥
কেরলে উদ্ভব তব, সে দেশের রীতি সব,
শুনিয়াছি বিচিত্র বিচল।
স্বৈরিণী নাএর নারী, যেন নিম্নগার বারি,
পরিণয়-বন্ধন বিফল ॥
কেরলীর কেশপাশ, নাকি অতনুর বাস,
চমরীচমূর গর্ব্ব হরে।
লাবণ্য প্রসূন-ডালা, নাকি সব দ্বিজবালা,
কমলার রূপগুণ ধরে? ৪০ ॥
পরিহিত চিত্রবাস, রবি-ছবি পরকাশ,
তনুরুচি চন্দনে চর্চ্চিত।
সেই দেশ ধন্য হয়, যেই দেশে নারীচয়,
সদাকাল আদরে অর্চ্চিত ॥
দেখ! দেবীকোট-পুর, শিবজ্বর দর্পচূর,
যেথানে করিল বিষ্ণুজ্বর।
এই সেই উমাবন, বাণরাজ নিকেতন,
পুরাখ্যাত কোট্টভী নগর ॥
যত্র ভাবিনীর ভূষা, রূপ প্রভাতের উষা,
তুষার-বিমলা উষা সতী।
স্বপনে যামিনী ভাগে, হেরিলেন অনুরাগে,
চিত্তচোর অনিরুদ্ধ পতি ॥
অনিরুদ্ধ সেইক্ষণ, স্বপ্নে করে নিরীক্ষণ,
সংমিলন বাণসুতা সহ।
নিদ্রাভঙ্গে তদুভয়, উৎকলিত অতিশয়,
চিন্তায় চঞ্চল অহরহ ॥

চিত্রলেখা একে একে, সুপুরুষ চিত্র লেখে,
নিজনাথে তাহে উষা চিনে।
মন্ত্রিসুতা অনন্তরে, শূন্য-পথে মন্ত্রভরে,
অনিরুদ্ধে আনে কত দিনে ॥ ৪৫ ॥
চরিতার্থ বিধুমুখী, অন্তরে অনন্ত সুখী,
বাণরাজ পাইল সন্ধান।
কৃষ্ণের প্রপৌত্র শুনে, দগ্ধদেহ ক্রোধাগুণে,
কারাগারে দিল তারে বাণ ॥
হায়রে ভবের খেলা! সাগরে বস্তার ভেলা,
দেখিতে দেখিতে মগ্ন হয়।
অস্থির ঐহিক প্রীতি, স্বপনের সম রীতি,
মিথ্যাময় কিছু সত্য নয় ॥"
চলিলেন গজপতি, মানমদে মত্তমতি,
কাঞ্চীপুর করিতে বিজয়।
অগণিত সৈন্যভটা, যেন জলধর ঘটা,
বহুদূরব্যাপী গরজয় ॥
সামন্ত-সিঙ্গার নাম, সেনাপতি গুণধাম,
প্রতাপে মিহির বীরবর।
পথে নরপতি কত, বিনা রণে অনুগত,
লালবন্দী রূপে দিল কর ॥
যে করিল প্রতিরোধ, পাইল উচিত শোধ,
অচিরাৎ পাইল সংহার।
পরাভূত সৈনদল, সংযোগেতে বাড়ে বল,
সেনাসিন্ধু হইল অপার ॥ ৫০ ॥
যথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, সংমিলনে বিষ্ণুপদী,
বরষায় বিষম বিস্তার।
সাগর-সঙ্গমস্থলে, হিল্লোলিত কোলাহলে,
অগণিত তরঙ্গের হার ॥
কাবেরী-উত্তরপারে, ব্যূহ রচি দুর্গাকারে,
গজপতি স্থাপিলা শিবির।

বস্ত্রময় ঘরদ্বার, যবনিকা শোভাধার,
বস্ত্রময় বিচিত্র প্রাচীর ॥
শৃঙ্খলিত কোন স্থলে, মত্তোৎকট হস্তিদলে,
পরিখা বেষ্টিত সেই স্থান।
কোন স্থলে রাজী রাজী, সহস্র সহস্র বাজী,
মনোজব অতি বেগবান ॥
কত নীল সিতাসিত, বিচিত্র লোহিত পীত,
সুদর্শন শ্রীপঞ্চকল্যাণ।
সৈন্ধব কাম্বোজ আর, চমৎকার চমৎকার,
আরবীয় তুরঙ্গ প্রধান ॥
সারি সারি ধনুর্দ্ধর, অগ্রে অগ্রে অগ্রসর,
রণমদ গর্ব্বে মত্তমতি।
পত্তিগণ পদচার, করিতেছে অনিবার,
কভু দ্রুত কভু মন্দগতি ॥ ৫৫ ॥
কোনস্থানে শস্যভার, সজ্জিত পর্ব্বতাকার,
ঘৃত আর তৈল সরোবর।
উড়িয়ার প্রিয় ভক্ষ, চিপীটক ঢেরি লক্ষ,
খণ্ড খণ্ডগিরির সোসর ॥
পলাণ্ডু লশুন আদা, পড়িয়াছে গাদা গাদা,
চিল্কার শুষ্কমীন রাশি।
সূপকার শত শত, ভোজ্য রান্ধে নানামত,
দলে দলে ভুঞ্জে সৈন্য আসি ॥
শ্রুত হয় কোন স্থানে, বাজে বাদ্য একতানে,
আনদ্ধ, সুষির, তত, ঘন।
বীণা বংশী ভেরী ঝাঁক, বাজিতেছে জয়ঢাক,
যেন গরজিছে নবঘন ॥
হেন বাদ্য সম্মোহন, মাতায় মুনির মন,
বীররস হয় মূর্ত্তিমান।
অসি হেতি রণসাজে, খর তরবারি ভাজে,
চকমক্ চপলা সমান ॥

কোথায় বিবিধ যান, সুসজ্জিত শোভমান,
দ্বৈপ আর প্রবহণচয়।
কম্বলে মণ্ডিত কত, শকট সহস্র শত,
নিশান উড়িছে শূন্যময় ॥ ৬০ ॥
পরিহিত বীরধটী, সারসনে বদ্ধকটি,
বারবাণে আবৃত শরীর।
গলদেশে প্রতিমুক্ত, উরু কঙ্কটক-যুক্ত,
শিরস্ত্রাণে সুশোভিত শির ॥
শিরে বিধুরত্ন পরি, সমাগত বিভাবরী,
শান্তি সহচরীর সহিত।
সেনাগণ শয্যোপরে, শ্রান্তি ক্লান্তি পরিহরে,
কলরব হইল রহিত ॥

ইতি যুদ্ধযাত্রা নাম পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ

সংগ্রাম

নিশানাথ অস্তাচলে সুপ্রভাত নিশী।
নাথে পুন পেয়ে হাস্তময়ী দশদিশী॥
ভানুকরে সুকুমারী কুমুদী মলিনী।
মুচুকি মুচুকি হাসে নবোঢ়া নলিনী॥
শৈত্য-মান্দ্য সুরভি-ভরিত সমীরণ।
কাবেরীর তীরে ধীরে করিছে ভ্রমণ॥
সুশীলা তরুণী যথা মৃত্যুমুখে ধায়।
ভানুর কিরণে হিম-কণিকা শুখায়॥
মরীচ-কেদারে সুখে ডাকিছে হারীত।
সরসীর তীরে শ্রুত সারসের গীত॥ ৫॥
চক্রবাক চক্রবাকী শৈবলিনী তীরে।
সংমিলন-সুধানীরে অভিষিক্ত ফিরে॥
বনপ্রিয় কেশরের কাননে কুহরে।
অমৃত বরিষে কিবা শ্রবণ-কুহরে॥
বৈতালিক যথাকালে ঘণ্টানাদ করে।
উঠিলেন গজপতি প্রথম-প্রহরে॥
যথাবিধি উপদেশ করিয়া প্রদান।
দূতে পাঠাইলা রাজা শত্রু-সন্নিধান॥
পুরী প্রবেশিয়া শোভা নিরখিতে দূত।
দেবতার ক্রিয়া প্রায় সকলি অদ্ভুত॥ ১০॥
কেনা জানে কাঞ্চীপুর পুরীর প্রধান।
ভারতে ছিল না হেন পুরী বিগুমান॥
বহুদূর ব্যাপিয়া পরিখা পরিসর।
প্রবলা আপগা প্রায় দৃশ্য ভয়ঙ্কর॥
পবন-প্রবাহে তাহে প্রবাহ উদয়।
স্থানে স্থানে ঘোরচক্র আবর্ত্ত-নিচয়॥

চারি সেতু চারি ধারে নির্মিত পাষাণে।
প্রহরী পুরুষপুঞ্জ স্থিত স্থানে স্থানে ॥
কৃতান্তের দ্বারসম চারি পুরীদ্বার।
হস্তিনখে সুশোভিত তার দুইধার ॥ ১৫ ॥
ঝুলিছে কবাট-বাট লৌহের নিগড়ে।
কার সাধ্য সহসা প্রবেশে সেই গড়ে ॥
পরিখা অন্তরে বপ্র পর্ব্বত আকার।
তার পরে প্রস্তরেতে রচিত প্রাকার ॥
নানা রম্য হর্ম্ম্য আর প্রাসাদ প্রচুর।
পরিপাটী সৌধ অন্তে চারু অন্তঃপুর ॥
মনোজ্ঞ মণ্ডপ মঠে কপোত-পালিকা।
বাজীশালা, হস্তিশালা, পানীয়-শালিকা ॥
মহাধনী-গৃহগণ অতি শোভমান।
স্বস্তিক সর্ব্বতোভদ্র তথা বর্দ্ধমান ॥ ২০ ॥
প্রশস্ত প্রাঙ্গণ তথা অলিন্দ-নিকর।
কত উপবন পুষ্পবন মনোহর ॥
রাজ-পথ পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ তরুচয়।
স্থানে স্থানে তড়াগেতে পরিপূর্ণ পয় ॥
ফুটে ফুল কমল কহ্লার ইন্দীবর।
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বসে ভ্রমরী ভ্রমর ॥
সন্তরে বিহরে কত মরাল মরাল।
থেকে থেকে ডাকিছে ডাহুক পালে পাল ॥
সরণীর দুইধারে শোভে সারি সারি।
নানারূপ মণিহারী দোকানী পসারী ॥ ২৫ ॥
মণিকার-মণ্ডপে রমণী-মনোহর।
সুসজ্জিত বহুমূল্য রত্ন স্তরে স্তর ॥
মরকত পদ্মরাগ বিদ্রুম বৈদূর্য্য।
রত্নরাজ হীরা, যথা গ্রহপতি সূর্য্য ॥
মণিময়, মুক্তাময়, প্রকার প্রকার।
গোস্তন নক্ষত্রমালা, আদি নানা হার ॥

অঙ্গুরীয়, কর্ণিকার, কেয়ূর, কটক।
কিঙ্কিণী, কঙ্কণ, কাঞ্চী, মঞ্জীর, হংসক॥
চূড়ামণি, চন্দ্রসূর্য্য, কিরীট, তরল।
ললাটিকা, সীমন্তিকা, রত্নে ঝলমল॥ ৩০॥
বসিয়াছে সাজাইয়া তন্তুবায়গণ।
কৌষেয় রাঙ্কব ক্ষৌম কর্পাস বসন॥
দুকূল, নিবীত, চোলী চেলনা, কাচুলী।
জড়িত জরীর কাজে জলিছে বিজলী॥
বসিয়াছে গন্ধবেণে লয়ে নানা গন্ধ।
উড়িছে ভ্রমরচয়, সৌরভেতে অন্ধ॥
কেশর, কুঙ্কুম, কালাগুরু, কালীয়ক।
সর্জ্জরস, মৃগনাভি, কর্পূর, কোলক॥
জাতী-ফল, জয়ত্রী, লবঙ্গ, দারুচিনী।
মোরটা, মঙ্গলা, সুরভির তরঙ্গিণী॥ ৩৫॥
স্রোতোঞ্জন, রসাঞ্জন, প্রভৃতি অঞ্জন।
শিলাজতু, মনঃশিলা, সিন্দূর শোভন॥
তুন্নবায় নানাবস্ত্র করিছে সীবন।
চিত্রকর চারুচিত্র করিছে লিখন॥
শ্রেণীবদ্ধ স্বর্ণকার আর কর্ম্মকার।
কাংস্যকার, শঙ্খকার, তথা চর্ম্মকার॥
রথকার, জায়াজীব, রজক, চারণ।
মায়াকার, মালাকার, আর নটগণ॥
দেখিতে দেখিতে দূত করিছে গমন।
মনে ভাবে ধন্য এই পুরী সুশোভন॥ ৪০॥
ধন্য ধন্য প্রজাগণ, ধন্য নরপতি।
হায় কেন যুদ্ধানল উঠিল সম্প্রতি॥
সমর সংহার-সুত! সর্ব্বশোভাহারী!
সর্ব্বসুখ-সংহারক সর্ব্বলোপকারী।
কোথা রবে এই শোভা কিছুদিন পরে?
হায় রে ভ্রান্তির লীলা, এভব ভিতরে!

ভাবিতে ভাবিতে উপনীত সিংহদ্বারে।
দৌবারিক সমাচার জানায় রাজারে॥
আদেশ পাইয়ে, লয়ে গেল সন্নিধান।
অপরূপ রাজসভা, শোভার নিধান॥ ৪৫॥
চারিদিকে রক্ষিগণ, সন্নদ্ধ শরীর।
করে মুক্ত অসি, স্কন্ধে লম্বিত তূণীর॥
অবিরত উপায়ন পড়ে পদতলে।
করযোড়ে দাঁড়াইয়া সামন্ত সকলে॥
অতি উচ্চ সিংহাসনে বসি কাঞ্চীপতি।
মধ্যাহ্নের বিভাবসু সম তেজ অতি॥
বামপাশে সৌম্যমূর্ত্তি মহামাত্য বসি।
গ্রহপতি অন্তে যথা সমুদিত শশী॥
পত্র দিল তাঁর করে উৎকলের দূত।
পাঠমাত্র মহারোষ হৃদয়ে সম্ভূত॥ ৫০॥

পত্র

"শুনরে দুরাত্মা দুষ্ট পাপিষ্ঠ প্রকট।
শৃগালের সম শঠ কপট নিপট॥
এত বড় স্পর্দ্ধা তোর, এত অভিমান।
মানিয়াছ আপনারে ক্ষত্রিয় প্রধান॥
দুহিতা লইয়ে দুষ্ট, উড়িষ্যায় গেলি।
বিবাহ না দিয়ে কেন দেশে ফিরে এলি॥
আমারে চণ্ডাল বল, এত অহঙ্কার।
আমি এই আসিয়াছি দিতে প্রতিকার॥
ছারখারে দিব আমি এ পাট কর্ণাট।
ভাসাইব সিন্ধুজলে, দেখাইব নাট॥ ৫৫॥
নিস্তার পাইবি যদি মম কোপানলে।
নন্দিনী পদ্মিনী আনি দেহ পদতলে॥
আমি তারে চণ্ডালে করিব সমর্পণ।
তবে সে হইবে মম ক্রোধের তর্পণ॥"

জলন্ত অনলে কিবা হবির পতন।
কিবা কালসর্প শিরে চরণ ঘাতন ॥
গরজিয়া উঠে রাজা শুনিতে ভীষণ।
দ্বিনয়নে জ্বলে কিবা হোম-হুতাশন ॥
কিঞ্চিৎ হইল শান্ত, ক্ষণেক অন্তরে।
আজ্ঞামত প্রত্যুত্তর লিখে লিপিকরে ॥ ৬০ ॥

প্রত্যুত্তর

"অরে মূর্খ উড়ে মেড়া! কি সাহস তোর।
আসন্ন তোমার কণ্ঠে মরণের ডোর ॥
তোরে কিরে জগন্নাথ করে নাই মানা।
ছুছুন্দর হয়ে বেটা, সিংহপুরে হানা ॥
তোরে কন্যা দিব দুষ্ট! বিজাত বর্ব্বর!
ভেক চাহে ধরিবারে অপ্সরার কর ॥
অসম্ভব এ বাসনা, অরে দুরাশয়।
যজ্ঞ-হবি, কুক্কুরের কভু ভোগ্য নয় ॥
ভাসাইব সিন্ধুনীরে, বরং পদ্মিনীরে।
তবু তোরে কভু নাহি দিব নন্দিনীরে ॥ ৬৫ ॥
তুই কি জানিস্ রণ? দূর বেটা দূর।
রণবন-ভূমে রাজা এরণ্ড ঠাকুর ॥
দেখা যাবে জগন্নাথে কি দেবত্ব আছে।
বসাইব আমি তারে গণেশের পাছে ॥
সে আবার দেবতা, তাহারে কিবা ভয়?
করুক আমার ক্ষতি, যত সাধ্য হয় ॥"
পত্র প্রাপ্ত হয়ে দূত হইল বিদায়।
অতি বেগে আপন শিবিরে ফিরে যায় ॥
পত্র পড়ি উৎকলেশ জ্বলিল দ্বিগুণ।
নিশ্বাস প্রশ্বাস বহে যেন দাবাগুণ ॥ ৭০ ॥
নিশাশেষে ঘন ঘন বাজিছে পটহ।
সমরের উপক্রম সমাগতে অহ ॥

কাবেরীর পরপারে দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
পঙ্গপাল মত সৈন্য ব্যাপ্ত দিগন্তর॥
হাতি, রথী, পদাতি, তুরঙ্গী অগণন।
নানা রঙ্গে চতুরঙ্গে বাজিছে বাজন॥
উড়িষ্যার সেনাদল নদীপার হেতু।
শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে তরণীর সেতু॥
শত্রু-সেনা সন্নিকট হ'ল যে সময়।
তরঙ্গিণী-তটে ঘোরতর যুদ্ধ হয়॥ ৭৫॥
দুই দলে বাণবৃষ্টি ছাইয়ে গগন।
শ্রাবণের ধারা কিবা করকা-বর্ষণ॥
কোনরূপে হীনবল নহে দুই দল।
ক্রমেতে প্রবল হ'ল সমর-অনল॥
মহা ঘোরতর যুদ্ধ, কি বর্ণিব আর।
শোণিত-প্রবাহ বহে নির্ঝর আকার॥
কিবা দুই মেঘদল করিছে গর্জন।
বিজলীর শোভা ধরে যত প্রহরণ॥
কাবেরীর স্রোত রক্তে হইল লোহিত।
ক্রমে উড়িষ্যার সৈন্য তীরে আরোহিত॥ ৮০॥
পদাতি পদাতি সঙ্গে যুঝে অহরহ।
তুরঙ্গী তুরঙ্গী সঙ্গে, রথী রথী সহ॥
মাতঙ্গে মাতঙ্গে শুণ্ড করি জড়াজড়ি।
শৈলাকারে ভূমিতলে যায় গড়াগড়ি॥
সমস্ত দিবস যুদ্ধ, নাহি অবসান।
হাজার হাজার লোক হারাইল প্রাণ॥
ভানু যায় শয্যাগারে সন্ধ্যা-করে ধরি।
চন্দ্রচূড়া হয়ে সমাগত বিভাবরী॥
সমর হইল ক্ষান্ত, নিশীথ সময়।
আহব শ্মশান সম, দেখি লাগে ভয়॥ ৮৫॥
মৃত, নরদেহ, আর তুরঙ্গ দ্বিরদ।
অগণিত কাটামুণ্ড, কাটা হস্ত পদ॥

বিকট প্রকট দন্ত, গলে রক্তধারা।
হর-নেত্র সম ঊর্দ্ধগত অক্ষিতারা॥
ডাকিতেছে ফেরুপাল, ফেউ ফেউ রবে।
শবগন্ধে সমাগত সারমেয় সবে॥
শব নিয়ে টানাটানী কলহ ভীষণ।
ফেরুপালে গৃহপালে বেধে গেল রণ॥
কোথারে মনুষ্য তোর, বীর্য্য অহঙ্কার?
মরণান্তে হও তুমি, পশুর আহার॥ ৯০॥
দিবাভাগে রণমদে মেতেছিলে রাগে।
শিবা-কুকুরের খাদ্য হলে নিশাভাগে॥
কাঞ্চীপতি-হৃদয়েতে সঞ্চারিত ভয়।
জানিলেন গজপতি হীনবল নয়॥
নগরের প্রান্তে রণভূমি পরিসর।
পরিখা প্রাকার তাহে রচে বহুতর॥
ধারে ধারে সাজাইল সৈন্য সারি সারি।
নিবিড় কানন সম শূল-ভল্লধারী॥
তাহার পশ্চাতে সেনা দেখিতে ভয়াল।
হৃদয়ে প্রকাণ্ড ঢাল, করে করবাল॥ ৯৫॥
ঘন ঘন হুহুঙ্কারে পূরিল গগন।
স্থানে স্থানে প্রজ্জলিত হয় হুতাশন॥
রজনী হইল শেষ, হাসে ঊষা সতী।
পুন পূর্ব্বদিগে প্রভাষিত দিনপতি॥
আরোহণ করি দিব্য রথ মনোহর।
রণ-যাত্রা করিছেন কাঞ্চীর ঈশ্বর॥
অই শুন চক্রের নির্ঘোষ ভয়ঙ্কর।
বজ্রনাদে পরিপূর্ণ যেমন অম্বর॥
লৌহময় কবাট বিমুক্ত সিংহদ্বারে।
শৃঙ্খলে উঠিছে অগ্নি ইরম্মদাকারে॥ ১০০॥
তুষার-ধবল কান্তি হয় চতুষ্টয়।
চারু কলেবর স্বর্ণ-অলঙ্কারময়॥

বিদ্যুতের বেগে সিংহদ্বার পরিহরে।
অই দেখ আসিতেছে সেতুর উপরে ॥
নির্ম্মিত চন্দন-কাষ্ঠে অপূর্ব্ব স্যন্দন।
হস্তিদন্তে বিরচিত তাহে সিংহাসন ॥
বিখচিত স্বর্ণ মণি মুক্তা মনোলোভা।
নক্ষত্রভূষিতা কিবা তমস্বিনী-শোভা ॥
স্বর্ণময় নেমি, স্বর্ণময় যুগন্ধর।
স্বর্ণময় ধুরা, স্বর্ণময় অপস্কর ॥ ১০৫ ॥
মহামূল্য চীনাংশুকে পতাকা রচিত।
স্বর্ণসূত্রে গণপতি মূর্ত্তি বিলিখিত ॥
উপনীত হ'ল রথ ভয়াল আহবে।
"জয় গণেশের জয়" ডাকে সেনা সবে ॥
নৃপে বেড়ি বীরমদে মত্ত সবে সুখে।
নাচিতে নাচিতে যায় শত্রু-অভিমুখে ॥
আর কি বর্ণিব রণ বর্ণনে না যায়।
অবতীর্ণ রুদ্র কিবা হইলা তথায় ॥
কাঞ্চীসেনা তীক্ষ্ণশরে ছাইল গগন।
শত্রুদলে হয় যেন বিষ-বরিষণ ॥ ১১০ ॥
উঠে ছুটে বাণ যেন ফুহারার ধারা।
শূন্য হ'তে নামে যথা খসি পড়ে তারা ॥
উড়িষ্যার সৈন্য তাহে হইল অস্থির।
দেহ বহি পড়ে রক্ত, শরে বিদ্ধ শির ॥
বিভাবরী সমাগত ভানু-ভাতি নাশি।
কাঞ্চীর বিজয়-ভানু সমুদিত আসি ॥
পলায় উৎকল-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে।
পশ্চাতে ধাবিত শত্রু অসি হস্তে লয়ে ॥
সমর হইল ভঙ্গ সেদিনের তরে।
জয়নাদে কাঞ্চীনাথ প্রবেশে নগরে ॥ ১১৫ ॥
হেন মতে দিন দিন কত যুদ্ধ হয়।
ক্রমে উৎকলের বল হ'ল বহু ক্ষয় ॥

কিছুই নির্ণয় নহে জয় পরাজয়।
দুই পক্ষে শুভাশুভ উদয় বিলয়॥
বাহিরের গড় কত হ'ল হস্তগত।
আহার অভাবে কত বাহিনী নিহত॥
আজি উৎকলের জয় আনন্দ শিবিরে।
কালি নিরানন্দ সবে বসি নতঃশিরে॥
শ্রীপুরুষোত্তম-দেব ক্ষুব্ধ অতিশয়।
মর্ম্মান্তিক মহাদুঃখে ব্যথিত হৃদয়॥ ১২০॥
একদা শর্ব্বরী শেষে অনুতপ্ত মনে।
করিতেছে আর্ত্তনাদ শ্রীজীব-চরণে॥
বলে, "কেন করুণা ছাড়িলে প্রভু মোরে?
কেন বা প্রবৃত্তি দিলে এ সমর ঘোরে?
তোমারে কহিল কটু, পাষণ্ড পামর।
কেমনে সহিবে তাহা তোমার কিঙ্কর?
কর্ণাট-সংহারে সেই হেতু মম পণ।
তুমি দিলে প্রত্যাদেশ করিতে এ রণ॥
তব আজ্ঞা শিরে ধরি, নির্ভয় হৃদয়।
না মানিনু অশকুন যাত্রার সময়॥ ১২৫॥
দিলে যে দয়ার চিহ্ন গোপবালা-করে।
এখনো সে অঙ্গুরীয় আছে শিরোপরে॥
তবে কেন পরাভব পাইলাম রণে?
না জানি কি অপরাধ করেছি চরণে॥
বুঝি তব দয়াধিকতায় দয়াময়।
অহঙ্কার-মদে মত্ত আমার হৃদয়॥
দর্পহারী ভগবান সেই সে কারণে।
হরিলে দাসের গর্ব্ব এই ঘোর রণে॥
প্রণতে উন্নত কর, উন্নতে প্রণত।
কার সাধ্য এই বিধি করে অন্য মত॥ ১৩০॥
দীনেরে উঠায়ে প্রোচ্চ পর্ব্বত উপরে।
পাথারে ভাসাও এবে বাঁধি দুই করে॥

দোহাই, দোহাই, প্রভু করুণানিধান !
মান রাখ, প্রাণ যায়, কর পরিত্রাণ ॥
এরূপে রোরুদ্যমান রাজা গজপতি ।
স্বপ্নাবেশে পুন প্রত্যাদেশ তার প্রতি ॥
"ভয় নাই, ভয় নাই, ওরে বরসুত ।
তোরে অনুকূল সদা কৃষ্ণ রাজপুত ॥
কালি নিশী কাঞ্চীগড় কর আক্রমণ ।
সেনাগণে চারি দিগ্‌ করহ বেষ্টন ॥ ১৩৫ ॥
দক্ষিণ দ্বারেতে তুমি সহ রথিগণ ।
করিবে মুষলধারে বাণ বরিষণ ॥
উত্তরের দ্বারে রবে সামন্ত-শিঙ্গার ।
অগণিত পদাতিক যোগান তাহার ॥
রবেন পশ্চিমদ্বারে শ্বেত রাজপুত ।
তাঁহার সহিত রবে মাতঙ্গ অযুত ॥
আমি রব পূর্ব্ব দ্বারে সহ অশ্বঠাট ।
শিখাইব কর্ণাটেরে, দেখাইব নাট ॥
নিদ্রাভঙ্গে গজপতি, হরষিত মতি ।
পুনরায় রণোৎসাহে সমুৎসুক অতি ॥ ১৪০ ॥
না হইতে প্রভাত, বাধিল ঘোর রণ ।
অন্তরীক্ষে শ্রুত মাত্র শব্দ শন্‌শন্‌ ॥
কত মল্ল, করে ভল্ল, সাজে থাকে থাকে ।
মারে লম্ফ, দিয়ে ঝম্ফ, ধায় ঝাঁকে-ঝাঁকে ॥
দুইনেত্র, মদক্ষেত্র, জবাপুষ্প ভাতি ॥
ধৃত বর্ম্ম, স্যূত চর্ম্ম-আবরিত ছাতি ॥
ফুলে অঙ্গ, ভরুভঙ্গ, দশন-কবাটী ।
খড়্গে খড়্গে, অরিবর্গে ফেলিতেছে কাটি ॥
পড়ে রক্ত কি অলক্ত, ধরা-অঙ্গে সাজে ।
শুধু হেরি, শবঢেরি, জয়ভেরী বাজে ॥ ১৪৫ ॥
ওকি মূর্ত্তি, পায় স্ফূর্ত্তি, রণ-মাতৃকার !
গলদ্রক্ত, সদাসক্ত, চিবুকে তাহার ॥

দন্তগুলা, যেন মূলা, অতিতীক্ষ্ণ দাঁড়।
কড় মড়, মড় মড়, চিবাইছে হাড়॥
কভু পড়ি, গড়াগড়ি, দেয় ভূমি পরে।
কভু উঠে, যায় ছুটে, প্রসারিত করে॥
তাম্র সটা, জিনি কটা, শিরে জটাচয়।
ফণীচক্র, সমবক্র, উঠি উর্দ্ধে রয়॥
ভয়ঙ্কর, ঘোরতর, ঘোরে দুই আঁখি।
নরনাড়ী, আছে মাড়ি, বক্ষোদেশ ঢাকি॥ ১৫০॥
ভয়ঙ্করী, নিশাচরী, নাচিতেছে আসি।
সমাকুল, সেনাকুল, উঠে ধূলারাশি॥
শিবাপুঞ্জে, বসা ভুঞ্জে, গৃধিনীর সঙ্গে।
ঝাঁকে ঝাঁকে, দ্রোণকাক, পিয়ে রক্ত রঙ্গে॥
কাটামুণ্ড, হীনশুণ্ড, কতহস্তী পড়ে।
কত হয়, ক্ষেত্রময়, ধায় উভরড়ে॥
ফুটে চম্পা, কিবা শম্পা, অগ্নিবাণ মুখে।
দলেদল, কত বল, আসিতেছে রুখে॥
খরধার, তরবার, যমধার নাম।
কি করাল, ভিন্দিপাল, কৃতান্তের ধাম॥ ১৫৫॥
প্রক্ষেড়ন, ঘন ঘন, ভ্রমণ কুঠার।
করে বধ, পরশ্বধ, বিষম প্রহার॥
এইরূপে সমর হইল ঘোরতর।
দিবাশেষে দুইদল হইল কাতর॥
প্রভাতে, প্রভাত ভানু সম রাগোদয়।
প্রদোষের অস্তভানু সহ তেজোময়॥
বেলা অবসান সহ বল অবসান।
প্রকৃতির রীতি এই নিত্য বিদ্যমান॥
বিশেষে কাঞ্চীর সেনা হইল ফাঁফর।
চারিদিগে উড়িষ্যার বাহিনী বিস্তর॥ ১৬০॥
স্থানে স্থানে ভঙ্গ দিয়ে করে পলায়ন।
ক্রমে বীর্য্য প্রশমন, প্রাপ্ত প্রমথন॥

নিরুপায়ে অপায়ন বুঝি কাঞ্চীপতি।
নতঃশিরে নিজদুর্গে করিলেন গতি ॥
প্রচুর প্রহরীচয় বাঁধে আট ঘাট।
চারি সিংহদ্বারে পুন পড়িল কবাট ॥
তমস্বিনী তমোরাশি ছাইলে গগন।
দক্ষিণের দ্বারে যান উড়িষ্যারাজন ॥
কাবেরীতে অশ্বগণ জলপান করে।
সমস্তদিনের শ্রান্তি ক্লান্তি পরিহরে ॥ ১৬৫ ॥
পুন রথে প্রযোজিত, সজ্জিত সকলে।
রণমদে হ্রেষা উঠে গগনমণ্ডলে ॥
চলিলেন রথিগণ রাজারে লইয়া।
শত্রু-গর্ব্ব খর্ব্ব হেতু উল্লসিত হিয়া ॥
উত্তরেতে চলিলেন সামন্ত-শিঙ্গার।
চলিত পদাতি যথা তরঙ্গের হার ॥
"জয় জগন্নাথ, জয়!" হয় জয়ধ্বনি।
কটকের পদভরে শিহরে ধরণী ॥
অগণিত অগ্নিবাণ উঠিয়া অম্বরে।
বজ্রের আকারে পড়ে নগর-ভিতরে ॥ ১৭০ ॥
কত গৃহে হাহাকার শব্দ উঠে তায়।
প্রোজ্জ্বলিত গৃহচয় যথায় তথায় ॥
কিন্তু সে দুর্গম দুর্গ অভেদ্য অজেয়।
ভিতরেতে অস্ত্র আর সৈন্য অপ্রমেয় ॥
প্রথমেতে পঞ্চক্রোশ নিবিড় জঙ্গল।
তারপর নদী প্রায় পরিখা প্রবল ॥
তটে গিরি বনে পুন অতি গূঢ় স্থান।
মুগনী প্রস্তরে যত প্রাকার নির্ম্মাণ ॥
পর্ব্বতপ্রমাণ চূড়া অতি উচ্চতর।
যেন সূর্য্যপথ রোধে, পরশি অম্বর ॥ ১৭৫ ॥
দুইদ্বারে বহুক্ষণ হইল সমর।
উড়িষ্যার চমূ তাহে নিহত বিস্তর ॥

নীচে থেকে উঠে উৰ্দ্ধে অগণিত বাণ।
গহনে গহনে পড়ি বিহত সন্ধান ॥
উপর হইতে যত বর্ষে প্রহরণ।
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সৈন্য মরে অগণন ॥
প্রথম প্রহরে রাজা অস্থির হৃদয়।
ভাবিছেন, ভুলিলেন বুঝি দয়াময় ॥
অবিরত তত্ত্ব লয়ে ফিরিতেছে দূত।
পূর্ব্বদ্বারে আগত কি কৃষ্ণ রাজপুত ॥ ১৮০ ॥
দ্বিতীয় প্রহর যবে অতীত রজনী।
অকস্মাৎ পুন পুন হয় জয়ধ্বনি ॥
পূর্ব্বদ্বারে কৃষ্ণ রাজপুত সমাগত।
সঙ্গে সংমিলিত তাঁর অশ্বারোহী যত ॥
পশ্চিমের দ্বারে শ্বেত রাউত উদয়।
মেঘদল সম ধায় মাতঙ্গনিচয় ॥
নবরূপ অগ্নি অস্ত্র অতি ভয়ঙ্কর।
বজ্রের নির্ঘোষবৎ শব্দ ঘোরতর ॥
মুখেতে বিদ্যুৎ জ্বলে কিবা কালানল।
আঘাতে কাঞ্চীর সৈন্য মরে দলেদল ॥ ১৮৫ ॥
দুই সিংহদ্বারে দেওড়ের বড় জাক।
কর্ণাটের লক্ষ্যে গোলা পড়ে ঝাকে ঝাক ॥
উৎকলের সৈন্য বর্ম্মে আবৃত শরীর।
তোরণের নীচে কাটে সুড়ঙ্গ গভীর ॥
ভরিল বারুদ তাহে আকারেতে গোলা!
জয় জগন্নাথ জয় নাদে সবে ভোলা।
তবে কৃষ্ণ রাউতের আদেশ প্রমাণ।
সেই সুড়ঙ্গেতে অগ্নি করিল প্রদান ॥
হইল বিষম শব্দ সেই সিংহ দ্বারে।
লক্ষ লক্ষ বজ্র কি পড়িল একেবারে ॥ ১৯০ ॥
ভাঙ্গিল লৌহের দ্বার হয়ে চুর্ মার্।
উৎকলের সেনা ঢুকে করে মার মার ॥

আগে আগে বীর কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অশ্বোপরে।
মূর্ত্তিমান মহাকাল কর্ণাট নগরে॥
পলায় কাঞ্চীর লোক পুর পরিহরি।
কি করিবে, কোথা যাবে, চারিদিগে অরি॥
আবাল বনিতা বৃদ্ধ বিশেষে কাতর।
জয়নাদ সহিত মিশ্রিত আর্ত্তস্বর॥
বিমূর্চ্ছিত নারীগণ মহাভয় ক্রমে।
নগর আচ্ছন্ন যেন, ভেল্‌কীর ভ্রমে॥ ১৯৫॥
জয়ী সৈন্য খুলে দিল আর তিন দ্বার।
প্রবেশে উৎকল-বল, সংখ্যা নাহি তার॥
মহানন্দে গজপতি ব্যস্ত ত্রাস্ত হয়ে।
অন্বেষিয়া ভ্রমিছেন রাজপুত্রদ্বয়ে॥
কিন্তু দুই ভাই অন্তর্হিত সেই ক্ষণ।
পাতি পাতি করি খুঁজে, না পান দর্শন॥
হরিষ বিষাদে রাজা শিবিরেতে যান।
সামন্ত-সিঙ্গার রহে দুর্গ-সন্নিধান॥
প্রহরেক লুট-তরে দিলা অনুমতি।
দরিদ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখি মহামতি॥ ২০০॥
কি আর বর্ণিব তবে যে দশা হইল।
মহামূল্য দ্রব্য সব লুটিয়া লইল॥
বলাৎকারে লয়ে যায় তরুণীনিকরে।
মুক্তাকারা অশ্রুধারা দুনয়নে ঝরে॥
হায়রে পুরুষ তোর একিরে পৌরুষ!
অবলা জাতির প্রতি কেনরে পরুষ?
যারা হয় সংসার-সাগরে সার নিধি।
মৃদু উপাদানচয়ে গঠিলেন বিধি॥
তাহাদের প্রতি কেন নৃশংস ব্যাভার?
যতনের ধন তারা, স্নেহের আধার॥ ২০৫॥
মাতিয়া সমর-মদে নাহি থাকে জ্ঞান।
সরলা মহিলাগণে কর অপমান॥

যুগ যুগান্তরে তোর এ দারুণ রীতি।
কিসের বড়াই নব্য সভ্যতার নীতি?
সভ্য-শিরোমণি ফ্রান্স বিখ্যাত ভূতল।
প্রজাতন্ত্রে তিরস্কৃত প্রমদামণ্ডল॥
পশু করে পশুবধ ক্ষুধার জ্বালায়।
পশু চেয়ে পশু তুই সমর-খেলায়॥
বিজয়-মাদকে মাতি ধরি নারীগণে।
দেহ ভ্রষ্ট করি, নষ্ট করহ জীবনে॥ ২১০॥
মহা হাহাকার উঠে কাঞ্চীরাজ-পুরে।
রুদিত রমণীকুল ভুক্‌রে ফুকুরে॥
অন্তঃপুর-মাত্র রক্ষা পাইল লুণ্ঠনে।
নিভৃতে বসিয়া নৃপ সহ স্বীয়গণে॥
অপমানে ম্রিয়মাণ অস্থির পরাণ।
অনলে হৃদয় যেন হয় দহ্যমান॥
অবসাদে হতচিত্ত অবশ শরীরে।
ধীরে ধীরে যায় রায়, গণেশ-মন্দিরে॥
ইষ্টদেব-সম্মুখেতে দণ্ডবৎ পড়ি।
কর যোড়ে স্তব করে, যায় গড়াগড়ি॥ ২১৫॥
"নমো নমো গণপতি, নমো লম্বোদর!
নমো দেব দ্বৈমাতুর, নমো বিঘ্নহর!
নমো প্রভো বিনায়ক, গজেন্দ্রবদন!
নমো পার্ব্বতীর প্রিয়, হৃদয়-নন্দন!
প্রসীদ পরশুপাণি, প্রভো নিরঞ্জন!
একদন্ত, বক্রতুণ্ড, মূষিকবাহন।
হে হেরম্ব বামদেব, জটাজুটধর!
নমো সিন্দূরাভ খর্ব্ব স্থূল কলেবর!
চতুর্ভুজ, ধৃত-পাশাঙ্কুশ-বরাভয়!
স্মরণে তোমার নাম সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ ২২০॥
তুমি ব্রহ্মজ্ঞানদাতা, বিধির বিধাতা!
নাদব্রহ্মবীজরূপ, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞাতা!

বিঘ্নহর! বিঘ্ন হর, হয়েছি কাতর।
দোহাই, দোহাই, প্রভো দেব গণেশ্বর!
তুমি মম কুলদেব, প্রসিদ্ধ জগতে।
লজ্জানিবারণ মম কর কোনমতে॥
না জানি কি অপরাধ করেছি চরণে।
নহে কেন পরাভব পাইলাম রণে?
সমরে সর্বত্র জয় পুরুষানুক্রমে।
কত রাজ্য দিলে দেব এ দাস অধমে॥ ২২৫ ॥
এখন এ দীনে কেন কর পরিহার?
চরণে পড়িয়ে প্রভো! মাগি পরিহার॥
বরদ! বরদ হও, করুণ নয়নে।
কোন্‌ছার গজপতি আমার সদনে?"
এইরূপে কাঞ্চীনাথ কাতর হৃদয়ে।
কুলদেবে ডাকিতেছে, ভক্তিনম্র হয়ে॥
ভাবিতে ভাবিতে, নেত্রে নিদ্রার আবেশ।
ঘোর বিভাবরী-ক্ষণে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ॥
"শুন, শুন, শুনরে কর্ণাট-অধিপতি!
কপাল ফাটিল তোর, ওরে ছন্নমতি! ২৩০ ॥
রে দুরাত্মা! কি কারণে দেব নারায়ণে।
নিন্দিলে শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে গর্ব্বিত বচনে?
না জান, না জান, দুষ্ট, ভেদজ্ঞানী খল।
সকল দেবতা মাত্র কল্পনার ফল॥
যিনি হরি, তিনি হর, তিনি প্রজাপতি।
তিনি লক্ষ্মী সরস্বতী তিনিই পার্ব্বতী॥
পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেয় চতুর্ব্বেদ।
পামর পাষণ্ডগণ করে সব ভেদ॥
যদ্যপি ভালাই চাহ, উপদেশ লহ।
করহ প্রণয়-সন্ধি গজপতি সহ॥ ২৩৫ ॥
তোমার এদেশে আমি রহিব না আর।
অতঃপর আবির্ভাব উৎকলে আমার॥

চণ্ডাল বলিয়া যারে নিন্দিলে দুর্ম্মতি।
সে চণ্ডাল হবে, তব পদ্মাবতী পতি ॥"
স্বপন হইল ভঙ্গ, তপন উদয়।
স্তম্ভিত হইল রায়, কম্পিত হৃদয় ॥
সচিবে ডাকিয়ে কহে স্বপ্ন-বিবরণ।
"আর এ বিফল রণে কিবা প্রয়োজন ?
এইক্ষণে গজপতি-সন্নিধানে যাও ॥
পদ্মাবতী দিয়ে, সন্ধি-নিবন্ধন চাও ॥" ২৪০ ॥
অন্তঃপুরে মহামন্ত্রী পাঠাইল বাণী।
মূর্চ্ছিতা মহিলা শিরে পদ্মপাণি হানি ॥
গজপতি-করে যথা কোকনদমালা।
গজপতি-ডরে তথা পদ্মাবতী বালা ॥
শুখাইল মুখ যেন হেমন্ত-কমল।
কর বিস-কিসলয় হইল নিশ্চল ॥
বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে নয়নযুগলে।
শিশিরনিকরে কিবা কুশেশয়-দলে ॥
দুহিতার দশা দেখি মহিষী কাতরা।
শোকেতে অধরা হয়ে পড়িলেন ধরা ॥ ২৪৫ ॥
রোদনের কোলাহল উঠে অন্তঃপুরে।
আহা। আহা। হাহাকার রব মাত্র স্ফুরে ॥
যথা শেফালিকাফুল প্রভাত-প্রহরে।
সুধীর সমীরে ভূমে ঝরঝর ঝরে ॥
ধরাসনে পড়ে তথা বরাননাচয়।
মহামন্ত্রী অন্তঃপুরে হইলা উদয় ॥
করযোড়ে কহিতেছে সজল নয়নে।
কি ফল, বলগো আর্য্যে, বিফল রোদনে ?
ভবিতব্য আছে যাহা ঘটিবে তাহাই।
বিধির নির্ব্বন্ধ ছেদে কার সাধ্য নাই ॥ ২৫০ ॥
কেনগো কাতরা এত বিষাদ অন্তরে ?
কলিঙ্গের রাজলক্ষ্মী হবে অন্তঃপুরে ॥"

এত বলি কুমারীরে সঙ্গে লয়ে যায়।
খনি হতে মহামণি হইল বিদায়॥
মহানবমীর-নিশা-প্রভাত-সময়।
দেবীর বিদায়-কালে যেভাব উদয়॥
সেই ভাব আবির্ভাব হ'ল কাঞ্চীপুরে।
এক ভাবে সকলের আঁখিযুগ ঝুরে॥
সচিব কন্যারে লয়ে অতি ত্বরান্বিত।
গজপতি-শিবিরে হইলা উপনীত॥ ২৫৫॥
রত্নসিংহাসনোপরে প্রতাপে মিহির।
বার দিয়ে বসিয়াছে গজপতিবীর॥
শ্বেতচ্ছত্রে জ্বলে কত মণিময় তারা।
ঝুলিছে ঝালর তাহে গজমোতি-ঝারা॥
হীরার কলস ঊর্দ্ধে দিতেছে চমক্।
দণ্ডে হীরা মণি পান্না করে ঝক্‌মক্॥
ঢুলাইছে চারি ভিতে ধবল চামর।
শারদ নীরদ বেড়া যেন দিনকর॥
প্রস্থিত গম্ভীর মূর্ত্তি সচিবমণ্ডল।
দেবগণে সমবেত যেন আখণ্ডল॥" ২৬০॥
কাঞ্চীর সচিব সন্ধিপত্র দিয়ে করে।
যথাবিধি সম্ভাব সঞ্চরি উক্তি করে॥
কহিছেন গজপতি, আরক্ত নয়ন।
"প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন মম, না হবে কখন॥
চণ্ডালেরে পদ্মিনীরে করিব অর্পণ।
ক্ষত্রি-অভিমান কোথা রহিবে তখন?
কাঞ্চীকুলদেব গজাননে লয়ে যাব।
মম ইষ্টদেব পাছে তাঁহারে বসাব॥"
মন্ত্রিগণে তবে আজ্ঞা দিলা গজপতি।
"পদ্মাবতী রক্ষাভার তোমাদের প্রতি॥" ২৬৫॥
পরদিন শিবিরেতে হইল ঘোষণা।
"স্বদেশ গমনে পুন সাজ সর্ব্বজনা॥"

বাহ্যরবে যেন অম্ভোনিধি উথলিল।
বন্দীভাবে গণেশেরে লইয়া চলিল॥
হারপুরে হরিণী যেরূপ করে গতি।
সেরূপ হরিণনেত্রা পদ্মাবতী সতী॥
সহিত সহস্র দাসী আর সহচরী।
ঘেরিয়া লইয়া যায় অসংখ্য প্রহরী॥
চলে চতুরঙ্গ সেনা জয়মদে মাতি।
প্রবল্গিত কিবা গতি, ফুলাইয়া ছাতি॥ ২৭০॥
ভয়ঙ্কর সিংহনাদ, মহা কোলাহল।
"জয় জগন্নাথ জয়!" বিশ্রুতি কেবল॥
গগনে উঠিল রেণু, আচ্ছন্ন তপন।
ধূসর বরণ ধরে দিগঙ্গনাগণ॥
আরোহিত গজপতি গজেন্দ্র-উপরে।
মাগধ চারণগণ স্তুতিপাঠ করে॥
আগে আগে বৈজয়ন্তী পতাকা উড়িছে।
মহানন্দে হাসি কিবা ঢুলিয়া পড়িছে॥
স্বর্ণ পূর্ণ কুম্ভ-যুগ, গজ-কুম্ভোপরে।
মণিময় আস্তরণ রবি-ছবি ধরে॥ ২৭৫॥
লুণ্ঠিত অশেষ ধন, অসংখ্য শকটে।
মূর্ত্তিমতী জয়লক্ষ্মী প্রতিভা প্রকটে॥
কত দিনে অতিক্রমি গোদাবরী-তীর।
নিজদেশে উপনীত গজপতি বীর॥

ইতি সংগ্রাম নাম ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম স্বর্গ

মিলন

আইল নিদাঘ কাল, ফুটিল নিয়ালী-জাল,
মধুমাসে মধুর উৎসবে।
আনন্দের নাহি মাত্রা, মাধবে চন্দন-যাত্রা,
মাতিলেক ক্ষেত্রবাসী সবে ॥
কি শোভা নরেন্দ্র-হ্রদে, প্লাবিত আনন্দমদে,
তরলিত তরণীনিকর।
রত্ন সিংহাসনোপরি, কিবা বিহরিত হরি,
বিতরিত চন্দনশীকর ॥
শিখিপুচ্ছে বিরচিত, নানা রত্নে বিখচিত,
ব্যজনী বীজন করে দ্বিজ।
শ্রীচরণে অবিরত, কুসুমের বৃষ্টি কত,
মল্লিকা মালতী সরসিজ ॥
ক্ষীরনিধি-সমুদ্গত, সুধীর লহরীমত,
ঢুলায়িত ধবল চামর।
কি শোভা তরাস ভোগে, সুবর্ণ রজত-যোগে,
দীপ্ত দিনকর নিশাকর ॥
জিনি দিব্য শতপত্র, সুশোভিত আতপত্র,
ঝুলে তাহে মোতির ঝালর।
মুরজ মধুরী ভূরি, কাহালী ঝঝুঁরী তূরী,
বিবিধ বাদ্যের আড়ম্বর ॥ ৫ ॥
গোপীনাথ দরশনে, সচকিত যাত্রিগণে,
নরেন্দ্রের কূলে নাহি স্থান।
মনে কৃতকৃত্য গণি, মুখে হরি হরি ধ্বনি,
পুলকিত তনু মন প্রাণ ॥
দুই তরী ধীরে ধীরে, ভ্রমে নরেন্দ্রের নীরে,
বেড়িয়া মণ্ডপ সুশোভন।

গীতগোবিন্দের গীত, গুর্জ্জরীতে হয় গীত,
সুধার সুধার বরিষণ ॥
পরিহরি পিচকারী, ছুটিতে চন্দন-বারি,
মৃগমদ কস্তুরী কর্পূর ।
নাচে কত সুরূপসী, তিলোত্তমা কি উর্ব্বশী,
আইল তেজিয়া স্বর্গপুর ॥
প্রদোষেতে নৃপবর, সহ অতি আড়ম্বর,
তুরঙ্গে করিয়া আরোহণ ।
পর্ব্বাহেতে প্রমুদিত, রাজপথে সমুদিত,
করিছেন নরেন্দ্র গমন ॥
হেথা শুন সমাচার, সামন্ত-শিঙ্গার আর,
রাজার প্রধান যত মন্ত্রী ।
পদ্মিনীর দুঃখে অতি, সবে সন্তাপিত মতি,
সংগোপনে হ'ল ষড়যন্ত্রী ॥ ১০ ॥
কিসে কুমারীর প্রতি, নৃপতি প্রসন্নমতি,
হইবেন, সতত মন্ত্রণা ।
কিসে প্রতিকূলভাব, প্রাপ্ত হবে তিরোভাব,
কিসে দূর হইবে যন্ত্রণা ॥
ভুবন-বন্দিনী হয়ে, বন্দিনী স্বরূপ রয়ে,
তনুতনু তন্বী পদ্মাবতী ।
শিশিরেতে কমলিনী, দিনন্দিন বিমলিনী,
কুহেলিকাচ্ছন্ন দিনপতি ॥
দিনন্দিন পদ্মিনীরে, হেরি সবে আঁখিনীরে,
অভিষিক্ত বিষন্ন অন্তরে ।
সেই দিন যুক্তি করি, রাখিলেন ছাদোপরি,
নৃপনেত্রে পড়িবার তরে ॥
হইল মাহেন্দ্র ক্ষণ, রাজা করে নিরীক্ষণ,
সহসা সে ছাদের উপরে ।
অয়সে চুম্বক প্রায়, চঞ্চল কটাক্ষ ছায়,
চকোর কি প্রাপ্ত চন্দ্রকরে ?

পুন পূর্ণনিভাননে, নিরখিতে ব্যগ্রমনে,
অশ্বগতি করিল মন্থর।
অমনি রমণীমণি, যথা অস্ত-দিনমণি,
নয়নের হল অগোচর ॥ ১৫ ॥
নৃপতি পড়িল কারে, হৃদয়ে ভাবিছে কারে,
জিজ্ঞাসিব ইহার সংবাদ।
"কে এ নারী মনোহারী, কিছুই বুঝিতে নারি,
অকস্মাৎ একি বিসংবাদ ?
কলেবর শিহরিত, প্রেমবীজ অঙ্কুরিত,
পুলক-পলকে পরিচয়।
এত দিনে মনোভব, করিল কি পরাভব,
বীর-বৃত্তি আমার হৃদয় ?"
পরদিন নরবর, অন্তর অস্থিরতর,
নর্মসচিবেরে সংগোপনে।
ধীরে ধীরে কন কথা, প্রকাশি মনের ব্যথা,
পরামর্শ বিহিত নির্জ্জনে ॥
মন্ত্রী আচাতুয়া হেন, কিছুই না জানে যেন,
বিদায় হইল করি ভাণ।
আসি কিছু কাল পরে, নিবেদিল যোড়-করে,
"কিছুই না হইল সন্ধান ॥
সেই তব সুখদাত্রী, হবে বিদেশীয় যাত্রী,
দেশে গেল কিবা গৃহান্তরে।
লয়ে বহুতর চর, অন্বেষণ নিরন্তর,
করিলাম কত শত ঘরে ॥" ২০ ॥
শুনি শুষ্ক নরপতি, দিন দিন ম্লান অতি,
চিত্তপটে চিত্র চারু রূপ।
ভাব-নীরে ভাবিনীর, মজ্জিত-মানস বীর,
ভাবনায় কাল হরে ভূপ ॥
পদ্মাবতী যথাক্রমে, নিরখি পুরুযোত্তমে,
বিরহে বিধুরা অতিশয়।

কিমদ্ভুত! ভাব্য নয়, মানুষের ভাবচয়,
বিষে হয় অমৃত উদয়॥
অনৃত অথবা ভুল, প্রতিকূল অনুকূল,
কেবা কিবা কিছু স্থির নহে।
এই শীত সমীরণ, কাঁপাইছে অপঘন,
এই মন্দ গন্ধবহ বহে॥
যে ছিল পিতার অরি, সে নিল মানস হরি,
তার ভাবে মুগ্ধ অহরহ।
দাবদগ্ধ মৃগীপ্রায়, সদা সন্তাপিত কায়,
হৃদে জ্বলে বিশিখ-বিরহ॥
দক্ষবৈরী শিব প্রতি, সতীর অচলা রতি,
শচী পিতৃবৈরী অনুরতা।
যে বিষ্ণুর ছলে বলে, সিন্ধু মথে দেবদলে,
সিন্ধু-সুতা সে বিষ্ণু-সংগতা॥ ২৫॥
ভাবিনী ভীষ্মকসুতা, প্রেম-অনুরাগযুতা,
সহোদর-সূদন কেশবে।
দুর্য্যোধন-সুতা সতী, মুগ্ধমতি শাম্ব প্রতি,
এইমত কত শত ভবে॥
কাঁদে সতী পদ্মাবতী, লোটাইয়া বসুমতী,
অনিবার হাহাকার মুখে।
কহে "হায়! হা বিধাতা, কোথা মম পিতামাতা,
অহর্নিশ মরি মনোদুখে॥
হারে বিধি অকরুণ! দুখিনীরে নিদারুণ,
এত কেন, কিসের কারণ?
ক্ষুধাতুর সন্নিধান, সুধা আনি করি দান,
পানকালে কর নিবারণ!
কি কারণ গজপতি, বিমুখ আমার প্রতি,
না জানি কি দোষ শ্রীচরণে?
সে চরণে প্রাণ মন, করিয়াছি সমর্পণ,
সমভাবে জীবনে মরণে॥

পিতা সহ জাতি-দ্বন্দ্ব, আমার কপাল মন্দ,
অপরাধ-বিহনে বন্দিনী।
দশানন-দোষ হেতু, সাগরেতে বদ্ধ সেতু,
বিবাসিতা জনক-নন্দিনী॥" ৩০॥
এইরূপে কৃশোদরী, কাঁদে দিবা বিভাবরী,
ভয় আশা, বিভয় ভরসা।
বিগত নিদাঘ কাল, মঞ্জরি তমাল শাল,
বরষা সরসা করে রসা॥
নাশিতে বিরহ-শান্তি, মেঘ কি কজ্জল কান্তি,
শার্দ্দূল গরজে অবিরত।
বলাকা দশনাবলী, দামিনী রসনা জ্বলি,
ক্ষণে ক্ষণে হয় বহির্গত॥
দশদিক্ অন্ধকার, হেরি ধায় একাকার,
পরিপূর্ণ জলাশয়-কূল।
কুল-পদ্মিনীর প্রায়, পুষ্করিণী শোভা পায়,
কুলটা তটিনী ভাঙ্গে কূল॥
দম্পতী বাঁধিয়া রসে, মানসে সুখমানসে,
মরালমণ্ডলী ধায় দ্রুত।
বিজুলীর ধক্‌ধকী, মণ্ডূকের মক্‌মকী,
ঘড়ী ঘড়ী ঘড় ঘড় শ্রুত॥
ফুটে ফুল নানা-জাতি, কদম্ব কেতকী জাতি,
যূথী চম্পা কুটজ মালতী।
সরোবরে সুখভরে, জলচরে কেলী করে,
ঝাঁক বাঁধি ইতস্ততো গতি॥ ৩৫॥

অবিশ্রাম ধারা বরিষণে।
নবদূর্ব্বাদল ক্ষেত্রে, হরষ-চঞ্চল নেত্রে,
চরিয়া বেড়ায় মৃগগণে॥
কমল বুড়িল জলে, কেবল সমৃদ্ধ দলে,
বহুবংশ নির্ধনের মত।

কোকিলা হইল কৃশা, চাতকীর গেল তৃষা,
ঘনরস ঘনরসে রত ॥
নীরদ অমৃত বর্ষে, কৃষিকুল মহাহর্ষে,
গীত গায় কেদারে কেদারে।
কেহ রোপে কেহ বুনে, কেহ লাঙ্গলের গুণে,
সুকঠিন ধরণী বিদারে ॥
বিস্তারি কলাপচক্র, কভু ঋজু কভু বক্র,
মেঘনাদে নাচে মেঘনাদ।
ফুটিল কুসুম কাশ, বসুধা-বদনে হাস,
বরষায় বিগত বিষাদ ॥
নিদাঘের তাপ গত, বিটপী ব্রততী যত,
জীবনেতে পাইল জীবন।
এমনি ঋতুর গুণ, বসন্ত-শোভায় পুনঃ,
সুশোভিত বন উপবন ॥ ৪০ ॥
ধরা হ'ল স্বর্গপুর, প্ররোহিত বীজাঙ্কুর,
ঘনশ্যামরুচি অভিরাম।
বৃষ্টি নহে সুধা-সৃষ্টি, বিভুর করুণা বৃষ্টি,
ধান্য-ক্ষেত্র কমলার ধাম ॥
ঋতুরসে বিনোদিত, ক্রমে আসি সমুদিত,
আষাঢ়ের পূর্ণ শশধর।
উল্লসিত ক্ষেত্রবাসী, পুন সমাগত আসি,
দেবস্নান-যাত্রা আড়ম্বর ॥
গোসহস্রী অমা গত, সিন্ধুস্নানে লোকরত,
দ্বিতীয়ার হইল প্রবেশ।
পুন সুসজ্জিত হয়, মনোহর রথত্রয়,
ত্রিমূর্ত্তির বিনোদিয়া বেশ ॥
পুন স্বর্ণ সম্মার্জ্জনী, করে লয়ে নৃপমণি,
স্বর্ণাধারে লইয়া চন্দন।
সরায়ে রথের দড়া, দেব-অগ্রে দেন ছড়া,
ধূলা মারি করেন মার্জ্জন ॥

হেনকালে মন্ত্রিবর, ধরি পদ্মিনীর কর,
নৃপ-করে দিয়ে শীঘ্রগতি।
কহে "ভো ধরণীপতি, চণ্ডালেরে পদ্মাবতী,
কন্যাদানে দিলা অনুমতি ॥ ৪৫ ॥
ভারমুক্ত অদ্য আমি, লহ হে চণ্ডালস্বামী,
প্রমদার সার পদ্মাবতী।"
দেখি তাহা লোকারণ্য, সবে করে ধন্য ধন্য,
"ধন্য হে সচিব মহামতি ॥"
নিরখি পদ্মিনী-মুখ, বিগত বিরহদুখ,
সুখনীরে মগ্ন মহীপতি।
স্বপনের হারা নিধি, জাগ্রতে মিলালে বিধি,
অতনু কি প্রাপ্ত পুন রতি?
পতি-পদে চারুশীলা, দণ্ডবৎ প্রণমিলা,
প্রেম-অশ্রু-প্লাবিত-নয়নে।
নরনাথ অনন্তর, ধরি কামিনীর কর,
ধীরে ধীরে যান নিকেতনে ॥
যত সব বরবধূ, নিরখিয়া বর বধূ,
শঙ্খনাদে পূরিল গগন।
এদিকে রথের ছটা, ওদিকে বিবাহ-ঘটা,
মহোল্লাসে মত্ত জনগণ ॥
পদ্মিনীরে লয়ে রায়, করে স্বর্গসুখ পায়,
বহুকীর্ত্তি করিল স্থাপন।
অদ্যাপি মাণিকা-মূর্ত্তি, দেউলেতে পায় স্ফূর্ত্তি,
ক্ষীর খান ভাই দুইজন ॥ ৫০ ॥
ভক্তিভরে মহীপাল, সত্যবাদী শ্রীগোপাল,
প্রতিষ্ঠিলা পুরীর অদূরে।
কাঞ্চী-জয়-অভিজ্ঞান, গণেশেরে দিলা স্থান,
প্রভুর পশ্চাতে তাঁর পুরে ॥
আর দেব-দেবী কত, কাঞ্চী হ'তে সমাগত,
শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত পুন।

অদ্যাপি মুগনীচয়, দান করে পরিচয়,
কর্ণাটের শিল্পিগণ-গুণ ॥
কালে পদ্মাবতী সতী, বীর-বংশধরবতী,
মূর্ত্তিমতী প্রতাপলহরী।
রূপে গুণে একশেষ, শাসিল উৎকল দেশ,
শ্রীপ্রতাপরুদ্র নাম ধরি

ইতি মিলন নাম সপ্তম সর্গ।

কাঞ্চী-কাবেরী

(বাংলা)

টীকা

প্রথম সর্গ

প্রথম সর্গ রঙ্গলালের নিজস্ব। পুরুষোত্তমদাসের কাব্যে এখানে পাই ভূমিকারূপে চব্বিশ ছত্র (১-২৪)। রঙ্গলালের ভূমিকায় উড়িষ্যার ইতিহাস ও পুরাকীর্তির উল্লেখ লক্ষণীয়। পাদটীকায় রঙ্গলাল অনেক প্রসঙ্গ বিশদ করিয়াছেন। উপযুক্ত বোধে তাহা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

১. কলিঙ্গ : "উৎকলদেশের পৌরাণিক নাম ; মহাভারতের তীর্থাধ্যায়-পর্বে কলিঙ্গদেশে বৈতরণী নদীর ও তৎকূলবর্তী দেশাদির বর্ণন আছে, সুতরাং মহাভারত-রচনার সময়ে উৎকল শব্দের সৃষ্টি হয় নাই ; মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে উৎকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে উৎকল শব্দের অপেক্ষাকৃত আধুনিকতা প্রতিপন্ন হইতেছে।"

২. রত্নরেণুময়ী : "মহানদীর কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ সম্বলপুরের নিকটে তদ্‌গর্ভে হীরকাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ নানাবর্ণের উপলপুঞ্জ বালুকাতে পাওয়া যায়। নীলমণি হালদার কটকে অবস্থানকালে এই সকল চিত্রোপল সংগ্রহ করিতেন।"

মেঘাসন : "যে পর্বতে ব্রাহ্মণীর জন্ম, তাহার নাম মেঘাসন, মেঘমালা তচ্চূড়াবলীতে সর্বদা আসীন।"

৫. "মহাভারতীয় বনপর্বান্তর্গত তীর্থাধ্যায় পর্বে আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।"

৬. "একাম্রপুরাণে সবিস্তর বর্ণন আছে। রামপ্রসাদ সেনের কালীকীর্তনের এই উপপুরাণই ভিত্তিমূল।" এই স্থানের নাম এখন ভুবনেশ্বর।

৯. "জগন্নাথ দেবই বুদ্ধাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ"।

১০. অনেক পুরানো কবি জগন্নাথপুরীর প্রশংসায় এই কথা বলিয়াছেন।

১১. কোণারক : "সবিশেষ বিবরণ বন্ধুবর পুরাবিৎপ্রবর মহামহোপাধ্যায় রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের 'উড়িষ্যার পুরাতনকীর্তি' নামধেয় গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।"

১৬-৩৩. এ বর্ণনায় পুরানো কাব্যরীতিরই রকমফের।

৩৪-৪০. রঙ্গলাল যে পুরাতত্ত্ববিৎ ছিলেন তাহার পরিচয় এখানে।

৪১. ঐর : পরাক্রান্ত কলিঙ্গরাজ খারবেল (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দ)। ভুবনেশ্বরের কাছে খণ্ডগিরিতে ইহার অনুশাসন উৎকীর্ণ আছে।

৪২. ভুবনেশ্বরের প্রায় চারি মাইল দূরে ধৌলিতে যে অশোকের অনুশাসন আছে তাহারই উল্লেখ এখানে। "মৃত মহাত্মা জেমস্ প্রিন্সেপ ভুবনেশ্বরের অদূরবর্তী ধৌলা অর্থাৎ ধবলা পর্বতে অশোক সম্রাটের নীতিগর্ভ এই সকল আদেশলিপি সর্বাগ্রে পাঠ করেন।"

৫২. "এই সকল ব্রাহ্মণদিগের অদ্যাপি প্রকৃত ব্রাহ্মণবৎ অনেক সদাচার আছে ; যাজপুরে অদ্যাপি ৮ ঘর অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ আছেন, কিছুকাল পূর্বে ইহাদিগের সংখ্যা অধিক ছিল,—কালপ্রভাবে ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে।"

যাজপুরের এই অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণদের "বামনাই" লক্ষ্য করিয়াই কি ধর্মঠাকুরের পূজার ছড়া "নিরঞ্জনের রুমা" লেখা হইয়াছিল?

কোশলায় : "বৈতরণী ও মহানদী-প্রবাহিত প্রদেশের নাম—সম্প্রতি যে সকল তাম্রপট্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে, তত্তাবতের লিখনানুসারে ইহাই প্রতিপন্ন হয়।"

৬০. অনঙ্গভীমের রাজ্যকাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের মধ্যভাগ। "ইহার আদেশেই জগন্নাথের মন্দির ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরমহংস বাজপেয়ী কর্তৃক নির্মিত হয়।...খৃঃ ১১৯৬ শকে এই মন্দির নির্মাণ-কার্য শেষ হয়।"

"বারোবাটী দুর্গের প্রাকার-পরিখাদির প্রস্তর লইয়া অধুনা কটক নগরের রাজপথ এবং প্রণালীপুঞ্জ তথা ফলসপইন্টের আলোকগৃহ নির্মিত হইয়াছে ; পুরাতন কটক অর্থাৎ চৌদ্বারের অন্তর্গত কপালেশ্বর নামক দুর্গের প্রস্তর লইয়া বিরূপার আনীকট অর্থাৎ প্রবাহরোধক বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছে। বলিতে অন্তঃকরণে লজ্জা এবং পরিতাপ আসিয়া উদিত হয়, এই দুর্গ ভাঙ্গিয়া প্রস্তর প্রদানার্থে আমার প্রতি ভারার্পিত হইয়াছিল।"

৬১. কোণারকের মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা নরসিংহদেবের রাজ্যকাল ১২৩৮-৬৪ খ্রীষ্টাব্দ।

৬৬. কপিলেন্দ্র কপিলেশ্বর নামেও উল্লিখিত ছিলেন। ইহার রাজ্য-কাল ১৪৩৯-১৪৬৪ খ্রীষ্টাব্দ। "মাদলা পাঞ্জি নামক প্রসিদ্ধ পুরাতন গ্রন্থমতে কপিলেন্দ্র দেব গোপজাতীয় ছিলেন।"

দ্বিতীয় সর্গ

দ্বিতীয় সর্গে রঙ্গলাল প্রায়ই পুরুষোত্তমের যথাযথ অনুসরণ করিয়াছেন। তবে মাঝে মাঝে কালোচিত বর্ণনাবাহুল্য ও ভাবনা যোগ হইয়াছে।

পুরুষোত্তম দেবকে বিষ দিয়া মারিবার কথা রঙ্গলাল বাদ দিয়াছেন। শিকারে মারিবার চেষ্টারও উল্লেখ করেন নাই।

৫৪-১১০. রঙ্গলালের নিজস্ব।

১২১-১৩৫. রঙ্গলালের নিজস্ব। কালোচিত নীতি-ভাবনা লক্ষণীয়।

১৩৬. পুরুষোত্তমের মতে রাজপুত্রেরা সকলে দক্ষিণ দেশে পলাইয়া গিয়াছিল।

১৩৮. আধুনিক বাঙ্গালী কবির পক্ষে এখানে দশরথের উদাহরণ স্বাভাবিক বটে তবে পুরুষোত্তমের রচনায় এমন কোন ইঙ্গিত নাই।

১৪০-১৫২ এই সংযোজনে ঐতিহাসিক রঙ্গলাল ধরা দিয়াছেন।

তৃতীয় সর্গ

পুরুষোত্তমের কাব্যে এই অংশ দীর্ঘতর। কালা-ধলা রাউতদ্বয়ের সিপাই সাজিবার খুঁটিনাটি বর্ণনা পুরুষোত্তম দিয়াছেন। রঙ্গলাল এ প্রসঙ্গ বেমালুম বাদ দিয়াছেন।

১-১৩. এই দীর্ঘ গতানুগতিক রূপবর্ণনার স্থানে পুরুষোত্তমের কাব্যে আছে শুধু চারি ছত্র (১০০-১০১)।[১]

পদ্মাবতী নামে তার একটি দুহিতা
জাতিতে পদ্মিনী সে যে মনুষ্যসম্ভূতা।

---

১ এই টীকায় পুরুষোত্তমের উদ্ধৃতিগুলি বাংলায় যথাযথ অনুবাদ করিয়া দিলাম।

দিন দিন বাড়ে সেই অপুরুব বামা
বিভা হেতু বর সে যে খোঁজে অনুপমা।

২৪. কলবরেশ্বর : কলবর্গের রাজা, এখানে কাঞ্চী-নরপতি। কলবর্গ বিজয়নগর রাজ্যের রাজধানী ছিল।

২৫. গজপতি : উড়িষ্যার রাজাদের বিশিষ্ট উপাধি।

২৬. কর্ণাট-ঈশ্বরে : কাঞ্চীরাজকে। কর্ণাটের রাজধানী কাঞ্চী।

২৭. গুণ্ডিচা-যাত্রা : জগন্নাথের রথযাত্রা—মন্দির হইতে বাগান বাড়িতে।

৪৪-৫৭. রঙ্গলালের কাব্যে নায়কের আস্ফালনের স্থানে পুরুষোত্তমের জোরালো উক্তি ভালো লাগে (১৪৩-১৫০)।

বাতে রম্ভা-পত্র প্রায় কোপে কাঁপে কায়
সত্য যদি জগন্নাথ আমি তাঁর রায়।
শ্রীজগন্নাথকে সে দেবতা না বলিল
আমি ছড়া খাটিলে সে চণ্ডাল কহিল।
কন্যাকে আনিয়াছিল মোকে দিতে বিয়া
আমাকে চণ্ডাল বলি নিল বাহুড়িয়া।
যদি জগন্নাথের আমি করে থাকি সেব
তাকে জিনি ঝী তাহার চণ্ডালকে দেব।
যবে শ্রীভুজেতে শঙ্খ চক্র বহিছেন
উড়িষ্যার রাজগিরি মোকে দিয়াছেন।
যবে নীলচক্র 'পরে উড়িতেছে নেত
তবে সে গোহারি মোর শুনিবে জগন্নাথ।
তিন দিন তিন মাস তিন বরষেতে
ইহা মধ্যে অভিযান কাঞ্চী-কাবেরীতে।

৬১. ভোগের সময়-ব্যত্যয়ের কারণ কি রঙ্গলাল তাহা বলেন নাই। পুরুষোত্তম দ্রষ্টব্য (১৫৫-১৮১)।

সূপকারের পুরা নাম দাশরথি।

৬৩. পুরী (পুরুষোত্তম 'পুরিয়া') : পুরুষোত্তমদেবের ডাক নাম।

৭১. জগন্নাথের ভোগে সাপের মুখ দেওয়া কাহিনী রঙ্গলালের কাব্যে বর্জিত হইয়াছে।

৭৩-৯২. সংস্কৃতে লেখা এই স্তবটি রঙ্গলালের নিজস্ব। এমন রচনা ভারতচন্দ্রের কাব্যে তথা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বাসবদত্তায় আছে।

চতুর্থ সর্গ

এইটিই কাঞ্চী-কাবেরীর প্রধান উপাখ্যান। পুরুষোত্তমদাস এ কাহিনী ৫৪৪ ছত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, রঙ্গলাল ৪৩৪ ছত্রে। রঙ্গলাল এখানে স্পষ্টভাবে পুরুষোত্তমের অনুসরণ করিয়াছেন।

৩. আনন্দপুর : পুরুষোত্তম লিখিয়াছেন আদিপুর।

১২. পুরুষোত্তমের মতে মাণিকার বাপের নাম বৃষ বেহেরা। মাণিকা কৃষ্ণবল্লভা, সুতরাং রাধার অংশ। রাধা বৃষভানুর কন্যা। কাজে-কাজেই মাণিকার পিতা বৃষ। রঙ্গলাল বোধ করি ছন্দের অনুরোধেই "বৃষভ" করিয়াছেন।

১৩-১৯. পুরুষোত্তমের বর্ণনা (৩৩৯-৩৪৫) তুলনীয়।

২৭. দর-হাসি : ঈষৎ-হাস্য। পুরুষোত্তম হইতে গৃহীত।

২৮. ফুলগুণা : পুরুষোত্তম "চন্দ্রগুণা"। নাকছাবি।
চিতা : উল্‌কি, ফোঁটা-কাটা।

২৯. গোড়বালা : পায়ের গোটামল।

৩১. পাটফুল : খোপা।

৩৫. রাজপুত : পুরুষোত্তম—রাউত। অশ্বারোহী সিপাই।

৪৭. আশোবার : অশ্বারোহী।

৬৫. মূলিয়া : সব দ্রব্য একসঙ্গে কিনিয়া লইয়া।

৬৮-৮০. এই অংশ পুরুষোত্তমের অনুবাদ বলা চলে (৪০৯-৪১৯)।

৭৭. আচাভুয়া লোক : বাজে লোক, অজ্ঞ ব্যক্তি।

৮৪. শূরসেন দেশে : মথুরা অঞ্চলে।

১০৩. তুলনীয় পুরুষোত্তম (৪৪৬-৪৪৭)।

সিপাহী লোক যে মোরা রুটি জল খাই
রুটি জল খেয়ে মোরা সদা যুদ্ধে যাই।
শৌচ অশৌচ যে সব মোরা সই
যেই স্থানে যাহা দেয় তাহা গিয়ে খাই।

১০৭. কথার কলনা : কথা-কাটাকাটি, বাক্‌ছল।

১০৯. কালিয় : কালো।

১১১. উভ : ঊর্দ্ধ, অর্থাৎ উন্মুক্ত।

১১৮. সহিস দুইজন যথাক্রমে উদ্ধব ও অক্রূরের প্রতিনিধি বা অবতার। ইহাদের নাম বিসহ্ন (অর্থাৎ বিষ্ণু) ও বীরপাল। পুরুষোত্তম দ্রষ্টব্য।

১২২. পুরুষোত্তমের কাব্যে মাণিকা কৃষ্ণমায়ায় মোহিত হইয়া কড়ি চাহিয়াছিল।

১৩০. ভুঁই ছুঁয়ে : পুরুষোত্তমের মতে কান ছুঁইয়া।

১৩৮. মুদ্রিকা : মুদ্রা (অর্থাৎ রাজচিহ্ন বা স্বাক্ষর)-অঙ্কিত অঙ্গুরীয়।

১৪১-৪২. তুলনীয় পুরুষোত্তম (৫২০-২১)।

> মুদি হস্তে ধরি করি চাহিতে মাণিকী
> কোঁড়া মারিয়া তাঁরা ঘোড়া দিল হাকি।
> দেখি দেখি অদৃশ্য যে হৈল ভাই দুই।
> মাণিকী রহিলা পথে হস্তে মুদি লই।

১৪৩ক. পুরুষোত্তমের আক্ষরিক অনুবাদ (৫২৬ক)।

১৪৫. পাটজোষী : পট্টজ্যোতিষিক, রাজার খাশ জ্যোতিষী।

১৪৯. অস্ত্র-নল : বন্দুক, পুরুষোত্তম "কুণ্ডনলি"।

১৫৩. শূলকী : শূলধারী যোদ্ধা।

১৫৫. সর্বল : সাবল।

১৫৭. তুলনীয় পুরুষোত্তম (৫৪১ ক)।

> উট 'পরে দামামা যে ঘোটকে নাকারা।

১৯৩. আকুটী : বাহানা, জেদ।

২১০. কনকস্নান : স্বর্ণঘটের জলে স্নান করাইয়া পুরস্কার দেওয়া সেকালের রাজাদের পক্ষে খুব সম্মান দেখানো বলিয়া গণ্য ছিল।

পুরুষোত্তমের মাণিকা তেজস্বিনী। রাজা যখন বলিলেন, তোমার যা ইচ্ছা মাগ, আমি দিব তখন মাণিকা উত্তর করিয়াছিল, তোমার কাছে মাগিব কেন? মাগিলে দুই রাউতের কাছেই মাগিতে পারিতাম।

পঞ্চম সর্গ

পঞ্চম সর্গে প্রধানতঃ ভৌগোলিক বর্ণনা, রঙ্গলালের নিজস্ব। ইহার স্থানে পুরুষোত্তমের কাব্যে ১২ ছত্র আছে। মাণিকার কথা শুনিয়া ও শ্রীবৎসমুদ্রাযুক্ত অঙ্গুরীয় পাইয়া রাজা গর্ব বোধ করিলেন,

> আমি বড় ভক্ত প্রভু আমার নিমিত্তে
> রাউত রূপে যাত্রা করে কাঞ্চী-কাবেরীতে।

অন্তর্যামী জগন্নাথ জানিয়া এমন করিলেন যাহাতে রাজার গর্ব খর্ব হয়।

> প্রবেশ মাত্রেতে জয় করিত নৃপতি
> বিলম্ব করিল প্রভু রাজা-গর্ব প্রতি।

২. শ্রীকঙ্কালী : শ্রীকাকুলম্ বা চিকাকোল।
১০. শাকক্রম : সেগুন গাছ।
১৫. রাকিনী : রঙ্কিণী, চামুণ্ডা।
২২-২৩. রঘুবংশের চতুর্থ সর্গ দ্রষ্টব্য।
২৬ কুরঙ্গ পুরী করিঙ্গা।
মীন-পত্তন : মছলি-পাটন।
২৯. কলুর : কোলার।
কলকুণ্ড : গোলকুণ্ডা।
কুণ্ডবীর : স্থাননাম।
৩২. গোণ্ডলোক : গোণ্ড প্রভৃতি জাতি।
অন্থ্রগোল : জাতি নাম (?)।
তামল : তামিল।
লাটী : লাটদেশের (গুজরাটের) ভাষা।
৩৩. তৈলপর্ণী : আধুনিক পেন্নার।
পাণ্ডুদেশ : পাণ্ড্য দেশ।

ষষ্ঠ সর্গ

কাঞ্চীপুরীর বর্ণনা (১-৪৩) রঙ্গলালের নিজস্ব। উড়িষ্যা-রাজের পত্র এবং কাঞ্চীরাজের প্রত্যুত্তরও পুরুষোত্তমের কাব্যে নাই। পুরুষোত্তমের যুদ্ধবর্ণনা বেশি রিয়ালিষ্টিক। তবে পুরুষোত্তমের কাব্যে প্রধান যুদ্ধ

রাউতদ্বয়ের—কাঞ্চীরাজের সৈন্যের এবং কাঞ্চীরাজ দেবতা ভণ্ড গণপতির সঙ্গে। ("ভণ্ড" সংস্কৃত অর্থে নয়, ইহা "ভাণ্ড" শব্দের ওড়িয়া রূপ। মানে "ধনাধিকারী"।)

পুরুষোত্তম এইভাবে শুরু করিয়াছেন,

অনেক রাজ্য জিনিয়া গেল বহু বাট
কাঞ্চী-কাবেরী কর্ণাট হইল নিকট।

কাঞ্চী-রাজাকে গিয়া দূত কহিল উড়িষ্যার রাজা কাঞ্চীরাজ্য আক্রমণ করিয়াছে।

৫ কেদারে : সজল ক্ষেত্রে।

২৫. হস্তিনখ : বুরুজ।

২৪০. রঙ্গলালের নিজস্ব কল্পনা। পুরুষোত্তম বলিয়াছেন রাজার সত্যরক্ষার জন্যই রাউতদ্বয় পলায়মান রাজান্তঃপুর হইতে পদ্মাবতীকে ছিনাইয়া লইয়াছিলেন (৭৮০-৮৪)।

অন্তর্যামী নাথ বটে কালিয়া রাউত
ঝী পদ্মাবতী লইয়া এতেক অনর্থ।
জননীর সঙ্গে সেহ যায় পলাইয়া
মোর রাউত-আজ্ঞাকে বিফল করাইয়া।
বলিয়াছি যবে মুই প্রমাণ করিব
রাজা জিনি কন্যাকে মুই চণ্ডালকে দিব।
এবে ত সে কন্যা লই যাইছে পলাইয়া
মোর রাউত-আজ্ঞাকে বিফল করাইয়া।
যবে সেই রাজা এবে পলাইছে বেগে
দুই রাউত বেড়িয়া যে আটকিল আগে।

পুরুষোত্তম কাঞ্চীবিজয়ের তারিখ দিয়াছেন (৭৯০),

জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষ রাকা বুধবার
কাঞ্চী জয় করিতে পশিল লস্কর।

অতঃপর পুরুষোত্তম সাক্ষীগোপালের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন (৭৯৪-৮৩৫)। এ কাহিনী চৈতন্যচরিতামৃতে আছে (মধ্যলীলা পঞ্চম

পরিচ্ছেদ)। পুরুষোত্তম দেব সাক্ষীগোপাল মূর্তিকে দক্ষিণ হইতে আনিয়া রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ভণ্ড গণপতি মূর্তিও আনিয়া জগন্নাথ দেউলের পিছনে রাখিয়াছিলেন।

ভক্ত-ভগবানের অলৌকিক-লীলাসর্বস্ব বলিয়াই আধুনিক কবি সত্যবাদী গোপালের কাহিনীটি বর্জন করিয়াছেন।

২৭৭ পুরুষোত্তমের মতে পুরুষোত্তম দেব কাঞ্চীবিজয় করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন রথযাত্রার একুশ দিন আগে (৮৩৯)।

শ্রীগুণ্ডিচা-যাত্রা পূর্ব একবিংশ দিন
কাঞ্চীবিজয় করি ফিরিল রাজন।

রাউতদ্বয়ের পুরীতে পৌছিবার তারিখ (৮৪৪),

জ্যৈষ্ঠ শুক্ল ত্রয়োদশী বটে সে দিনেতে
জগন্নাথ-বলভদ্র নেউটিল শ্রীক্ষেত্রেতে।

রথযাত্রায় ছড়া-ঝাঁট দিতে হইবে এইজন্য রাজা শিবিকারোহণে একলা বিশ দিনে কাঞ্চী হইতে পুরীতে ফিরিয়াছিলেন।

অতঃপর পুরুষোত্তম শিখর সাহুর প্রতি দেবানুগ্রহ বর্ণনা করিয়াছেন (৮৪৮-৮৭৪)। এ কাহিনীও রঙ্গলালের কাব্যে বর্জিত।

সপ্তম সর্গ

সপ্তম সর্গে পুরুষোত্তম-পদ্মাবতীর অনুরাগ ও মিলন বর্ণনা, রঙ্গলালের নিজস্ব। এ ব্যাপার পুরুষোত্তমদাস ১২ ছত্রে সারিয়াছেন (৮৭৫-৮৮০)।

রজনী পোহাইলে হৈবে শ্রীগুণ্ডিচা-যাতে
চতুর্ধা মূর্তি বিজয় কৈল তিন রথে।
কাঞ্চীরাজা-দুহিতা যে পদ্মাবতী কন্যা
মন্ত্রী-ঠাঁয়ে তাহাকে রাখিয়াছিল সে না।
চণ্ডালে দিতে রাজা আজ্ঞা দিয়াছিল
বিবেকী যে মন্ত্রী তাহে বিচার করিল।
সেইমতে ছড়া-ঝাঁট কার্য্যের বেলায়
কন্যাকে সঁপিল রাজার পায়ের তলায়।

"ওহে রাজা, এ কন্যাকে চণ্ডালে লউক
শ্রীমুখের আজ্ঞায় কিছু অবজ্ঞা না হউক।"
সকলে যে মন্ত্রীকে করয়ে ধন্য ধন্য
সে পদ্মাবতীকে বিভা করিল রাজন।

মন্ত্রীর উপর খুশি হইয়া রাজা তাঁহাকে সাসমল উপাধি দিয়াছিলেন।

রঙ্গলালের কাব্যের সমাপ্তি অত্যন্ত আকস্মিক। পুরুষোত্তম সেকালের কাব্যরীতি অনুসারে ইষ্টের কাছে ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন এবং অল্পকথায় নিজের পরিচয় দিয়া শেষ করিয়াছেন॥

কাঞ্চী-কাবেরী

(ওড়িয়া)

শব্দকোষ

অইলা—আগত (বিশেষণ)।
অইলা, আইল—আসিল, আইল।
অইলু—আসিলাম, আইলাম।
অঙ্গুষ্ঠি—অঙ্গুলি, আঙুল।
অছ—অস্ত্যর্থ ক্রিয়া
অছই, অছি, -ছি—আছে, -ছে।
অছন্তি, -ছন্তি—আছে (বহুবচন), আছেন, -ছেন।
অছু, -ছু—আছ, -ছ (মধ্যমপুরুষ)।
অছুঁ, -ছুঁ—আছি, -ছি (উত্তমপুরুষ)।
অট—অস্ত্যর্থ ক্রিয়া
অটই, অটে (প্রথমপুরুষ)।
অটই (উত্তমপুরুষ)।
অটন্তি (ঐ বহুবচন, একবচন গৌরবে)।
অটু (মধ্যমপুরুষ)।
অণ্টা—কোমর ; আঁটা।
অণ্টাই—যোগান দিয়া, আঁটাইয়া।
অণ্ডির—মন্দা। তু' অণ্ডির পাথর (ধর্মমঙ্গল)।
অধাম—একরকম নাড়ু।
অনাই, অনাইণ—দেখিয়া।
অনুব্রতরে—অনবরতভাবে।
অবা—বা, অথবা।

অমুরুত—অমৃত। অর্ধতৎসম।
অলগা—আলগা, আলাদা।
অশউচ—অশুচি, অশৌচ।
অসবারি, অসুআর, অসোবার—ঘোড়সওয়ার, অশ্বারোহী।
অসম্ভাল—অসামাল।

আউ—আর, অপর, অপর ব্যক্তি।
আকট—বিশেষ প্রয়োজন, আটক।
আক্রোশিলা—আকর্ষিল।
আগ—আগে, অগ্রে।
আপটে—একেলা, একান্ত।
<আত্মবৃত্ত।
আটিকা—একরকম মাটির হাড়ি। বাঙ্গালায় 'আট্‌কে' (জগন্নাথের স্থায়ী ভোগ-বরাদ্দ)।
আণ—ক্রিয়া
আণিথাই—আনিয়া থাকে।
আণিথিলা—আনিয়াছিল।
আবরি—আর, অপর। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'আঅর,' হিন্দী 'আওর'।
আম্ভ—আমা, আমার, আমাদের, আমি, আমরা।
আম্ভে—আমি, আমরা, আমাকে, আমাদিগকে।

আম্ভেমানে—আমরা।

আম্ভেঠারু—আমাদের ঠাঁই হইতে।

আর—আর, অপর।

আরত—কাতর, আর্ত। অর্ধতৎসম।

আরদোলি—কাতর নিবেদন, মিনতি।

আশ্রে—আশ্রয়। অর্ধতৎসম।

আস—ক্রিয়া, <আ-বিশ্

আস—এস।

আসন্তে—আসিতে, আসিতে আসিতে।

আসন্তেণ—আসাতে, আসিবার কালে।

আসিথাই—আসিয়াছি।

আস্থু, আস্থুঁ—আসিতে, আসিতে আসিতে।

আস্থুছি—আসিতেছে।

আড়, আড়ে—আড়াল, অন্তর্হিত।

আড়চিরা—আড় হইয়া (ঘোড়ার এক পা তুলিয়া) লাফ।

আড়িআই—আড় হইয়া, একপাশ হইয়া।

আড়িলে—আড় করিলে, আড়াল করিলে।

আহরি—আর, অপর, অন্য। দ্র' আবরি।

উই—উদিত, উদিত হয়। তদ্ভব।

উচ্চাপাঙ্ক (যুদ্ধ)—হুটোপাটি।

উঞ্চাই—উচাইয়া, প্রস্তুত হইয়া।

উত্তারু—উত্তরে, পরে।

উদে—উদয়, উদিত। অর্ধতৎসম।

উপ্রোধ—উপরোধ, অনুনয়, দয়া। অর্ধতৎসম।

উড্ডুঅছি—উড়িতেছে, উড়িছে।

উভা—উর্দ্ধ, খাড়া, দণ্ডায়মান। তদ্ভব।

উত্তারে, উতারে—পরে।

এ আড়ু—এ দিকে।

এউড়ি—ঢেঁকুর, উদ্গার (ভোজনে পরিতৃপ্তির পর)।

একাবেলে—একসঙ্গে, একবারে।

এ—ইহা, এ।

এমানে—ইহারা।

এণ, এণু—এমন, এহেন।

এণিকি—এ দিকে, এঁর কাছে।

এথু অন্তরে—ইহার পরে।

এমন্তেণ—এমতে, এরকমে।

এড়ে—এমন, এতাদৃশ। অপভ্রংশ 'এবড্ড'।

এহি—এই, এ।

ওগাল—অবরোধ, আটক। <অবগাঢ়।

ওট—উট, উষ্ট্র।

ওড়িশাশিরী—উড়িষ্যারাজলক্ষ্মী, ঔড্রবিষয়শ্রী।

ওঢ়ণা—ওড়না, অবগুণ্ঠন।

ওহ্লাইলে—নামিল, নামাইল, উলিল, ওলাইল।

ওহ্লা—<অবতার (নাম-ধাতু)।

-ক, -কর—ষষ্ঠীবিভক্তি (একবচন)।

কচটি—মণিবন্ধের ভূষণ, প্রকোষ্ঠ-পট্টিক।

কটকাই—অভিযান, যুদ্ধযাত্রা, চড়াও।

কটুআল—কোটাল, প্রহরীদের অধ্যক্ষ, কোষ্ঠপাল। তদ্ভব।

কতি—কোথাও, কোথায়, কুত্র; স্থানে, নিকটে।

কতিরে—সর্বত্র।

কথাএ কর—এক কথা কর, কথা দাও, সত্য কর।

কনক-স্নাহান—সোনার ঘড়ায় জল তুলিয়া স্নান করানো।

কমলা—কমলালেবু।

কর্ণাল—একরকম বাঁশী, কর-নাল।

কর—ক্রিয়া

করি, করিণ—করিয়া।

করন্তা—করিত।

করি থান্তি—করিয়া থাকেন।

করি থিবি—করিয়া থাকিব, (যদি) করিয়া থাকি।

করিবটি—করিবে (প্রথমপুরুষ)

কল—করিলে (মধ্যমপুরুষ), করিতেছে।

কলা—করিল, করিলেন।

কলুঁ, কলুঁটি—করিলাম।

কলে—করিল, করিলেন।

কলেক—করিলেন।

কলণা—হিসাব, কলন। অর্ধতৎসম।

কলবরকেশরী—কলবর্গেশ্বর, কাঞ্চী-কর্ণাটের রাজা।

কলা—কালো, কালা।

কলি-গোল—কলহ গোলমাল, গণ্ডগোল।

কলিআর—ঘোড়ার লাগাম।

কলি-হাম্বিরি—কলি- (কালে) আমীর, কলহে আমীর, কালো আমীর। কপিলেন্দ্রদেবের এক পুত্রের নাম।

কলিবাকু—বিচার করিবার জন্য।

কষণি—অঙ্গুলিত্রাণ।

কহ—ক্রিয়া

কহু কহু—বলিতে বলিতে।

কহুঁ কহুঁ—ঐ, ক্রমশঃ।

কাঙ্গুলি—অঙ্গভূষা চিত্রবিশেষ। ফারসী শব্দ।

কাঞ্জি—আমানি।

কাণ্ড—শর, তীর।

কান্থ—কাঁথ, দেওয়াল।

কানি—পরিহিত বস্ত্রের অংশ, আঁচল, কানি।

কাউরি—জলপাত্র বিশেষ।

কামুড়িণ—কামড়াইয়া।

কাষ্ঠা—স্থির নিশ্চয়, প্রতিজ্ঞা।

কাঢ়—ক্রিয়া

কাঢ়ন্তি—টানিয়া খুলিতেছেন।

কাঢ়ি—টানিয়া বাহির করিয়া।

কাহাল, কাহালি—ঢোলের মত বাদ্যযন্ত্র।

-কি—গৌণকর্ম্মের বিভক্তি।

কিছি—কিছু, কিঞ্চিৎ।

কিম্‌পা, কি পা (কি পাই)—কি জন্য, কেন।

কিস—কি। তু' বাঙ্গালা 'কিসে'।

-কু—চতুর্থী বিভক্তি (একবচন)।

কুআ—কাক, কাউয়া। তদ্ভব।

কুআতরা—শুকতারা, ভোরের তারা। যে তারা (তরা) উঠিলে কাক (কুআ) ডাকে।

কুআ ভুআ—অস্ফুট চীৎকার।

কু আড়ে—কোন দিকে। দ্র' আড়ে।

কুলতুট—কুলহীন, উপপত্নীগর্ভ-জাত। <*কুলক্রুট।

কুহড়ি—কুয়াশা, কুহক। <*কুহ-কটিক।

কেউ—কোন্, কে।

কেঞ্চি—কেঁচায় (শূলে) বিঁধিয়া। নামধাতু।

কেতে—কত। <*কেত্তক।

কেবণ—কোন্, কে। অপভ্রংশ শব্দ।

কেমন্তে—কেমনে, কি করিয়া।

কেহি—কেউ।

কোট-খরচ—ভাঁড়ার (কোষ্ঠ) খরচ, সংসার খরচ।

কোঠভণ্ডারে—কোষ্ঠভাণ্ডাগারে।

কোপুছি—কোপিছে, কোপ করিতেছে। নামধাতু।

কোরড়া—কোঁড়া, চাবুক।

কোড়িথিলে—খুঁটিয়াছিল, বিঁধিয়াছিল, খুঁড়িয়াছিল।

কৃতকৃত—কৃতকৃত্য।

খঞ্জনি—ঘুঙুর ; অলঙ্করণ, খেচনি।

খঞ্জিলে—খেঁচিল, অলঙ্কাররূপে লাগাইল।

খট—ক্রিয়া

খটন্তি—খাটে (বহুবচন)।

খাট—খাটে।

খটিছু—খাটিতেছি।

খটিলাকু—খাটাতে, খাটার জন্য।

খটিয়া—খাটিয়া, চৌপাই।

খড়িকা—ঝাঁটা, ঝাড়ু।

খণ্ড দূরে—একটু দূর হইতে।

খণ্ডা—খাঁড়া ; তর্ক, কলহ।

খন্দা, খন্দাঘর—বেড়াঘেরা (বা পাচীরঘেরা) ঘরবাড়ি ; গুদাম-ঘর।

খসি—খসিয়া, সরিয়া।

খাআনি—খাওয়া।

খালি—শূন্য, ফারসী শব্দ।
খুগি—খুঙ্গি, কালিকলম ইত্যাদি রাখিবার পেটিকা।
খোসা—খোপা।
খোসা খসিছি—খোপা বাঁধিয়াছে।

গইলাবাট (৫৫৫)—যে পথে গিয়াছে।
গউড়ুণী—গোয়ালিনী। দ্র' গোপালুনী।
গজপতি—উড়িষ্যার রাজাদের উপাধি।
গঞ্জিবারে—গঞ্জনা দিতে, ভাঙ্গিতে।
গস্তা—উপরের গাত্রাবরণ।
গণ্ডা ঢাল—গণ্ডারের চামড়ার ঢাল।
গলা, গলে—গেল।
গহণে—পাশে, সঙ্গে।
গহল—ভিড়। তু' 'গাহল বন্ধুল' (বিপ্রদাসের মনসাবিজয়)।
গড়—দুর্গ।
গাড়—গাড়া, চাপাপড়া, নিহিত।
গুণ্ড—মুষ্টিযোদ্ধা, গুণ্ডা।
গুণ্ডিচাযাত—গুণ্ডিচাযাত্রা, জগন্নাথের রথযাত্রা।
গুপতরে—গুপ্তে, গোপনে।
গুমানী—গর্বিত। ফারসী শব্দ।
গুহাড়ি—গোহারি, কাতর নিবেদন।
গুড়িয়া—গুড়ের কারবারী, ময়রা।
গোলি—যাহা গোলা হইয়াছে; পানা, পানীয়।
গোটিকা—একরকম নাড়ু।
গোপালুণী—গোয়ালিনী।
গোল—চেঁচামেচি, গণ্ডগোল।
গোড়—পা। তু' বাঙ্গালা 'গোড়ালি'।
গোড় পকাইলে—পা ফেলিলে।
গোড়া—গোড় হইতে নামধাতু
গোড়াই—পিছু পিছু গিয়া।
গোড়াইলে—পিছু পিছু গেল।
গোড়াবন্তে—পিছু পিছু আসিতে।

ঘড়ি—ঘটিকা, দণ্ড (সময়)।
ঘড়ি পাঞ্চ বেল—বেলা পাঁচ ঘটিকায়।
ঘড়ি (৪৬০)—ঘটি।
ঘাগুড়ি—ঘুঙুর।
ঘাস্তেক—আঘাতকে।
ঘাসিয়া, ঘাসী—ঘাস-কাটা ভৃত্য, ঘেসেড়া।
ঘুঞ্চিলে—ঘুচিলে।
ঘেনি, ঘেনিণ—গ্রহণ করিয়া লইয়া। <গৃহ্‌ণ-।
ঘেন্তি—গ্রহণ করিয়া, লইয়া। <গৃহীত।
ঘোড়াই—ঘোমটায় ঢাকিয়া। <ঘুট-।

ঘোড়াঘোড়—ঘোমটা-ঢাকা।

-ঙ্ক, ঙ্কর—ষষ্ঠী বিভক্তি (বহুবচন)।

-ঙ্কি—গৌণকর্মের বিভক্তি (বহু-বচন)।

-ঙ্কু—চতুর্থী বিভক্তি (বহুবচন)।

চউকি—প্রস্তরাসন।

চউকিয়া—চৌকিদার, প্রহরী।

চউজামা—ঘেরাটোপ (ঘোড়ার)

চউপলা—চতুর্দোল, চৌদোলা।

চউপাশ—চারিপাশে।

চন্দ্রগুণা—নাকমাছি, নাকছাবি।

চড়াউ—চড়াও, আক্রমণ।

চাকিরী—চাকরি।

চাঙ্গুড়ি—চাঙ্গারি, বাঁশের শক্ত ঝুড়ি।

চার—চর, দূত।

চাহিঁ চাহিঁ—চাহিতে চাহিতে, দেখিতে দেখিতে।

চিনা—চিহ্ন, ফুটকি। তু বসন্তের চিনা (রূপরামের ধর্মমঙ্গল)।

চিতা—টিপ, উল্‌কি, পত্রলেখা। <চিত্র।

চিত—ক্রিয়া, <চিত্ত

চিতোই—ভাবিল ; ভাবিয়া।

চেতি—চেতন হইয়া, জাগিয়া

চিহরাচোপ—স্বীকারপত্র, রসিদ, ফর্দ।

চুট—ছিটা, জরির কাজ।

চুম্বাই—আলিঙ্গন করিয়া।

চেতি—চেতন।

চেরদার (৩০৩)—পশ্চাদ্‌গামী ভৃত্য, page boy।

চোপ—দলিল, ছাড়পত্র, স্বীকার পত্র। তু বাঙ্গালা 'চোতা, চোটা, চিঠা, চিঠি'।

ছইলা—ঢঙ, ছেলেমি, ছেনালি। প্রাকৃত 'ছইল্ল'।

ছটাঙ্কি—ছটাক মাপের পাত্র।

ছড়া (৫৫৩)—ছাড়া, তফাৎ।

ছতি—ছাতা, ছত্র।

ছন্তিমিলি = মিলিছন্তি—মিলিয়াছে, একত্র হইয়াছে।

ছন্দি—ছাদা, বাঁধা, আটক। তু বাঙ্গালা 'ছাদন দড়ি, বাঁধা-ছাদা'।

ছড়িদার—বেত্রহস্ত প্রহরী, জগন্নাথ-মন্দিরের প্রহরী।

ছামুরে—সামনে। <সম্মুখ।

ছিড়া—খাড়া, দণ্ডায়মান।

ছেক—একবারের বরাদ্দ ভোগ-সামগ্রী।

ছেড়া, ছেরা—ছড়া, ছড়াঝাঁট।

জউতিষ-রাএ—রাজ-জ্যোতিষী।

জগি থিলে—জাগিয়া রহিল।

জণকু—একজনকে।

জণান্তে—জানাইতে।

জনাউ থান্তি—জানাইয়া থাকেন।

জরি হোই (৬৭২)—জড় হইয়া।

জরি বুট—জরির বুটি।

জলা-কবাটি—জাল-কপাট, জালি-কাটা পাথরের জানালা বা কপাট।

জড়পরি—জড়প্রায়।

জড়া তেল—চিটা তেল, গাঢ় পিচ্ছিল তৈল।

জড়ি—জড়ানো, লাগানো, খচিত। তু 'জড়োয়া'।

জাণ—ক্রিয়া

জাণিম—জানিবে।

জাণু—জানি (উত্তমপুরুষ)।

জারি (৬৭২)—হাজির, নিকটস্থ। ফারসী শব্দ।

জিণ—জয় করা, জয়ী হওয়া; <জিনাতি (বৈদিক)

জিণন্তি—জয়লাভ করে।

জিণি—জয় করিল।

জিস—যাহা। <*যিস্য=যস্য। তু' কিস। হিন্দী জিস।

জুর, জুর—লুট, লুটের মাল।

জুরি—লুট করিয়া।

জেনা—রাজপুত্র।

জেমা—রাজকন্যা।

ঝটঝট—ঝকমক।

ঝিঅ—কন্যা, ঝি।

ঝিন—সরু, সূক্ষ্ম। <ক্ষীণ।

ঝুন্টিয়া—চুটকি, পায়ের আঙ্গুলের আংটি।

টাণ—দৃঢ়।

টাহিয়া—শিরোভূষণ।

-টি—ক্রিয়াপদে স্বার্থিক বিভক্তি।

টিকি—কিছু; নাকি (প্রশ্নে)।

টেক—ক্রিয়া; তু' বাঙ্গালা 'বোতাম টেকা'

টেকন্তেণ—লাগিতে, ধরিতে।

টেকি, টেকিণ—ধরিয়া।

টেকিছন্ত—ধরিয়াছেন।

টেকিব—ধরিবে।

টেকিল—ধরিল, লইল।

টোপি—টোপ, ফোটা, বিন্দু।

ঠাকুরপণ—প্রভুত্ব।

ঠরাঠরি হোই—ঠারাঠারি করিয়া।

ঠাবরু—ঠাইয়ে, স্থান হইতে।

ঠারি—ইঙ্গিত করিয়া।

-ঠারু—পঞ্চমী বিভক্তি।

-ঠারে—চতুর্থী-পঞ্চমী-সপ্তমী বিভক্তি।

ঠুলে—একত্র

ডকা বোবালি—ডাক হাক, চীৎকার।

ডগর, ডগরা—বার্তাবহ, দূত।

ডরি—ডর, ভয়।

ডিআঁবন্তি—ডিঙায়, ডিঙ্গাইয়া যায়।

ডিঙ্গর—ডাঙ্গা, অনুচ্চ পর্বত।

ডিহ—বাড়ি, বাসস্থান।

ঢেঙ্কুনিয়া—উড়িয়া সৈন্য (?)।

ঢেণুআ—ধনু-বিশেষ ধারী যোদ্ধা।

-লি—সম্পন্ন অতীত কালের বিভক্তি।

তবধ—স্তব্ধ।

তরকিণ—তাকাইয়া, খুঁজিয়া। অর্ধতৎসম। <তর্ক-।

তরপর—তড়বড় ; তৎপর, সত্বর।

তড়তি—তাড়াতাড়ি, তৎক্ষণাৎ। প্রাকৃত তড়ত্তি।

তড়াই—তাড়াইয়া, তাড়িয়া, সবেগে।

তহঁ—সেহেতু।

তাটকা—আশ্চর্যান্বিত।

তাটঙ্ক—কর্ণভূষণ।

তাড়—বাঁ হাতের তাবিজ।

তাড়ি—দ্র তড়াই।

তার তাহিঁ—তাহার প্রতি।

তিনি—তিন। <ত্রীণি।

তিহাড়ি—তেওয়ারি, ত্রিপাঠী (পদবী)।

তুছা (৮৫৪)—তুচ্ছ, অযোগ্য।

তুনি (৪২২)—নীরব, চুপ। <তুষ্ণীক।

তুপ—তুবড়ি ; কামান।

তুম্ভ—তুমি (বহুবচন গৌরবে), আপনি।

তুহাই—পুনঃপুনঃ, উপর্যুপরি।

তুহি—তুই।

তেড়ে—ততটা, তেমন। অপভ্রংশ তেবড্ড।

তেণ আউ—তিনি ছাড়া।

তৈলঙ্গ—তেলেঙ্গা সৈন্য।

তো—তোর, তুই। <তব।

তোটা—উদ্যানবাটিকা।

তোরা—উজ্জ্বলা।

তোহ, তোহর—তোর, তোমার।

তোড়পা—মাপের বাটি বিশেষ।

ত্রোণ—তূণ। অর্ধতৎসম।

থয়—স্থির। তু বাংলা 'থই'।

থা—ক্রিয়া

থাই—থাকে।

থাই—থাকিয়া।

থাউ—থাকিতে, থাকিলে।

থান্তি—থাকে, থাকেন (বহুবচন)।

থান্তে—থাকিতে।

থান্তু—থাকিতাম, থাকিত।

থিলে—থাকিল।

থাট—ঠাট, যুদ্ধসজ্জা।

থাম্বাল—স্থূলোদর।

থুআ—স্থাপিত। <স্তূপ।

থোই—থুইয়া, রাখিয়া।

থোকে—ঈষৎ পরিমাণে, একটুও। <স্তোক।

থোর—স্থূল, স্থূলকায়।

দইতারি—দৈত্যারি, জগন্নাথ।

দউড়ি—দড়ি।

দণ্ডধারী—প্রতাপী রাজা।

দমামি—দামামা, ঢাক।

দরহাস্ত—অল্পহাসি।

দহিলা—দগ্ধ, তপ্ত (বিশেষণ)।
দাআ—কাস্তে, দা। <দাত্র।
দাণ্ড—রাজপথ, সোজা বড় রাস্তা। <দণ্ড।
দাণ্ডি করি—দাঁড় করাইয়া।
দানা—ঘোড়ার খাদ্য।
দিহু দিহু, দিহু দিন—দিনে দিনে।
দিশ্—কর্মবাচ্যের ক্রিয়া, <দৃশ্য-
 দিশই—দেখা যায়, দেখায়।
 দিশিলা—দেখা গেল।
 দিশিলে—দেখা গেল, দেখা দিল।
 দিশে—দেখায়।
দিহুড়ি—দীপ, দেউটি। <দীপ-বর্তিকা।
দুআড়, দুআড়-মুঠা—কামান, অথবা দুই দিকে ধারওয়ালা শস্ত্র। তু বাংলা দোয়াড়ি (দুইদিকে মুখওয়ালা মাছ ধরিবার যন্ত্র।)
দুব—দুর্বা, দুর্বাবৎ।
দুহিঙ্ক—দুইজনের।
দে—ক্রিয়া
 দিঅ—দাও।
 দিএ—দেয়, দিয়াছে।
 দিঅই, দিয়ন্তি—দেয়, দেওয়া হয়।
 দেই—দেয়।
 দেউছ—দিতেছ।
 দেউছি—দিতেছে।
 দেব—দিব (উত্তমপুরুষ)
 দেব, দেবা—দিবে (প্রথমপুরুষ), দিতে হইবে।
 দেবি—দিব
 দেবু—দিবে (মধ্যমপুরুষ)।
 দেলা, দেলাক, দেলেক, দেলে—দিল।
 দেলে—দিলে (অসমাপিকা)।
 দিঅন্তে—দেওয়াতে, দিতে দিতে।
দেখ—ক্রিয়া
 দেখু—দেখিতে, দেখিতে দেখিতে।
দেবারু—দেওয়াতে, দিবার ফলে।

ধমক—ঢাকের মত বাদ্যযন্ত্র।
ধইল—ধরিল। <ধৃত+ইল্ল।
ধাম (ধাব)—ক্রিয়া
 ধামই, ধামন্তি—দৌড়ায়।
 ধামে—দৌড়ায়, ধায়।
ধাড়ি—আক্রমণ, যুদ্ধ।
ধুআন্তি—দৌড়ায়, ধায়।
ধূপ—ভোগপূজা।
ধোই—ধুইয়া।

নইলা (=নাইলা)—আসিল না।
নগ্রে—নগরে।
নটিকাল—নারিকেল।
ননন্দ—স্বামীর ভগিনী, ননদ।
নবর—নগর।
নবাত—মিষ্টান্ন। ফারশী।

নরসাঁই—নরস্বামী, নৃপতি।
নলি—বন্দুক।
নড়িআ ঘৃত—নারিকেল ঘৃত।
নাগরা—নাকারা, নাকাড়া
(বাদ্যযন্ত্র)
নামগোটি—নামটি।
নালিকি—নাল্‌কি, দোলা।
নিকি—নাকি (সংশয়ে, প্রশ্নে)
<নাম কিম্।
নিমন্তে—নিমিত্তে।
নিরেখি—নিরীক্ষণ করিয়া।
নিলা—নিল, লইল।
নিশ, নিস—গোঁফ।
নিশ্চে—নিশ্চয়।
নিশাণ—বাজনা, বাদ্যধ্বনি।
<নিঃস্বান।
নিশাণ—পতাকা।
হুহ, নোহ—নাস্ত্যর্থ ক্রিয়া
হুহ—নও।
হুহই, হুহে, নোহি—নয়, না হয়।
হুহন্তি—নয় (বহুবচন)।
নোহিব—নহিবে, হইবে না।
নোহি অছি—হয় নাই।
নোহিলে—নহিলে, না হইলে,
নতুবা।
নৃপরাণ—নৃপ-রাজা।
নে—ক্রিয়া
নেই—নিয়া, লইয়া।
নেউ—নিতে, লইতে।
নেলা, নেলে—নিল, লইল।
নেত—সূক্ষ্ম বস্ত্র, সূক্ষ্মবস্ত্রের পতাকা।
নোহ—দ্র হুহ।

পকা—ফেলা, দেওয়া, করা ইত্যাদি
(ক্রিয়া)
পকাই—ফেলিয়া, দিয়া।
পখাল—পান্‌তা (ভাত)।
<প্রক্ষাল।
পখা—পাখা।
পচার—ক্রিয়া, অর্থ—প্রচার-,
ফুকার-, উচ্চকণ্ঠে বলা।
পচার—বল (মধ্যমপুরুষ)।
পচারই—বলে (প্রথমপুরুষ)
পচারিল—বলিল।
পচারিলি—বলিলাম।
পচারুছি—বলিতেছি।
পচারুছ—বলিতেছ।
পছে—পিছে, পাছে, পিছনে।
পটিএ—একপাটি, একটি।
পড়া, পোড়া—গ্রাম, বসতি।
পড়িআ—পড়ুয়া, ছাত্র।
পণস্ত—শাড়ির আঁচল।
-পণ—ভাববাচক তদ্ধিত প্রত্যয়।
পণা, পনা—পানা পানীয়, শরবৎ।
পণা-গোলি—পানা গোলা, তরল
পানীয়।
পণা-খিআ—পানা-খাওয়া,
স্থাননাম।
পথর—পাথর।
পথুকি—পথিক।

পন্তা—প্রান্ত, প্রান্তর।

পন্তার—প্রান্তর, পাথার।

পন্তি—পংক্তি, ভোজনস্থান।

পন্তি পন্তি—পাতি-পাতি, সারে সারে।

পয়—পা, পদ।

পর্বত-ঘাটি—পাহাড়ের ঘাট, প্রপাত।

পরজা—প্রজা।

পরি (৩২৮)—পার, অতিক্রান্ত।

পরা, পরি—প্রায়, মত।

পরিমল—নির্মল।

পরিমুণ্ডা যাই—নিছনি যাই।

পরীক্ষা (২৪৬)—পড়িছা, অধ্যক্ষ। <প্রতীক্ষ-।

পরুপা, পড়ুপা (৩৭০)—পড়্‌তা(?)।

পলম—হাঁড়ির ঢাকনি (মাটির)।

পলি পলি—পালে পালে।

পলা—ক্রিয়া

পলান্তি, পলাবন্তি—পালায় (বহুবচন)।

পশ্চিমুখ—পশ্চিমমুখ।

পশ—ক্রিয়া

পশিলারু—প্রবেশ করিবার হেতু।

পশু—প্রবেশ করুক।

পশুছি—প্রবেশ করিতেছি।

পশুপত্র—পাশুপত।

পহড়—শয়ন (দেবতার)।

পহণ্ডি—পাদচারণ (দেবতার)।

পহর—ঝাঁট দেওয়া (ক্রিয়া)

পহরন্তি—ঝাঁট দেয়।

পহরা, পইরা—ঝাঁট, ঝাঁটা।

পইর—সাঁতার দেওয়া (ক্রিয়া)

পইরিবা—সাঁতার দেওয়া।

পহিলে—প্রথমে।

পহড়—ক্রিয়া

পহুড়িতে, পহুড়িলে শয়ন করিলে।

পাআ—পোয়া, পোয়া মাপের পাত্র। <পাদ।

পা—ক্রিয়া

পাউঅছি—পাইতেছে।

পাউছন্তি—পাইতেছেন।

পান্তি—পায় (বহুবচন)।

পাএড়া, পাহাড়া—গাত্রাবরণ যাহা পিছনে লুটাইয়া থাকে।

পাখ—স্থান, নিকট ; পাখা। <পক্ষ।

পাচিলা—পাকা, পক্ব। <পচ্য।

পাচেরী—প্রাচীর।

পাঞ্চ—পাঁচ।

পাঞ্চ—ক্রিয়া, অর্থ—মনে পাঁচরকম ভাবা ;

পাঞ্চই—ভাবে, ভাবিতেছে।

পাঞ্চুছু—ভাবিতেছে।

পাঞ্চুথিলে—ভাবিয়াছিল।

পাটনা—পত্তন, বসতি, বন্দর।

পাটফুলি—খোঁপা ইত্যাদিতে ঝুলাইবার খোপা।

পারিলা—সমর্থ, সাবালক।
পারুশ—পার্শ্ব।
পারুশলোক—পার্শ্বচর।
পালিকি, পালিব্কি—পাল্‌কি।
পসোরাই—ভুলিয়া, পাসরিয়া। <অপস্মৃ-।
পাহাড়া—দ্র পাএড়া।
পাহি (৭৮৬)—দ্র পাহিলা।
পাহিলা—প্রভাত হইল, পোহাইল। <প্রভাত-।
পাই, পাই—জন্য, নিমিত্ত (অনুসর্গ)।
পিঅর—পিতা। অর্ধতৎসম।
পিছড়া—পিছুহাটা। <*পশ্চবৃত্ত।
পিণ্ডিকা—জগন্নাথের পীঠ।
পিরীতিপণ—প্রীতিভাব।
পুট—গর্ত, সুড়ঙ্গ।
পুণি, পুণিহিঁ, পুণৈ—পুনঃ, অথবা।
পুত্রেকহ (১৬)—পুত্রের।
পুরি, পুরিয়া—'পুরুষোত্তম' নামের খণ্ডিতরূপ (অবজ্ঞায়)।
পূরাই, পূরাইণ—চুকাইয়া, পুরিয়া।
পেজনলা—ভাতে ফেন বহিয়া যাইবার নালা।
পেশ, পেষ—ক্রিয়া, <প্রেষয়-
পেষি—পাঠাইয়া।
পেস্তথাই—পাঠাইয়াছিল।
প্রপদ—পদাগ্র, পায়ের আঙুল।
প্রভুপণ—প্রভুত্ব, প্রভু।
প্রাপত—প্রাপ্ত, প্রাপ্য।
ফরহরা—পতাকা।

ফাম্প-পোড়া—বাষ্প (অগ্নি)-দগ্ধ।
ফরিকার—কুঠারধারী যোদ্ধা।
ফের—বস্ত্রপ্রান্ত।
ফেরি—ফিরিয়া।
ফেড়—খুলিয়া দাও। তু ফেট (ধর্মপূজাবিধান)।

বইরেখ—একরকম পতাকা।
বখাণুথাই—ব্যাখ্যা (বর্ণনা) করিলাম।
বছ—বাছা।
বঞ্চ—ক্রিয়া
বঞ্চন্তি—উত্তীর্ণ হয়, বাঁচে।
বঞ্চিলা—বাঁচিল, অতিরিক্ত হইল।
বধুলি—বাঁধুলি ফুল।
বনস্ত—বনান্ত। <বনত্র। অর্ধতৎসম।
বনাউত—বনাত। ফারসী শব্দ।
বন্ধা—বাঁধা, বন্ধক।
বরছা—বর্শা।
বরতন—বেতন, বর্তন।
বরষ—বর্ষ, বছর।
বর্তি—বাঁচিয়া, বর্তিয়া।
বরিব—বিবাহ দিতে হইবে। <বর। নামধাতু।
বলা—বালা, বালক, পুত্র।
বলি—বল, বলবান্‌।
বলি-হাম্বিরি—বলবান্‌ আমীর, কপিলেশ্বরের এক পুত্রের নাম।

তু বীরহাম্বীর, ধাড়িহাম্বীর (বিষ্ণুপুরের)।

বলিয়ার—বলবান্।

বলিল—উজ্জ্বল, বলবান্।

বসন্ত—বসিতে, বসিবার। অর্ধ-তৎসম।

বসান্তি—বসাইতাম, বসাইব।

বহন—শীঘ্র, তাড়াতাড়ি।

বহিণ (৬৬৭)—বহিয়া, কাটাইয়া।

বহনি—বহ্নি, অগ্নি। অর্ধতৎসম।

বড়ঠাকুর—বলরাম।

বঢ়, বাঢ়—ক্রিয়া, অর্থ—বাড়া, আগে যাওয়া, আগাইয়া দেওয়া।

বঢ়ই—বাড়ে।

বঢ়িছি—বাড়িয়াছে, ঢুকিয়াছে।

বাঢ়—আগাইয়া যাও।

বাঢ়ন্তি—আগাইয়া যায়।

বাঢ়িলা—আগাইয়া গেল।

বস—বইস (অনুজ্ঞা)।

বাইশি-পাবচ্ছ—বাইশ পৈঠা (জগন্নাথ-মন্দিরে)।

পাবচ্ছ<*পাদথা।

বাখর—ঘোড়ার দুই পাশের সাজ (বা বর্ম)। প্রাকৃত পক্খর।

বাগ—বল্গা, লাগাম।

বাঙ্ক—বাঁক, বাঁকাছুরি, অস্ত্রবিশেষ।

বাঙ্কু ছুরি—দ্র বাঙ্ক।

বাছিণ—বাছিয়া।

বাজেণি—বাজন্ত।

বাট—বর্ত্ম, পথ।

বাঢ়—দ্র বঢ়।

বাণুয়া—ধনুর্বাণ-ধারী যোদ্ধা।

বানা—বর্ণরঞ্জিত পতাকা। <বর্ণক।

বারানিধি—বারাংনিধি, সমুদ্র।

ঝরি—ঝারি, জলপাত্র।

বারু—ঘোড়া। <বারণ?

বাহ—আক্রমণ, চড়াও।

বাহ—বাহু।

বাহাঙ্গি—ভার বহিবার বাঁক।

বাহিলা—চড়াও হইল।

বাহুটি—বাউটি, হস্তালঙ্কার। <বাহুবৃত্ত।

বাহুড়া-বিজয়—পুনর্যাত্রা, উলটা রথ।

বাহুড়া—ফিরিয়া আসা। <ব্যাঘুট।

বাহুড়াই—ফিরাইয়া।

বাহুড়ি—ফিরিয়া।

বিঅর্থ—ব্যর্থ।

বিক—ক্রিয়া

বিকই, বিকন্তি—বেচে।

বিচারিণ—আলোচনা করিয়া।

বিজয়, বিজে—শুভযাত্রা, বিজয়-যাত্রা।

বিড়িয়া—পানের খিলি, বিড়া।

বিতিপাত—ব্যতীপাত।

বিদ—ডান হাতের তাবিজ।

বিন্ধন্তেণ—বিন্ধিলে পর।

বিন্ধাণ—মল্লবিদ্যা, লক্ষ্যভেদ।

বিস্থনি, বিস্থণিআ—বিষ্ণু,
জগন্নাথের সহিসের নাম।
বীরতুর—বীরবাহু।
বীরবলী—বীরবৌলী, কানবালা।
বুঝু থাউ—বুঝিতে থাকি।
বুট—বুটি (জরির)।
বুড়া—ক্রিয়া
বুড়াইণ—ডুবাইয়া।
বুড়াইব—ডুবাইবে।
বুলি গল—বুলিয়া গেল, ঘুরিয়া গেল।
বেণ্ট—বাঁট। <বৃন্ত।
বেণ্ডি—কড়া, আঙুলের চামড়া শক্ত হওয়া।
বেনি—দুই। <*দ্বীনি।
বেল্‌বেল্‌—বেলায় বেলায়, ক্রমশঃ।
বেলে—সময়ে, বেলায়।
বেঢ়া—বেড়া, পাচীরঘেরা।
বোইলে—বলিল, বলিলেন। তু বুইলে (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)।
বোবালি, বোবি—হাঁকডাক।
বোলটি—বল, বলিতেছ।
বোলণা—বলা।

ভঙ্গা বন্ধপাণি—পরাজয়ে জোড়-হাত।
ভণ্ড ("ভণ্ড গণপতি")—ভাণ্ড, ধনাধিকৃত।
ভরসি—আশা (ভরসা) করিয়া।
ভলি (৫৩৯)—প্রকার।
ভলি—ভালো।
ভলি (৩২১)—উঁচু চাকরি, ভটকর্ম।
ভাগি (৬৬৯)—ভাঙ্গিয়া।
ভাবুছন্তি—ভাবিতেছে (বহুবচন)।
ভালি—ভল্ল (অস্ত্র)।
ভাল—দেখা (ক্রিয়া)
ভালু ভালু—দেখিতে দেখিতে।
ভালু—দেখিতেছ।
ভাড়ি—ভারা, মাচা।
ভিড়—ক্রিয়া, অর্থ—সংলগ্ন হওয়া, ভেঁড়া, ঘেঁষা, কাছে আসা;
ভিড়ি—ঘেঁষিয়া।
ভিড়িলা—সংলগ্ন হইল।
ভুআসুনী—বহুড়ী, গৃহস্থ বধূ।
ভুরুডু—ছলনা, প্রবঞ্চনা।
ভুষ—ক্রিয়া
ভুষন্তি—বিদ্ধ করে।
ভেখ—বেশ, মূর্তি।
ভেটি—ভেট, উপহার।
ভেলিকি—ভেল্‌কি।
ভোট—তিব্বতী কম্বল।
ভোলা—বিভ্রান্ত।

মইষি—গাই মোষ।
মউন—মৌন।
মঞ্চ—মর্ত্য, নরলোক।
মঞ্জার—মার্জার, বিড়াল।
মণ্ডণি—সাজ, সাজা, মণ্ডন, মণ্ডিত।
মণ্ড—ক্রিয়া
মণ্ডিলে—সাজাইল।

মণিমা—প্রভু (সম্বোধনে)।
মধুকারী—ময়রা।
মনা—মানা, নিষেধ।
মনাসিলা—মানসিক করিল।
<মানস।
মন্ত্রি করি—মন্ত্র পড়িয়া।
মন্দিএ—একটু, অল্প পরিমাণে।
মর্কত—মরকত।
মলা, মলে—মরিল।
মল্লিকট়ী—মল্লিকা ফুলের কুঁড়ি, অলঙ্কার বিশেষ।
মহাসুআর—প্রধান পাচক। দ্র° সুআর।
মাআ—মা, মাতা।
মাইলে—মারিল।
মাগনা—বিনামূল্যে, মাগ্না।
মাগি—মাগিয়া
মাগিথিলে মাগিথান্ত—মাগিলে মাগিতে পারিতাম।
মাজণা—মার্জন, প্রাতঃকৃত্য।
মাড়িলা—চাপিল।
মান্থু—মানি (উত্তমপুরুষ)।
মাতর—মাত্র। অর্ধতৎসম।
-মান—শব্দে বহুবচনের বিভক্তি।
মামু—মামা, মাতুল।
মার—ক্রিয়া
মারু মারু—মারিতে মারিতে।
মারুছি—মারিতেছে।
মারুণি, মারেণি—মার, মারণ।
মাল—মল্ল।
মাড়—ভোতা, মন্দ
মাড়—ক্রিয়া, অর্থ—মাড়ানো, চাপ দেওয়া ;
মাড়ন্তে—মাড়াইতে, মাড়াইলে।
মাড়ি—মাড়াইয়া, চাপিয়া, দাবাইয়া।
মাহন্ত—মাহুত (হাতির), সহিস (ঘোড়ার)। <মহাপাত্র।
মিশিণ—মিশিয়া।
মিহান—অলঙ্করণ, মিনা করা।
মু, মুঁ, মুহিঁ, মো—মুই, আমি।
মুগুনী—একপ্রকার দৃঢ় কৃষ্ণ প্রস্তর।
মুঠি—মুষ্টি।
মুণোহি—দেবতার ভোগ। তু° 'মহুই' (ধর্মপূজাবিধান)। <*মনাপক।
মুণ্ডিআই—মাথায় করিয়া।
মুদা—মুদ্রিত, আঁটা।
মুদি—আংটি। <মুদ্রিকা।
মুদিণ—মুদ্রিত (একেবারে বন্ধ) করিয়া।
মুদিয়ার—চাকতি। <মুদ্রিকাকার।
মুদ্রিকা—আংটি (যাহাতে মুদ্রা অর্থাৎ নামের অক্ষর বা চিহ্ন আছে)।
মুনা—তৃণ।
মুরুচা—মূর্চা। ফারসী শব্দ।
মুরুছি—মূর্ছিত।
মুহাণ—মোহানা। ফারসী শব্দ।

মূলে—কাছে, নিকটে ; সমষ্টিবাচক শব্দ (বহুবচন প্রত্যয়স্থানীয়)।
মূষারেণ—মূষার (ইন্দুরের) আকারে।
মেণ্ট—ক্রিয়া
মেণ্টাইবি—মিটাইব।
মেণ্টি—মিটাইয়া, পালন করিয়া।
মেণ্টি—লঙ্ঘন করিতে।
মেল—সঙ্গ, মেলা।
মেলি দিঅন্তি—মেলিয়া দেয়, ছাড়িয়া দেয়, হাঁকাইয়া যায়।
মো—দ্র মু।
মোহ, মোহর—মোর, আমার।
মোহি—মোহিত।
মোড়ন্তি—মুড়িতেছেন, মোচড়াইতেছেন।

যমদাড়—দুইধারওয়ালা শস্ত্রবিশেষ। <যমদণ্ড।
যহঁ—যেহেতু।
যাইণ—যাইয়া, গিয়া।
যাউটি—যাইবে।
যাক—নির্দেশক প্রত্যয়স্থানীয় শব্দ।
যাত—জাত, যাত্রা, উৎসব।
যা—ক্রিয়া
যান্তু—যাউক।
যিব—যাইবে।
যা যা (৬৯), যা যা হিমিরি (৭৩) : যযাতি হামীর (কপিলেন্দ্র-দেবের এক পুত্র)।
যাহাঠারে—যাহাকে।
যীন—জিন (ঘোড়ার)। ফারসী শব্দ।
যুঝ—ক্রিয়া
যুঝন্তি—যুদ্ধ করে।
যে যা মতে—যে যেমন ভাবে।
যেতে—যত, জেত (উপভাষা)। <* যেত্তক।
যেবণ—যেমন, যেন।
যেবে—যবে, যদি।
যেসনে, যেহ্নে—যেমন, যেমন করিয়া।
যোখি (২৮২)—খচিত, যুক্ত।
যোগণ—যোগান, উপস্থিত করা।
যোগাইলা—যোগ মিলিল, যোগ্য হইল। <যোগ, যোগ্য।
যোটি—জুড়িয়া, যোটাইয়া।

-র—ষষ্ঠী (ও সপ্তমী) বিভক্তি।
রখ—ক্রিয়া
রখি, রখিণ—রাখিয়া।
রখি থাঅ—রাখিয়া দাও।
রখি অছন্তি—রাখিয়াছেন।
রখু অছু—রুখিয়াছি, থামাইয়াছে।
রণভণ—চঞ্চলচিত্ত।
রহিণ—রহিয়া।
রাইণ—ডাকাইয়া। <রাব।
রাউত—অশ্বারোহী যোদ্ধা।

রাগ-সেনা—বর্ণরঞ্জিত সন্নাহ। দ্র সেহ্না।

রাজপণ—রাজত্ব, রাজাগিরি।

রাণ—রাজা। প্রাকৃত 'রন্ন'। দ্র' নৃপরাণ।

রামচেঙ্গি—রামশিঙ্গা, বংশী বিশেষ। তু' বাঙ্গালা চোঙ্গ (বাঁশের নল)।

-রু—পঞ্চমী বিভক্তি।

রুণ্ড—একত্রিত, জড়।

-রে—সপ্তমী বিভক্তি।

লগা—ক্রিয়া, <লগ্ন ;
লগাইণ—লাগাইয়া।
লগান্তি—লাগান (গৌরবে)।

লগুতি (পাঠান্তর নগুতি)—পরিজন, পোষ্যবর্গ।

লঙ্গল—লাঙ্গল।

লটা—বন, জঙ্গল।

লতাকম—লতাকর্ম, লতাপাতার কারুকার্য।

লয়—অবধান, মনোযোগ।

লসকর—লস্কর, সৈন্যসামন্ত। ফারসী শব্দ।

লাই—লাগানো, পরানো।

লাঙ্গুড়া তারা—লেজওয়ালা তারা, ধূমকেতু।

লাঙ্গু—লেজ।

লুগা—ধুতি, পরিধেয় বস্ত্র।

লুহ—চোখের জল। পুরানো বাংলা লোহ, লো।

লেউটিণ—ফিরিয়া আসিয়া, নেউটিয়া।<নিবৃত্ত।

লেফা—ক্লান্ত, নাচার।
লেফা হোই—লাফ দিয়া পড়িয়া।

লোকবাক—লোকটোক, লোকজন।

লোড়—ক্রিয়া
লোড়ই, লোড়ে—চায়, খোঁজে।
লোড়ি—খুঁজিল।

লোড়া—চল্‌তি।

শউচ—শৌচ, শুচি।

শতেপুর—শত শত জনের ভিড়, শত-পুরু।

শরধা—শ্রদ্ধা।

শাশু—শাশুড়ী, শ্বশ্রূ।

শুণ—ক্রিয়া, <* শ্রুণো- ;
শুণি, শুণিণ—শুনিয়া।
শুণিথিলা—শুনিয়াছিল।
শুণিম, শুণিমা—শুনিবে (মধ্যমপুরুষ)।

শুভ দেলে—শুভারম্ভ করিল।

শোই—শুইয়া।

শোধা—শুদ্ধ, পরিষ্কৃত, সাফ।

শোষ—তৃষ্ণা।

সইণি—সৈনিক, সৈন্য।

সজ—সজ্জা, সাজানো। দ্র শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন।

সজা—সাজা, শাস্তি। ফারসী শব্দ।

সজাড়ই—সাফ করে, পরিষ্কার করে।

সঙ্ক ঘঙ্ক—আঁটসাঁট।

সঙ্কপি—কল্পনা করিয়া।

সতে—সত্যাসত্য, যথার্থ। অর্ধতৎসম।

সন্তক—অভিজ্ঞান, অনুগ্রহের নিদর্শন। তু সন্তোক (কৃত্তিবাসের আত্মজীবনী)।

সনমত—সম্মত, সম্মতি।

সবারি—সওয়ারি, সওয়ার, অশ্বারোহী।

সবু—সব, সবই, সবাই।

সবুরি—সবার, সবারই।

সমদণ্ড—সামদণ্ড, দণ্ড, আক্রমণ।

সম্বালি, সম্ভালি—সামালিয়া, সামালিতে। <সম্-ভালয়্-।

সরিব—সারা হইবে। দ্র সার-।

সাইতি—সংগ্রহ করিয়া, যত্ন করিয়া, সাধিয়া। তু 'দান সাধা' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। দ্র সাধি।

সাগুণা—শকুন, চীল।

সাঞ্জু—সাঁজোয়া। <সংযোগ।

সাতুহতা (২৮৯)—?

সাধি—সাধিতে, বিবাদ করিতে।

সান—কনিষ্ঠ, ছোট।

সাবেলি—সাবল। <শর্বল, সর্বল।

সাবেলিয়া—সাবল লইয়া যুদ্ধকারী।

সামরথ—সমর্থ, সামর্থ্য।

সামলি—সামালিয়া, গুছাইয়া। দ্র সম্বালি।

সার—ক্রিয়া

সারিণ—সারিয়া।

সারিলা—সারা, শেষ করা।

সাসমল—একহাজারী মন্‌সবদার। <সহস্রমল্ল।

সাহ, সাহা—সহায়, সহায়তা।

সাহাণি—পদবী।

সাঁই—স্বামী, প্রভু, রাজা। দ্র নৃপ-সাঁই।

সিংহার—শৃঙ্গার, সুবেশ ধারণ।

সিনা—অনর্থক শব্দ।

সীউকার—স্বীকার। অর্ধতৎসম।

সুআর—সূপকার, রাঁধুনি।

সুআরন্তি—ঘোড়া হাঁকাইতেছেন। সুআর (সওয়ার) হইতে নাম-ধাতু।

সুকুপাল—ভালো পাল্‌কি, চতুর্দোল।

সুজ্ঞ—উত্তম জ্ঞানী, বিজ্ঞ।

সুনা—সোনা, স্বর্ণময়।

সুমর—ক্রিয়া, <স্মৃ-;

সুমর—স্মরণ কর।

সুমরন্তে—স্মরণ করিতে।

সেহা—সানা, বর্ম। <সন্নাহ।

সেব—ক্রিয়া

থাই সেবি=সেবি থাই—সেবা করিয়া থাকে।

সৈনি—সৈনিক, সৈন্য। দ্র সইনি।

স্তিরী—স্ত্রী, স্ত্রীলোক। তু তিরী (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)।

স্নাহান—স্নান। অর্ধতৎসম।

স্তবধ—স্তব্ধ। দ্র' তবধ।

স্ফুরই—স্ফুরে, উদিত হয়।

<স্ফুরতি।

স্ফুরই (৩৪৯)—স্ফুরিত হয়, কাঁপে।

হউ—আচ্ছা, বেশ, (তাই)

হোক।

হলহাথ—হলধর, বলরাম।

হলাউ থান্তি—হেলাইতে থাকেন।

হাঙ্ক—ক্রিয়া, প্রাকৃত হক্ক ;

হাক্কিলে—(ঘোড়া) হাঁকাইলে।

হাটুআণী—হাটুয়া স্ত্রীলোক।

হাটোই—হাটুয়া, হেটো।

<হট্ট+।

হাতুয়ার—হাতিয়ার, হেতের,

হাতের অস্ত্রশস্ত্র। <হস্ত+।

হাদে—নিশ্চয়াত্মক অথবা

বিস্ময়সূচক শব্দ।

তু' বাঙ্গালা 'হেদে' (সম্বোধনে)।

হিঁ—নিশ্চয়াত্মক স্বার্থিক প্রত্যয়।

হু—ক্রিয়া, দ্র' হে-, হো-

হুঅন্তা—হইত।

হুঅন্তে—হইত ; হইতে।

হুএ—হয় ; হইয়া।

হুর, হুরি—হোড়, হুড়াহুড়ি।

হুরজুর—হুড়াহুড়ি করিয়া লুট।

হে—দ্র' হু-, হো-

হেউ অছন্তি—হইয়াছে,

হইতেছে।

হেউঅছু—হইয়াছ।

হেউছু—হইতেছ।

হেউথিলা—হইয়াছিল।

হেব—হইবে।

হেবা—হওয়া।

হেবু—হইব (উত্তমপুরুষ),

হইবি (মধ্যমপুরুষ)।

হেলি—হইলাম।

হেলুণি—হইয়াছিলাম (উত্তম-

পুরুষ), হইয়াছিল

(প্রথমপুরুষ)।

হেলে—হইল।

হো—ক্রিয়া, দ্র' হু-, হে-

হোই, হোইণ—হইয়া।

হোইথিলা—হইয়াছিল।

হোন্তি—হয় (বহুবচন)।

কাঞ্চী-কাবেরী

(বাংলা)

কঠিন-শব্দার্থ

অপস্কর—চাকা।
অপায়ন—অপসরণ।
অয়স—লোহা।
আকুটী—নির্বন্ধ।
আচাভূয়া—অজ্ঞ।
আনদ্ধ—চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র।
আশোবার—অশ্বারোহী।
উভরড়ে—উর্দ্ধ শ্বাসে, বেগে।
কঙ্কটক—বর্ম, সানা।
কপোত-পালিকা—কার্নিশ।
কেদার—জলপূর্ণ ক্ষেত্র, গাছের গোড়ায় কেয়ারি।
ঘন—ধাতুময় বাদ্যযন্ত্র (কাঁশি, করতাল, ঘণ্টা)।
চক্রবাড়ে—চক্রবালে।
চাষ—একরকম পাখী, নীলকণ্ঠ (?)।
চেলনা—পরিধেয় বস্ত্র।
চোলা, চোলী—জামা, আংরাখা।
চৌরগঙ্গ—চোড়গঙ্গ (উড়িষ্যার প্রাচীনতর রাজবংশ-কর্তা)।
জম্বুনল—বন্দুক, আগ্নেয় অস্ত্র।
জ্যোতিরিঙ্গন—জোনাকি।
ঢেরি—স্তূপ।
তক্র—ঘোল।
তত—তন্ত্রীময় বাদ্যযন্ত্র।
তুন্নবায়—দরজি, রিপুকর্মকারী।
তুরঙ্গী—অশ্বারোহী।
তুকূল—সূক্ষ্ম পরিধেয় বস্ত্র।
দেওড়—বড় কামান। দ্রঃ ওড়িয়া 'ছুআড়'।
তোমর—বর্শা।
দ্রুঘন—কুঠার।
দ্বৈপ—দ্বীপি-চর্মাচ্ছাদিত রথ।
নিবীত—উত্তরীয়, পইতা; গলায় মালার মত ঝোলানো উত্তরীয় বা পইতা।
পরশ্বধ—কুঠার।
পাটজোষী—রাজজ্যোতিষী।
পাল—পলিপড়া জমি (ওড়িয়া শব্দ)।
প্রক্ষ্বেড়ন—লৌহশর; চীৎকার।
প্রমথন—পরাজয়।
প্রোচ্চ—অতি উচ্চ।
বারবাণ—বর্ম, সানা।
বিনশন—প্রাচীন তীর্থ যেখানে সরস্বতী নদী বিলুপ্ত হইয়াছিল।
বিষ্ণুপদী—গঙ্গা।
ভাবী (২৫১)—ভবিষ্যৎ ঘটনা।
ভিন্দিপাল—ছোট বর্শা।
মধুরী—একরকম বাঁশী, মৌহারী।

মস্তি—মদ, মত্ততা। ফারসী শব্দ।
মৌরছল—ময়ূরপুচ্ছের ব্যজনী।
রাঙ্কব—পশুলোমজাত সূক্ষ্ম বস্ত্র।
শম্পা—বিদ্যুৎ।
শূলকী—শূলধারী যোদ্ধা।
সর্বল—সাবল।
সারসন, সারসান—যোদ্ধার কটি-বন্ধ।
সুষির—বায়ুতাড়িত বাদ্যযন্ত্র (বাঁশী ইত্যাদি)।
স্তৃত (৬১৪৩)—বিস্তৃত, প্রসৃত।
সৈরিন্ধ্রী—রাজান্তঃপুর-পরিচারিকা।
হস্তিনখ—দুর্গদ্বারের উঁচু বুরুজ।
হারপুরে—হরণকর্তার (এখানে শিকারীর) গৃহে।
হেতি—অস্ত্র, শস্ত্র।